স্বপ্নপুরীর প্রথম সোপান
ইচ্ছেডানা
শারদীয়া ২০২০
B.Ed, 2nd Semester
2019-2021 Batch

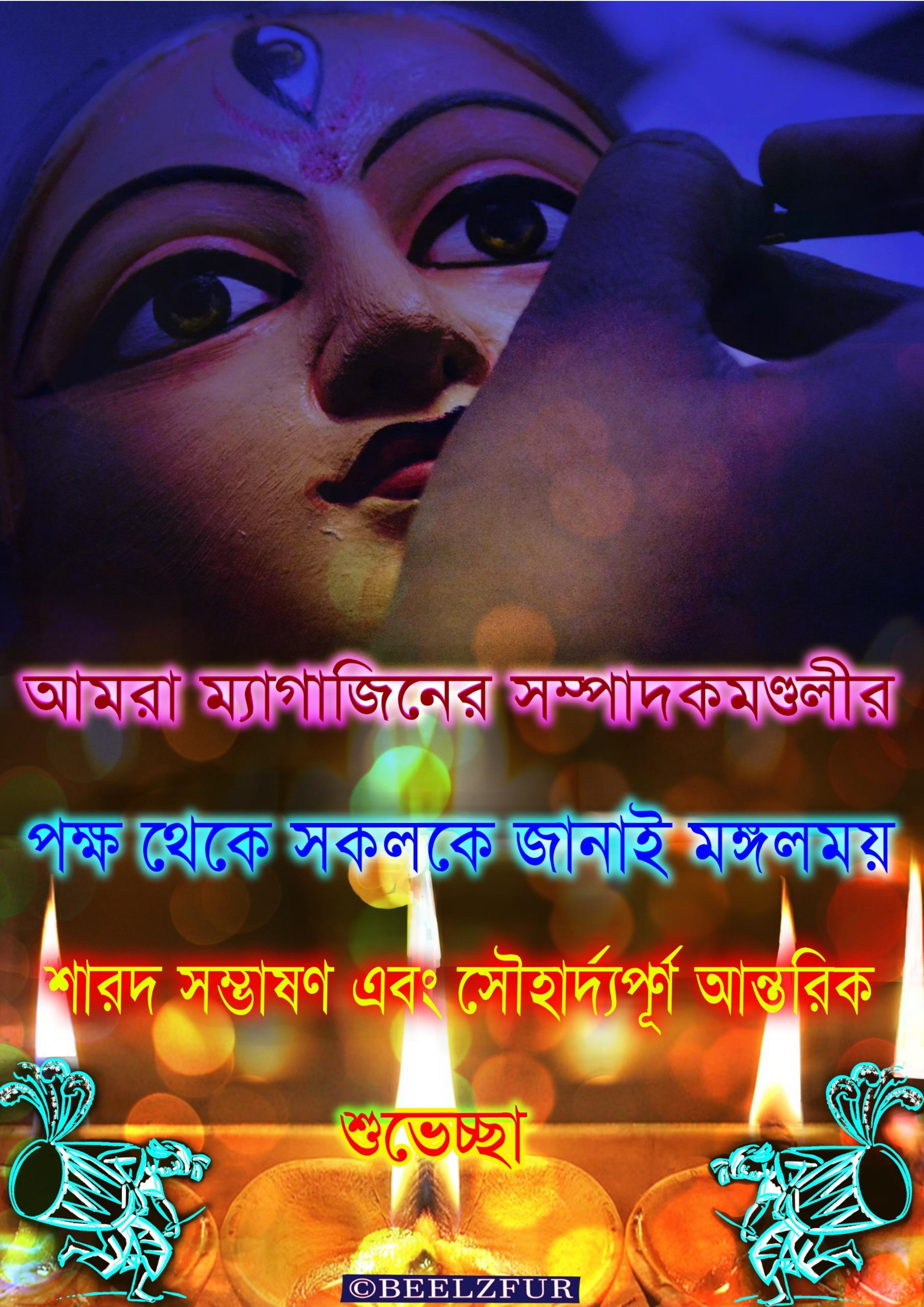
আমরা ম্যাগাজিনের সম্পাদকমণ্ডলীর
পক্ষ থেকে সকলকে জানাই মঙ্গলময়
শারদ সম্ভাষণ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ আন্তরিক
শুভেচ্ছা
©BEELZFUR

মূল পরিকল্পনা

সত্যজিৎ সমাদ্দার

প্রচ্ছদ অলংকরণে

অভি নস্কর

সম্পাদকমণ্ডলী

সত্যজিৎ সমাদ্দার
অভি নস্কর
কৃষ্ণেন্দু মন্ডল
অনন্যা ব্যানার্জ্জী

মুখ্য সহায়ক

নিবেদিতা নন্দী

প্রকাশকাল

১৮ ই অক্টোবর, ২০২০

©BEELZFUR

...EDITORS...

THE ONES WHO DARED AND MADE IT HAPPEN

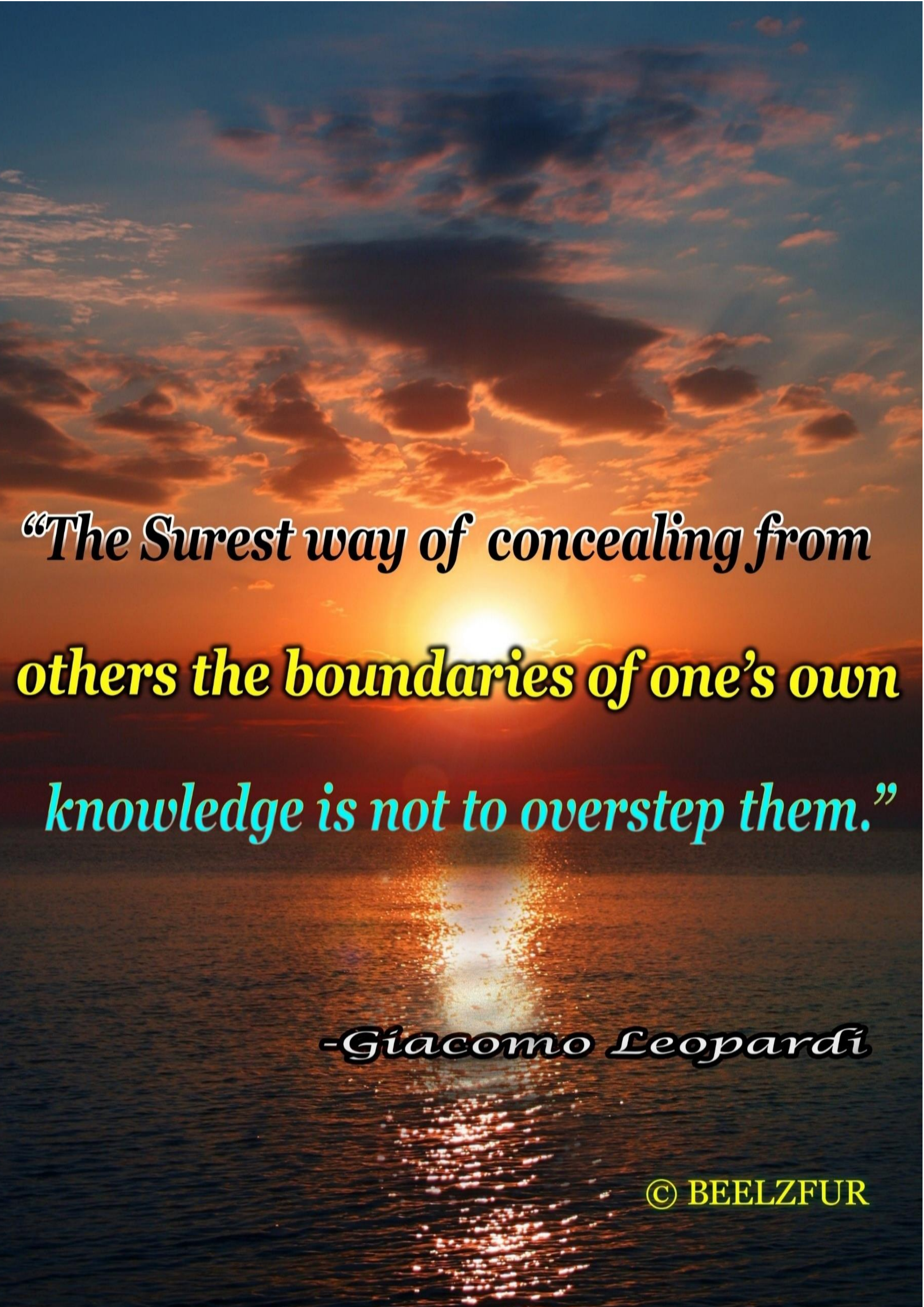
"The Surest way of concealing from
others the boundaries of one's own
knowledge is not to overstep them."
-Giacomo Leopardi
© BEELZFUR

EDITORIAL

Threadsuns
above the grayblack wastes.
A tree-
high thought
grasps the light-tone: there are
still songs to sing beyond
mankind.

...Paul Celan

The famous professor Dumbledore once said, "Happiness can be found in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light." Amidst indeed the darkest of times, we, the second semester of Pailan College of Education, assembled & strived to turn the lights on by tweaking the source of power – Artwork, since creative art never sleeps.

We gleefully named it ICHCHHEDANA as we tried to capture the incredible moments created & spent with our friends in this college and also the indelible memories with our teachers etched in our heart. We hope that the incredible creations of our writers and painters will bring joy and mirth to our readers. What we had in mind when we were planning was to do something which will provide the reader not only with a feeling of trip down memory-

lane but also help them look at life through the glass of literature and artwork. Something like a souvenir!

We urged our friends and teachers to join in this journey and the result is a testament of what a creative mind can do.

It is not only invigorating but refreshing to discover and taste the perceptions cooked by others. We have put in relentless efforts to bring excellence to this treasure trove. The herculean task of editing the collection of artworks sent by the participants would not have been possible without the rigorous support of the members of the editorial panel who sorted out the articles from our enthusiastic and inquisitive friends, edited them and finally made a fair draft of them. We are thankful to all our friends who dipped their oars into the turbulent water of the journal and have sailed it to the shore of publication.

We are really thankful to our respected principal ma'am and all the teachers for entrusting us with the responsibility to publish the magazine. We would like to humbly thank all the participants for sending their best wishes for the magazine and encouraging us.

We heartily wish all the readers our best wishes & hope you enjoy our sincere effort.

Abhi & Satyajit

LETTER FOR NON-LIABILITY

Dear readers,

We, the members of the Editorial Panel, would like to state our sincere greetings to all participants in this magazine for their contributions. We would also like to clarify that we believe the writings/art works submitted by participants are their own creations and we didn't attempt to authenticate the works. The views expressed by participants in their works are totally based upon their own understanding and the panel has reliably been informed by the participants about its originality. In future, if any published work (writings/art works) of this magazine ensues any controversial or intricate issue in regard to its perspicuity, the Editorial Panel will not take any liability. On such situation, the very participant/owner will only be responsible to clear out the vexation.

with regards,
Editorial Panel
Ichchhedana Magazine

COPYRIGHT NOTE

Dear readers,

No artwork/writing of this magazine should be reproduced, copied or recreated without the consent of the respective owner. If any potential infringer tries to violate the rules and try to claim the credit as their own creation, or upload on social media like **YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Vimeo or others**, that particular individual/people will be subjected to stringent legal action.

We live in an age where the digital world is teeming with fraudsters, cheaters and tricksters. Thus, we have come to a decision to protect the dignity of every writing/artwork by **Copyright guidelines of Indian Government**. Our magazine is protected by **Information Technology Act ,2000 and Indian Copyright Act ,1957; Indian Copyright Act ,1976**

Copyright clauses are inserted below as mentioned in The Constitution of India.

Copyright ownership gives the owner the exclusive right to use the work, with some exceptions. When a person creates an original work, fixed in a tangible medium, he or she automatically owns copyright to the work.

Many types of works are eligible for copyright protection:

- **Audiovisual works, such as TV shows, movies, and online videos**
- **Sound recordings and musical compositions**
- **Written works, such as lectures, articles, books, and musical compositions**
- **Visual works, such as paintings, posters, and advertisements**
- **Video games and computer software**
- **Dramatic works, such as plays and musicals.**

It is expected from our readers that they maintain the sanctity and privacy of our maiden endeavour.

©All Rights Reserved (Editorial Panel)

with regards,

Editorial Panel

Ichchhedana Magazine

"College is like a fountain of knowledge and the students are there to drink."

Chuck Palahaniuk

©BEELZFUR

Our Respected Teachers and Non-Teaching Staffs

"It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge."

– Albert Einstein

Thank you for everything

B. ED. BATCH 2019 -21

Friendship never wanes

F.R.I.E.N.D.S

উৎসর্গ

সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে যারা করোনা ভাইরাস এর সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে চলেছেন তাদেরকে স্যালুট জানাই। স্যালুট জানাই সেই সব বীর সৈনিকদের যারা ভারতমাতাকে রক্ষা করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন। তাপস পাল, সন্ত মুখার্জি, পি.কে ব্যানার্জি, ইরফান খান, ঋষি কাপুর, চুনী গোস্বামী, সুশান্ত সিং রাজপুত, প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। সর্বোপরি আম্ফান ঘূর্ণিঝড় ও করোনা ভাইরাস এর মত বিশ্ব মহামারিতে ঝরে যাওয়া প্রাণের স্মরণে আমাদের ম্যাগাজিন উৎসর্গ করলাম।

আশা রাখছি, সবকিছু দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে এবং আমরা আমাদের হারিয়ে যাওয়া পুরোনো ধরিত্রীকে নতুন করে, নতুন রূপে এবং সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে আবার ফিরে পাবো।

স্মৃতিময়

অবশেষে.............!!

দীর্ঘ প্রতীক্ষা, আশা-নিরাশা, ভালো-মন্দ, কিছু পাওয়া বা অনেক কিছু না পাওয়ার মধ্য দিয়েই আমাদের বি.এড এর প্রথম শিক্ষাবর্ষ সমাপ্ত হল।

আর এই বিষাদময় সমাপ্তিক্ষণের মুহূর্তে, একটু আনন্দের খোঁজে, বা বলা যায়, ফেলে রেখে আসা একটা বছরকে আরেকবার ফিরে দেখার তাগিদে আমাদের এই ম্যাগাজিন "ইচ্ছেডানা" -এর আত্মপ্রকাশ। ক্ষোভ, অভিমান, দুঃখ কিংবা আনন্দ, ভালোলাগা, খুশি - সবারই আহ্বান থাকলো ইচ্ছেডানা-এর প্রতিটি পাতায়। আর এভাবেই আমাদের ম্যাগাজিনের প্রতিটা পৃষ্ঠা হয়ে উঠুক রঙিন।

পৈলান কলেজ অফ এডুকেশন তার গৌরবময় ইতিহাস দীর্ঘকাল ধরে বজায় রেখে আসছে এবং আশা করি ভবিষ্যতেও তা রেখে চলবে। আমরা (বর্তমান বি.এড দ্বিতীয় সেমিস্টার) ২০১৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে কলেজে যোগদান করি। তারপর থেকে দেখতে দেখতে কখন যে একটা বছর চলে গেল তা বুঝতেও পারিনি। আর এই ফেলে রেখে আসা একটা বছরে কলেজের সাথে আমাদের বন্ধন আরও অনেক দৃঢ় হয়েছে। এখানে এসে আমরা অনেক বন্ধু

©2006 Rick Russia

পেয়েছি। এছাড়াও আলাপ হয়েছে বি.এড চতুর্থ সেমিস্টার, এম.এড দ্বিতীয় ও চতুর্থ সেমিস্টারের দাদা, দিদি ও বন্ধুদের সাথে। ফেলে আসা এই একটা বছরে আমরা এই কলেজে বেশ কিছু সুন্দর মুহূর্ত অতিবাহিত করেছি। কলেজের ওরিয়েন্টেশন ডে থেকে শুরু করে, একেবারে গ্যাংটক ভ্রমণ পর্যন্ত, প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানের প্রতিটি সেকেন্ড চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে আমাদের সবার কাছে। যদিও এই কলেজে আমরা আরও একটা বছর আছি। তবুও সময়ের মায়াজালে সেটাও দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

আমাদের স্যার ও ম্যাডামরা আমাদের কাছে পরম পূজনীয়। তাদের কাছ থেকে আমরা বিগত এক বছরে অনেক কিছু শিখেছি ও জেনেছি এবং ভবিষ্যতেও অনেক কিছু শিখব ও জানব। সবচেয়ে বড় কথা হল, আমাদের কলেজের ম্যাডাম ও স্যারেরা খুবই যত্নসহকারে আমাদের শিক্ষাদান করেন, স্নেহ করেন, কারও কোনো সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে তা সমাধান করার চেষ্টা করেন। আমরা সবাই আমাদের স্যার-ম্যাডাম দের কাছে চির কৃতজ্ঞ।

সুমিতা ম্যাডাম, জবা ম্যাডাম, প্রভাতি ম্যাডাম, তিতির ম্যাডাম, অর্পিতা ম্যাডাম, প্রদীপ্তা ম্যাডাম, প্রিয়াঙ্কা ম্যাডাম, মৌমিতা ম্যাডাম, শুভদীপ স্যার, মুনিলাল স্যার, রনিত স্যার, আলি স্যার, অমিতাভ স্যার, সিদ্ধার্থ স্যার ও অচিন্ত্য স্যার - আপনাদের সবাইকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

বিনীত

সত্যজিৎ সমাদ্দার

সূচিপত্র

ছন্দলহরী	17 – 51
চিত্রমাধুরী	52 – 137
অন্তরলেখ	138 – 215
ছুটির দিশায়	216 – 236
জ্ঞানমঞ্জরী	237 – 272
রূপদর্শী	273 – 317
উদযাপন	318 – 385

©BEELZFUR

ছন্দলহরী

পৈলান কলেজ	সত্যজিৎ সমাদ্দার	19
প্রথম বসন্ত	পূর্বাশা মণ্ডল	20
WAR WITHOUT WAR	ABHI NASKAR	21 - 22
মন কেমনের গল্প	পায়েল দেব	23 - 24
MANTIS SAGE	KRISHNENDU MONDAL	25
প্র্যাক্টিকাম	সত্যজিৎ সমাদ্দার	26
জীবন সমুদ্র	বৈশাখী ভট্টাচার্য্য	27
বাস্তবে নদীর প্রয়াস	সুশান্ত কালসার	28
বৈচিত্র্যময় জীবন	শাবন্তী মণ্ডল	29
আষাঢ় মাস	সত্যজিৎ সমাদ্দার	30
AU REVOIR	ABHI NASKAR	31 - 32
ছোটবেলা	বৈশাখী কয়াল	33
DUTIES OF A TEACHER	MOUMITA BAR	34

©BEELZFUR

ছন্দলহরী

কুঁড়ি	কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল	35 - 36
ভ্রমণ	মৌমিতা কুণ্ডু	37
পুজো প্রস্তুতি	সত্যজিৎ সমাদ্দার	38
বাংলা মিডিয়াম	পায়েল দেব	39 - 40
ম্যাগাজিন	সুশান্ত কালসার	41
ভালোবাসো একবার	নিবেদিতা (নীলতুলি)	42 – 43
বন্ধনী	ইন্দ্রনীল বোস	44
আবহমান	বিধান হালদার	45 - 46
কলেজ প্রেম	ইন্দ্রাণী লায়েক	47
HOPE EPHEMERAL	NANDINI BANERJEE	48
মধুরেন সমাপয়েৎ	বিধান হালদার	49
আমার বাড়ি	ঋতুপর্ণা চন্দ	50
উচ্ছ্বাস	ইন্দ্রাণী লায়েক	51

©BEELZFUR

পৈলান কলেজ

সত্যজিৎ সমাদ্দার

(B. ED 2ND SEMESTER)

পৈলান কলেজ মানেই, বি.এড ব্যাচ আর Teachers দের কথা,
মনে পড়ে যায় সবার আগে;
পৈলান কলেজ মানেই, ফেলে রেখে আসা স্মৃতিগুলো
হঠাৎ করে মনে জাগে।
পৈলান কলেজ মানেই, সকাল দশটা বাজলেই
বন্ধ হয়ে যায় সামনের Gate;
পৈলান কলেজ মানেই, জমিয়ে আড্ডা দেওয়া ও ফুচকা খাওয়া,
আর ভালো কিছু Classmate
পৈলান কলেজ মানেই, অফ পিরিয়ডে বা সুযোগ পেলেই
Creek Club এ যাওয়া,
পৈলান কলেজ মানেই, টিফিনের সময় বন্ধুদের সাথে
টিফিন ভাগাভাগি করে খাওয়া।
পৈলান কলেজ মানেই, পৈলান হাটে নেমে,
বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করা
পৈলান কলেজ মানেই, কলেজ ছুটির পর,
বাড়ি ফিরে আসার ভীষণ তাড়া!
পৈলান কলেজ মানেই, Practicum আর Assignment এর চাপ
থাকতো সর্বদা সাথে,
পৈলান কলেজ মানেই, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া
ক্যান্টিনে বসে চা খেতে খেতে।
পৈলান কলেজ মানেই, স্মৃতির বাঁধনে বাঁধা
ছিল দুটি বছর
পৈলান কলেজ মানেই, সেই ক্লাসরুম, স্যার-ম্যাডাম দের কথা;
আজও মনে পড়ে যায় সচরাচর।

প্রথম বসন্ত

পূর্বাশা মন্ডল

(B. ED 2ND SEMESTER)

বন্ধু তুমি কোন রঙ-এ
রাঙিয়ে ছিলে মন,
রঙের খেলায় মেতে ছিলেম
সেই আমি প্রথম।
বেখেয়ালি মনে শোনাতে
কতনা তোমার গল্প;
গল্পের মাঝে হারাতে আমায়
গভীরে অনন্ত-
তোমার নীরব কথাকলিতে
ছুঁয়ে যেত এ হৃদয় ঘর,
মনের কোনে উঠত বেজে সুর
হঠাৎ গুঞ্জন তার।
বসন্ত রূপে এসেছিলে তুমি
আমার হৃদয় ঘরে-
রঙের খেলায় হারিয়ে ছিলেম
আমি বেঘোরে!
স্মৃতিগুলো আজও যেন
ভোলা যায় না কিছু;
অবচেতন মনে সে কেবলই
করে বেড়ায় আমার পিছু।
সেই প্রথম বসন্ত
সেই প্রথম রঙ,
আজও দোলা দিয়ে যায়
এ মনে অকারণ।

WAR WITHOUT WAR

Abhi Naskar
(B. ED 2ND SEMESTER)

Where are the pointed M2 Carbines? Where are the alarms??
Where are the familiar signals of battlefield?
"Attack!" "Open fire!" "Coming in from East!"
Where are the infantries? Where are the glistening artilleries?
Can't hear the Panzers, like the movies
Marching forward with head held high;
Blowing the heads of the enemy
Hundreds at a time!

They didn't set another Dachau,
Or Auschwitz, or Buchenwald.
There's no bloodshed this time;
Can't hear the deafening shrills of bombing either!
No soldier is embracing a blood-stained trauma,
"Hang on mate! You're going make it."
Aren't we tasting blood?

We resemble a healthy scallion now,
Tied, and pinned in one tranquility;
Shuddering like a clump of grass,
Feeling the fiery breath of a minuscule being,
'Virus' they call it.

Playing with a life is a cinch for It;
Makes the decision of who lives and who dies
With elan and ease.
Fidgeting with heart and lung is a sport for It;
Checks which one is strong and which one is not
With patience of two to fourteen days.
Is It a covert disciple of Darwin??

Multiplexes and theatres are closed now,
So, it stands like a colossal glass over the horizon
Reflects memories of Jallianwala Bagh,
The Holocaust, and 'Little Boy & Fat Man';
And many of sports we played.
Tears of memories we shed.

Bulletproof are the masks;
I don't feel fine doctor; I'm not feeling good at all.
Do something, doctor, do it now.
To let them love the loved ones;
To let them share a happy lunch after work.

মন কেমনের গল্প

পায়েল দেব

(B. ED 2ND SEMESTER)

তোমার শহরে স্মৃতির ভিড়

মনের মাঝে জমছে ধুলো।

আমার শহর ভীষণ সহজ

বাঁচিয়ে রাখি ইচ্ছেগুলো।

সন্ধ্যা হলেই পাখির মতন

অভিমানেরা ঘরে ফেরে।

নিজের কাছেই থাক সেগুলো

কথার ভাঁজে হাসির ছলে।

ভাবছো তুমি এমন করেই

বোধহয় সবাই আছে ভালো।

নিজের কাছে হেরে গিয়েও

অভিনয়টা চালিয়ে যেয়ো।

বিষন্নতার আড়ালে আজ

স্বপ্ন দেখা ভীষণ দামি।

বৃষ্টি নামুক দিনের শেষে

আবার আমি ভিজবো জানি।

এই রকমই মুখোশ পরে

তুমিও বলো ভালো আছি।

মন খারাপ আর হয়না এখন।

হারিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজি।

একদিন ঠিক ডাকবাক্সে

পৌঁছে যাবে শেষ চিঠিটা।

আসলে সব রাজার অসুখ

খুব দরকার ভালো থাকাটা।

শীতের মরসুম এলে যেমন

পাতা গুলো ঝরে পড়ে।

বসন্তে তো পলাশ বনে

নতুন করে জীবন ফেরে।

এই তুমিও ঠিক এরকম

কাঁদছো আবার হাসছো জোরে।

রোজ কত যে মন মরছে

কজন সেসব হিসেব করে।

মুখচোরা এই সমাজ খানি

দেখতে অনেক রঙিন লাগে।

আসলে সব মিথ্যা মায়া

সত্যি গুলোই রাত জাগে।

MANTIS SAGE

Krishnendu Mondal
(B. ED 2ND SEMESTER)

Silence! Oh no, no ,no, not Dogood!
That's the billet of our very own coral from the lunar sea.
Its a crevasse free zone with no frizziness; by God!
The terms and commands equilaterally form a native LEA-
Believe it or not, shaping this Bloody Light is a perturbation,
Shrieking against this great raptor is anti-salvation.
Working out, getting your job done, crafts demand.
Magnanimity is just a word before thy impeccable hand;
Seldom I quench glee instead of gloom,
Repassing, is the solicitation for this Thickish Bloom.
Hence, I misled my connectivity upon gracious orbit,
Compelling to adore the prescription, asked us to lit!
At a distant station, free from hustle -
Aren't you a Poplar, passionate to carry rendezvous?
Yeah? Then you're the apt guy for me to rustle.
& Needn't to sacrifice anything or be clubbish for its acclivitous!

প্র্যাক্টিকাম

সত্যজিৎ সমাদ্দার

(B. ED 2ND SEMESTER)

প্রাক্টিকাম মানেই, পেজের পর পেজ
শুধুই টোকাটুকি,
প্রাক্টিকাম মানেই, রাত জেগে খাতা লেখা
ঘুম থেকে যায় বাকি।
প্রাক্টিকাম মানেই, নতুন group খোলা
শুরু নতুন উত্তেজনা;
প্রাক্টিকাম মানেই, চিন্তার ভাঁজ কপালে
কি লিখব আর কি লিখব না।
প্রাক্টিকাম মানেই, বন্ধুদের সাথে-
আড্ডা, হাসি আর খুনশুটি,
প্রাক্টিকাম মানেই, জমিয়ে খাওয়া দাওয়া
কষা মাংস আর তন্দুরী রুটি।
প্রাক্টিকাম মানেই, হোয়াটসঅ্যাপের ইনবক্স
নোটিফিকেশনে ঠাসা,
প্রাক্টিকাম মানেই, আমারটার থেকে তোরটা-
হয়েছে বেশী খাসা।
প্রাক্টিকাম মানেই, Google এর থেকে সেরা
নেই কেউ আর;
প্রাক্টিকাম মানেই, No Innovation, No Thinking
খালি লেখালিখির প্রেসার।

জীবন সমুদ্র

বৈশাখী ভট্টাচার্য্য

(B. ED 2ND SEMESTER)

জীবনটাকে দেখে মনে হয়, আমার চোখে দেখা সমুদ্রের কথা।

সমুদ্রে ঢেউয়ের পর ঢেউ আসে
জীবনেও ঠিক এরকমই,
উপলব্ধি ও অনুভূতির আসা যাওয়া।

সমুদ্রে ঢেউ আসে-
একটা ছোট একটা বড়
জীবনেও অনেক ওঠা-নামা আসে;
একটা সুখের একটা দুঃখের।

সমুদ্র মানেই অসীম জলের প্রেক্ষাপট।
সেই নীল সজল প্রেক্ষাপটে
ভেসে আসে ঢেউয়ের খেলা,
জীবনও এরকমই এক বিচিত্র মুহূর্তের, বিচিত্র ক্ষণের প্রেক্ষাপট।
প্রতিটি মুহূর্তই নতুন,
প্রতিটি ক্ষণই খুব বিচিত্র।
একটা সুখের একটা দুঃখের
একটা আনন্দের একটা বেদনার।

কিন্ত সমুদ্রের মত জীবনও চলমান;
কখনো থামেনা জীবনের এই চলমান স্রোতের খেলা।

এসো সকলে মেলাই হাত
পৃথিবীর এই বর্তমান পরিস্থিতি জয় করতে-
ভেসে যাই জীবনের সাথে
জীবনের এই চলমান স্রোতের খেলায়।

বাস্তবে নদীর প্রয়াস

সুশান্ত কালসার

(B. ED 2ND SEMESTER)

হে নদী যাচ্ছো কোথায়?

জানিনা কোথায় যাচ্ছি...

তাহলে তুমি কি জন্য যাচ্ছো?

যদি থেমে যায় তাহলে যে শহর হবে সমুদ্র।

আহা! আহা! তাই বুঝি!

তাহলে বারেবারে থেমে যাচ্ছ কেন?

বইতে কি পারছোনা তুমি এই শহরের নোংরা আবর্জনা?

নাহ্! নাহ্!

ভুলেও থেমে যেওনা হে নদী-

যদি থেমে যাও তাহলে যে এই শহর তোমাকে গড়ে

তুলবে আবর্জনার স্তূপ।

বইবে না আর তোমার উপর কোন স্রোতের ধারা।

যাবে না কেউ আর গঙ্গার পবিত্র স্নানে;

এই নদী তুমি বইতে থাকো,

গতিশীল রাখো তোমার এই চলার পথ।

তাহলেই পৌঁছাবে একদিন মহাসমুদ্রে;

তবেই হবে তোমার পরিচয় সার্থক।

বৈচিত্র্যময় জীবন

শাবন্তী মন্ডল

(B. ED 2ND SEMESTER)

জীবন মানেই, এক বিচিত্র কাহিনী
যার কোনো শেষ নেই,
জীবন মানেই, এক যাযাবর
যা দুঃখ সুখে ভরা।
জীবন মানেই, এক বিশাল আকৃতি,
যা কেবল দিশাহীন।
জীবন মানেই, নতুন জগতে যাওয়া;
যা নতুন চেতনার সৃষ্টি।
জীবন মানেই, এক তাসের ঘর
যা ভাঙা-গড়ার মধ্যে যায়,
জীবন মানেই, গতিময়-
যা অদৃশ্যে বয়ে যায়।
তবুও ঐ মানুষই চলতে শেখে
বাস্তবময় জীবন দিয়ে।

আষাঢ় মাস

সত্যজিৎ সমাদ্দার

(B. ED 2ND SEMESTER)

আষাঢ় মানেই, বর্ষার শুরু-
কালো মেঘের আনাগোনা,
আষাঢ় মানেই, ঘুরতে যাওয়া
ফেলে রেখে সব পড়াশুনা।
আষাঢ় মানেই, চাষের মরসুম
বীজ বোনা শুরু;
আষাঢ় মানেই, দূর দিগন্তে
মেঘ ডাকে গুরু গুরু।
আষাঢ় মানেই, পুরীর রথযাত্রা আর-
কলকাতার রথের মেলা,
আষাঢ় মানেই, স্কুল শেষে
মাঠে ফুটবল খেলা।
আষাঢ় মানেই, চায়ের দোকানে আড্ডা
বন্ধুদের সাথে নিয়ে,
আষাঢ় মানেই, রাস্তায় চলা
ছাতা মাথায় দিয়ে।
আষাঢ় মানেই, ভিজে বাতাস আর-
ঝিরঝির করে বৃষ্টি,
আষাঢ় মানেই, কবিতা লেখা
গল্পের নতুন সৃষ্টি।
আষাঢ় মানেই, আবছা আলোয়
ঝাপসা চারিদিক,
আষাঢ় মানেই, তালের বড়া আর
জোনাকিদের ঝিকমিক।

AU REVOIR

Abhi Naskar

(B. ED 2ND SEMESTER)

With my iris I tried to capture the moist of the city,
Mightier than six packs, they said.
I cried on screen,
Just the way they did in their wet palms, or over pillow
In their own room, alone.
I promised "wait for me", and I couldn't keep my word.
I was an uncomely Khan.
I don't think I was great, but they loved me.

Much to my incredulity, I mustered some foreign eyes too!
They loved my deliverance in 'Life of Pi'
"What hurts the most is not taking a moment to say goodbye."
My little cancer was incurable at that time, you know!
Well, they tried at least. And then I left
Just before sunrise; amidst uncanny silence!

Me too sir, me too!
I played cricket; cried in love, and danced like a happy man;
Did them all sir, did them all.
I was Dhoni, Shiv Kakkar, Mansoor Khan
Although I wasn't Aniruddh Pathak for real!
I tried to be loved, but they didn't love me,
I yearned to dine with them sir, but
They were off to bed.
And just before unfathomable darkness,

I was vexed;
How much it takes to turn a man into a shadow?
I closed my eyes; and I realized.

My little telescope awaits me, my dog beweeps;
My bike cries; for one more ignition.
They hailed Kai Po Che with deafening welcome:
“Isse khete hai life Govind, teri noto se lakh guna behtar!”
It was really hot when they set me on fire,
And then there was darkness.

Was it too much to ask for?
To love and be loved in return?

We’re not going back Sushant; we certainly aren’t going back.

ছোটবেলা

বৈশাখী কয়াল

(B. ED 2ND SEMESTER)

ছোট শিশুর সরল মনে থাকে এক স্বপ্নদেশ

সবুজ ঘেরা মাঠে যেন গোলাপেরই সমাবেশ-

শুনেছিলাম অনেক কথা শিশুরা নাকি ভগবান হয়

সেই শিশুরই ছোটবেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়।

ছয় বছর বয়স থেকেই শুরু হয়ে যায় ম্যারাথন,

খেলনা নেই ওদের কাছে, আছে একটা মোবাইল ফোন।

মাঠেঘাটে যায় না ওরা, প্রকৃতি ওদের অজানা;

ঘরের মধ্যে বসে থাকে, খুলে ইন্টারনেটের জানালা-

শিশুরা শুধু একা নয়, বাবা-মাও সঙ্গী হয়-

আশা রাখে ছেলে যেন ভালোর চেয়েও ভালো হয়

ছোট ছেলের সারল্যেও থাকে তাদের কত ভয়,

তার ছেলেকে হারিয়ে যদি অন্য কেউ এগিয়ে যায়;

জীবন আর জীবন নেই, হয়েছে জেতার খেলা

আজ আমি ফেরৎ চাই আমার ছোটবেলা।

DUTIES OF A TEACHER

Moumita Bar
(B. ED 2ND SEMESTER)

The Circadian duties of a teacher
Are as arduous as they can be,
Whether in an elementary or a secondary or a higher secondary school
Or whether the teacher is a he or she;

The teacher must be endowed with in-depth knowledge
Knowledge that will constantly shimmering,
And in addition, must nurture the class discipline
To prolong all the students properly in line.

There are invincible number of questions
To be acknowledged during every period of the day;
And test papers must be prudently graded when
The students bow out of the school and go optimistically on their way.

The contentedness and encounters of an evening out-
Are few and seldom to be socially shared,
Because of the next day's lessons must have precedence
Be reevaluated and lessons prudently prepared.

A dedicated teacher gets a personal satisfaction
In this cumbersome and timeless atmosphere,
The role of a teacher is vital in this complicated and dynamic world
Nurturing all students for a bright career.

কুঁড়ি

কৃষ্ণেন্দু মন্ডল

(B. ED 2ND SEMESTER)

ক্রান্তীয় অরণ্যে পরিশীলিতার ছাপ খুঁজেছি,

বিষন্ন নিরস পার্থিব চরাচরের বিপরীতে -

একাকী সদা নিরন্ন কোনো তুন্দ্রা পটভূমিতে গিয়েছি।

ভ্রান্ত মুখরতা শিহরণ জাগিয়েছে তাতে -

দুর্নিবার, আকাঙ্ক্ষার ঐকান্তিক সম্ভাষণ ডাক দিয়েছে বারবার।

হয়তো বা সংক্রমিত কোনো নীল বাষ্প কিংবা নগণ্য কোনো সুবাস;

অবকাশে ভূলুণ্ঠিত হতে প্রাণ চায়, সেই ধরনীর আরপার।

আশাহত স্বভূমে ব্রাত্য, না আছে সুউচ্চ কোনো অভিলাষ,

জীবনবোধের তাড়না কি রেখাঙ্কিত অধ্যায়টুকুরই নামান্তর?

এহেন নেত্রযুগলের বিহ্বলতা, প্রাণের অযাচিত রসনা -

চিত্তচাঞ্চল্য, মাৎসর্য? নাকি নির্বাক বাতুলতার প্রকান্তর?

প্রহসনের মাত্রা সেখানে অবতারণা করেছে এক সূচনা -

যে বিদগ্ধ কুঁড়িটি আজ প্রস্ফুটিত হল, তার কি গোত্র?

সমাজের কুলশীলতার "সোপান" ভাঙছে যারা ,ওরা তো শ্রেষ্ঠ?

তাই না! তোমাদের System কে করুনা হয়;

ভদ্রাবেশের অবগুণ্ঠনধারী ঐ তো তোমাদের দর্পণপৃষ্ঠ।

একটিবার সুযোগ দিয়ে দেখতে পারো? কোন শৈলীর রেশে নয়।

কোনো ছল-কলা নয়, যোগ্যতা তো জানি সাধনাক্লিষ্ট!

কৃত্রিমতার মেঠো আঙ্গিকে কি প্রকৃত গুণবত্তাও স্তব্ধ?

"সভ্য", সেতো তুমিও ,তবে স্বীকৃতির পরিসরটা ভিন্ন কেন?

সীমায়িত, নিষ্পাপ মননও যে কৃষ্টেরই স্বরূপ -

এই বেড়াজালে তবুও তারা গ্রহণীয় নয় জেনো।

একক ছাড়পত্রের দিগন্তরেখা এক্ষেত্রে প্রামাণ্য নয়;

সাংগঠনিক চরিত্রাভিনিবেষে চরম পরিণতি আজ বাগ্ময়।

ব্যপ্তি এখানে কৌশল বিনিময়ের মাধ্যম -

বর্ণিত সাধুতা আর কেতাবি রম্য মাদকতায় তুমিই যে সর্বোত্তম।

প্রথা নিয়ে বাক্যব্যয় প্রশ্নাতীত। সন্দর্ভের প্রান্তিক কূপ -

অধিকার অর্জনের জন্য যে Adamantine Chain প্রযোজ্য -

তার কোনো কাঠামো কি তুলে ধরা যেত না?

অদ্বিতীয় রিপু, অমিতব্যয়ী, তাই নিষ্প্রয়োজন সাযুজ্য।

এত তো পরিবর্তনের মুখাপেক্ষী, তবে কি কেবল দৃষ্টিভঙ্গির লাঞ্ছনা?

সব ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশক মাত্র, আস্ফালনে সতত!

এটুকু মমত্ব, একটুখানি স্থান ও অভিপ্রেত শ্রেনীবিন্যাসহীন সম্মান

বোধহয় ঐ মার্গাশ্রীত, ক্রমশ পাণ্ডুর অবয়বটিকে দেওয়া যেত।।

ভ্রমণ

মৌমিতা কুন্ডু

(B. ED 2ND SEMESTER)

দূর দিগন্তে আমি তোমারি সাথে,

পাড়ি দিতে চাই সেই অজানা পথে।

যেখানে নেই কোন ভয় বা সময়ের জড়তা

আছে মন ছুঁতে পারা এক অপরূপ স্নিগ্ধতা।

নীল রং বাহারে আকাশ সাজে যেথায়

অজানা ভাষার স্রোতে হারিয়ে যাবো সেথায়।

ভিন্ন আকারে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ে

সজ্জিত রয় হরেক ফুলের বাহারে।

সুগন্ধে মন হবে যেই মাতোয়ারা

তৃপ্তিতে ভরে ওঠার থাকবে নাকো তাড়া।

পাহাড়ের কোল বেয়ে সে খরস্রোতা নদী,

বহিত স্রোতের শব্দে সুর খুঁজে পাই যদি।

গাইবো এক অজানা গান ওই পাহাড়ি সুরে,

এগিয়ে যাওয়ার পথে দূর থেকে দূরে।

সন্ধ্যার আকাশে রহিবে একঝাক তাঁরা

ক্যামেরা বন্দী হবে হাজারো রূপ মুহূর্তরা।

ভ্রমণে মনভরা সেই অমায়িক রাত্রিবাসে;

থাকবে তুমি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আমারই পাশে।

পূজো প্রস্তুতি

সত্যজিৎ সমাদ্দার

(B. ED 2ND SEMESTER)

মা দূর্গা আসছেন আবার
একটি বছর পরে,
সাজো সাজো রব উঠেছে তাই-
প্রতি বাঙালির ঘরে।
চারিদিকেতে চলছে শুধু
পূজোর মন্ডপ তৈরির কাজ,
কুমোরটুলি এখন বেজায় ব্যস্ত
চলছে প্রতিমার সাজ।
পূজোর কেনাকাটা হয়েছে শুরু;
রাস্তায় নেমেছে মানুষের ঢল
প্রচন্ড ভীরে ঠাসা তাই,
বড় বড় শপিং মল।
বেহালা থেকে একডালিয়া আর
দমদম থেকে নাকতলা-
সন্ধ্যের পর ভীড়ের মধ্যে
কষ্টসাধ্য পথচলা।
সাবেকীআনা থেকে বেরিয়ে এসে
সবার লক্ষ্য নতুন থিম,
হাতিবাগান নাকি করছে এবার
আস্ত একটা ঘোড়ার ডিম!
পূজোর কদিন চলবে আড্ডা
বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে;
কব্জি ডুবিয়ে খাবো শুধু
নামি রেস্তোরাঁতে গিয়ে।

বাংলা মিডিয়াম

পায়েল দেব

(B. ED 2ND SEMESTER)

মানুষ হয়ে জন্মেও আজ মানুষ হবার চেষ্টা

সবাই ভাবে আমিই হলাম সব কিছুর শ্রেষ্ঠা।

ভাই, মিডিয়াম ছিল বাংলা আমার,

ইংরেজি টা ঠিক আসেনা।

লজেনচুষ আর পেপসি খেতাম,

ছিলোনা দামি কিছু বায়না।

টাকা দিয়ে বিচার করা যায় কি ভালোথাকা!

অহংকারের দাঁড়িপাল্লায় হৃৎপিন্ড ফাঁকা।

জীবনটা খুব ছোট্ট ভায়া সব কি যায় জানা?

ভালো ভাবে বাঁচতে গেলে অত হিসেব কষা মানা।

হ্যাঁ, পশু-পাখি, পথের শিশু এসবই আমার সঙ্গী,

সেই দেখে না কত লোকের কত অঙ্গ-ভঙ্গী।

মানবিকতার দাম কি তোমার সমাজ দিতে পারে?

তাই তো তারা প্রত্যেকদিন জিতে গিয়েও হারে।

আমার কাছের লোক গুলো তো কাছেই থেকে যাবে,

দূরে তুমি যাচ্ছ মানে দূরের লোকই ছিলে।

সম্মান আর অসম্মানের ফারাক বোঝা কঠিন।

কেমন করে বুঝবে বলো জীবন কত জটিল!

সোনার চামচ মুখে নিয়ে ফেলছো চোখে জল,

ইস! সারা দেশের গরিবদের কি কষ্ট বল!

বাছা এতই যখন মনের ব্যাথা, করোনা কোনো দান!

সেন্টু হয়ে স্ট্যাটাস দিয়ে ভাবো নিজের অনেক দাম।

আরে দাম দিয়ে তো অনেক তুমি পিজ্জা প্যাটিস খাচ্ছো,

মায়ের হাতের পায়েশ এর স্বাদ যদি একটু বুঝতো!

কিন্তু এসব বলার আছে কোথায় এত সাহস!

আমি যে ভাই বাংলা বলা সামান্য এক মানুষ।

শান্ত তুমি ভদ্র তুমি সবাই ভালো বলে,

তোমার মত মেয়ের কি উত্তর দেয়া চলে!

সমাজে তো অনেক আছে অসভ্য আর বর্বর।

নিজের জন্য বাঁচতে শেখা সত্যি খুব দরকার।

ম্যাগাজিন

সুশান্ত কালসার

(B. ED 2ND SEMESTER)

ম্যাগাজিনে লিখবো আমি

ভাবছি মনে প্রাণে,

সকাল সন্ধ্যে চিন্তা করি-

একা ঘরের কোণে।

প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম

কত না যে সোজা;

লিখতে বসেই বুঝতে পারি

মাথার উপর বোঝা।

গল্প না কাহিনী নাকি কবিতা দেবো;

শুধু ভেবে যাই

সবকিছু যেন এলোমেলো লাগে,

কোনও পথ খুঁজে না পাই।

অনেক ভেবে কপাল ঠুকে

লিখলাম ক'টি লাইন,

ছাপিয়ে দিয়ো ম্যাগাজিনে

যদিও লেখাটা হলো না fine।

ভালোবাসো একবার

নিবেদিতা (নীলতুলি)

(B. ED 2ND SEMESTER)

ঝড়ো হাওয়া ঝড়কে ডাকে-
বান ডাকে নদীতে।
দিবা হাসে রবিতে
রাত্রি ভাসে শশীতে;
আজও ভয়েতে শিশু চায় মাকে।
মেঘের লড়াইয়ে বিদ্যুৎ বাজায়,
বিজয় চামড়।
শীতের পরশ তোলে শুকনো ডালে-
ধ্বনি সেই মর্মর।
আজও ভালোবাসা আছে,
তোমার আমার।
ভালোবাসা আছে সেই সবার মাঝে,
আসে সে বারবার নানান সাজে;
নানান রূপে নানা কাজে।
আজও ফোটে ফুল-
করে সমস্ত দুঃখ নির্মূল।
আজও আসে সেই অপেক্ষার ফল-
যার স্বাদ এখনও অটল।
আজও চলে প্রেমে পড়ার খেলা,
মান অভিমানের মেলা;
বর্ষার রাতে শিহরণ তোলে
ভেজা হাওয়ায় দল।
আজও শোনা যায়,

বাদল মেয়ের পায়ের মল।
আজও বসন্ত আসে প্রেম নিয়ে,
গ্রীষ্মের রুক্ষতা পারে না-
তাকে নিতে কেড়ে।
বর্ষা দেয় নতুন প্রাণ
যায়না সেই প্রেম ছেড়ে;
শরৎ আনে কাশের হাওয়া-
ঘাসের শিশিরে প্রেম করে,
আসা যাওয়া।
হেমন্ত দেয় নতুন সুর-
শীতল হয় সেই টান,
হোকনা যতই দূর।
আবার আসে ফিরে বসন্ত
সাথে নিয়ে সেই প্রেমের নিমন্ত্রণ।
তবে কেন কর ভয়
হারানোর বারবার?
আজও সে একই আছে
আমাদের সেই পৃথিবী;
হয়ে উঠবে সে মানবী;
বুঝবে তা তুমি
হে অজ্ঞান দম্ভ মনীষী,
যেদিন তাকে ভালোবাসবে সত্যি একবার।।

বন্ধনী

ইন্দ্রনীল বোস
(B. Ed, 4th Semester)

শাণিত ছুরি তীরের বেগে ছুটে
আঘাত হানে পুরোনো ক্ষতস্থানে,
ঘুড়ির সুতো মুক্তিরথে চড়ে
স্থাপিত হয় অলীক অবস্থানে।

সাঁঝবেলায় প্রদীপ জোগায় আলো,
মর্ত্যলোকে তারার অভাব রেখে,
পাখিরা সবাই খাঁচার খোঁজ করে,
মুক্তি ভুলে বন্ধের স্বাদ মেখে।

একলা গাঙে ভাটার টানে যেন
বৃদ্ধ মাঝি জোয়ার নিয়ে ভাসে,
খাদের ধারের ছোট্ট পাথরখানা
গলির মোড়ে ফুচকা খেতে আসে।

আবহমান

বিধান হালদার

(M. Ed, 4th Semester)

কালো মেঘ ভীড় করে ঢেকে দেয়
আকাশের অসীমের নীল।
ব্যথাতুর শহরের বুকভরা শোক নিয়ে
রাজপথে মৃতের মিছিল।
পণ্য এ জীবনের দরদাম পাল্লাতে
বেচাকেনা ডলার বা মুদ্রায়।
বেওয়ারিশ লাশগুলো ঘর ছেড়ে মাঠে শুয়ে
চোখ বুঁজে আছে চিরনিদ্রায়।
সীমান্তে গোলাগুলি রক্তের রঙে হোলি
বুলেটের ক্ষতেরা থামেনি।
সীমানা ঘুঁচিয়ে দিয়ে কেউ আজ একসাথে
হাতে হাত এখনো রাখেনি।
রাতের অন্ধকারে লাঞ্ছনা ঝোপঝাড়ে
ধর্ষণ চলছে, থামেনা।
ফুটপাতে অনাহারে রোজ কতো শিশু মরে
কেউ তার খবর রাখেনা।
কপটের রাজনীতি ঠিক যেন লোকগীতি
না জানিয়ে খুন করে বহু লোক।
তাদের খুলতে কাছা আপন প্রাণকে বাঁচা
নেতাগুলো মহামারী রোগী হোক।
যেটুকু লজ্জা বেঁচে লজ্জিত অবশেষে
সে কেবল ক্ষুধার কবলে।
শহর শান্ত হবে অনাহার দূরে রবে

রেশনের চাল-চোর ঘুমালে।

মৃত্যু উপত্যকা চারিদিক ধূ-ধূ ফাঁকা

তবু গাছে ফুল ফোটে রোজ।

প্রেমের বেনামী চিঠি মৃত্যুর সংকেত

কার্ফুতে হয়েছে নিখোঁজ।

প্রকৃতি গড়ছে নিজে জীবনের মানে খুঁজে

বুকে নিয়ে স্নেহ-ভালোবাসা।

এবার বুঝবে তাঁকে মানুষের ইন্দ্রিয়

এই তাঁর ক্ষীণতম আশা।

প্রতি রাতে রংরুটে অস্ফুটে পিছু হটে

প্রেম নাকি প্রথা মেনে কেঁদে যায়।

ডটপেনে জিতবার কাহিনীটা লাশঘরে

জোর দিয়ে প্রতিদিনই লেখা হয়।

কলেজ প্রেম

ইন্দ্রাণী লায়েক

(B. Ed, 4th Semester)

যখন তোমায় প্রথম দেখি কলেজ ক্যাম্পাসে;
মন আমার বিলীন হয় তোমার সুবাসে।
দ্বিতীয়বার দেখি তোমায় ক্লাসরুমের কোণে-
মন তখন background এ ভায়োলিনের সুর শোনে।
3rd time ছিলে তুমি friends দের সাথে
বলছিলে কি party এর কথা আছে নাকি রাতে।

চতুর্থবার দেখাটা তোমার পেলাম ক্যান্টিনে-
বলছিলে কার সাথে এক appo আছে ৬ টায় নন্দনে;
পঞ্চমবারটা ছিল মধুর বৃষ্টির সেই দিনে,
Imagination এই কেটে গেল তোমায় romantic scene-এ।
6th time ভাবলাম যাই propose টা করি গিয়ে-
হাজির হলাম হাতে করে rose আর card নিয়ে।

বড় shocking ছিল boss 7th day টা-
ভাবিনি তোমার gf হল আমার পাশের বাড়ির মেয়েটা।
অষ্টম দিনে খেলাম case বাড়িতে মায়ের কাছে;
নবম দিনে বাবা বললো ready হ দেখাশোনা আছে।
আর-কি ভাই দশম দিনে বিসর্জন হল বেশ,
আসছে জন্মে আবার হবে আপাতত,
প্রেমের গল্প শেষ।

HOPE EPHEMERAL

Nandini Banerjee
(M. Ed, 2nd Semester)

The music I hear is far from me,
Whose voice it is, I cannot see.
It tells me not of rain and birds,
But of life's myriad colours.
It tells me stories of mysteries galore,
I, with rapt attention, asked for more.
Its words took me decades ago,
When we did not each other know.
But it tells me of Déjà vu,
That you knew me and I, you.
Nothing is lost, it whispers away,
It's as true as the night and the day.
So many lives left behind,
My tryst with you is one of a kind.
Somewhere, sometime, we shall meet,
This promise is mine and forever sweet.
Look into my eyes and see the memories gleam,
To prove it is true and not a dream.

মধুরেন সমাপয়েৎ

বিধান হালদার

(M. Ed, 4th Semester)

এভাবেই বোধহয় সবকিছু ছেড়ে যেতে হয়!
ক্যাম্পাসের মিঠে রোদ্দুর, প্রাক্টিকাম,
অ্যাসাইনমেন্ট, সেমিনার, গাদা গাদা স্ট্রেস।
হ্যাঁ রে, কোর্স-২ এর নোটস পেয়েছিস?
পেলে দিস মাইরি, নির্ঘাত ডুবে যাবো না হলে।
খাতা সাবমিট করতে হবে, একদিন বাকি।
ঝোলাস না ভাই, এবার তো দে অন্তত ছবি তুলে।
জানি এসব তোমাদের বলা হবে না কখনোই আর।
অনেক তো হলো অভিমান, অনুরাগ, প্রেম, ভালোবাসা।
ছুঁতে না পারা ছোটগল্পের শেষটায় বিরহ থাকবে না,
ইতিহাসের সব সম্পর্কে এর বিরূপ কি হয়েছে কখনো?
বিরহে যে প্রেম বাড়ে, টান বাড়ে ততোধিক নিভৃতে চুপিসারে।
সব সূচনার যে উপসংহার লাগে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবার প্রেরণায়।
বিশ্বাস করো, তোমাদের কথা ভেবে কষ্ট পাবো কখনই ভাবিনি।
আজ তানপুরার তারগুলোতে বিচ্ছেদের সুর বাজছে কেমন যেন
সে সুরে মিশে যাচ্ছে মন কেমনের মাতাল করা দিনের স্মৃতি।
দুপুরের টিফিনে হ্যাংলার মতো ভাগ বসানো,
কারুর পকেট ঝেড়ে ফুচকার টক জলে জমতো বিকেল।
শীতের সন্ধ্যায় চায়ের কাপে যে ঠোঁট চুমুক দিতো,
আকস্মিকভাবে সে ঠোঁটের ফাঁকে দীঘল মেঘ জমেছে।
মহামারি, দুর্ভিক্ষে কে কোথায় কিভাবে থাকবো জানি না-
নিঃশ্বাস বড়ো স্বার্থপর, ছেড়ে যাবার অনুমতি লাগে না যে তার।
সেমিনার হল-এ সমাবর্তনে যদি এক হতে পারি, সমাপতনে কেন নয়?
বিচ্ছেদ-টা তো আপেক্ষিক, সাময়িক প্রেমহীন বুভুক্ষের মতো।

আমার বাড়ি

ঋতুপর্ণা চন্দ
(B. Ed, 4th Semester)

আমার একটা জায়গা চাই,
লোকালয় থেকে খানিকটা দূরে-
সেখানে একটা বাড়ি বানাবো
একেবারে নিজের মতো করে।

নাইবা পেলাম বড় ঘর
বড় একটা গাড়ি;
নাইবা থাকলো টাকা-পয়সা
স্বর্ণ ভরি ভরি।

সুখ, শান্তি, ভালোবাসা থাকবে
থাকবে সম্মান পর্যাপ্ত,
থাকবে না কোনো অবহেলা
থাকবে বিশ্বাস যথার্থ।

কথায় কথায় বলবে না কেউ-
চলে যাও আমার বাড়ি থেকে;
এটা তোমার বাপের বাড়ি না
কথা বলবে মেপে মেপে।

তাইতো একটা বাড়ি বানাবো,
নাম হবে 'আমার বাড়ি'
ছোট হোক তবুও হোক-
নিজের একটা বাড়ি।

উচ্ছ্বাস

ইন্দ্রাণী লায়েক
(B. Ed, 4th Semester)

একটু পাগল হয়ে থাকনা রে মন-
খিলখিলিয়ে হাসবো এমন।
যখন সবাই পাল্লা দিয়ে-
Laptop নিয়ে mouse নাড়ে
আমরা না হয় ঝুলবো গাছে,
Housing-এর ওই ঝিলের পাড়ে।

প্রেম করা ওই গুটি গুলোর
পিছনে একটু লাগবো না হয়।
Exam-এর ওই চিন্তা ভুলে-
ঘুমাবো রাতে মৃদু আলোয়।
একটু মিথ্যে বলবি না হয়
শুনবি একবার মন কি চায়,
আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে-
সুদুর প্রান্তে হাঁটবো সবাই।

নানা আমরা ছিড়বো না ঘাস,
লোক-এ একটু করবে উপহাস।
আমরাও একদিন উঠবো ফুটে
ফুলের ওই কুসুম হতে।
না হয় পেলাম একটু কম-
কিন্তু খুশি আমরা বেজায় বেদম।
ইট-কাঠ-পাথরের কেল্লা ভুলে
আমরা চলে বেড়াই ফুলে ফুলে।

চিত্রমাধুরী

RANIT DUTTA	54 - 58
TIYASHA DEO	59
BAISAKHI BHATTACHARYA	60 - 61
SASWATI SENGUPTA	62
SULEKHA KARMAKAR	63
MONIDEEPA DEY	64 - 71
ANANYA BANERJEE	72 - 82
MOUMITA KUNDU	83 - 100
SATYAJIT SAMADDER	101 - 102
RIMA SAHA	103
SHILPA MONDAL	104 - 107
PAYEL DEB	108

©BEELZFUR

চিত্রমাধুরী

NIVEDITA NANDY	109
MOUBANI HALDER	110 - 112
ARPITA BISWAS	113
PIYALI PANJA	114
SATARUPA KUSHARI	115 - 120
SUPARNA CHATTERJEE	121 - 122
INDRANI LAYEK	123 - 127
SMRITIKANA BHUNIA	128
SHREELEKHA MONDAL	129
KAUSHUBHI SARKAR	130 - 132
SANDIP NASKAR	133 – 134
LOPAMUDRA CHOWDHURY	135 -136
SAGARIKA GIRI	137

©BEELZFUR

Ranit Dutta (Teacher)

Ranit Dutta (Teacher)

Ranit Dutta (Teacher)

Ranit Dutta (Teacher)

Ranit Dutta (Teacher)

Tiyasha Deo

(B. ED 2ND SEMESTER)

Baisakhi Bhattacharya

(B. ED 2ND SEMESTER)

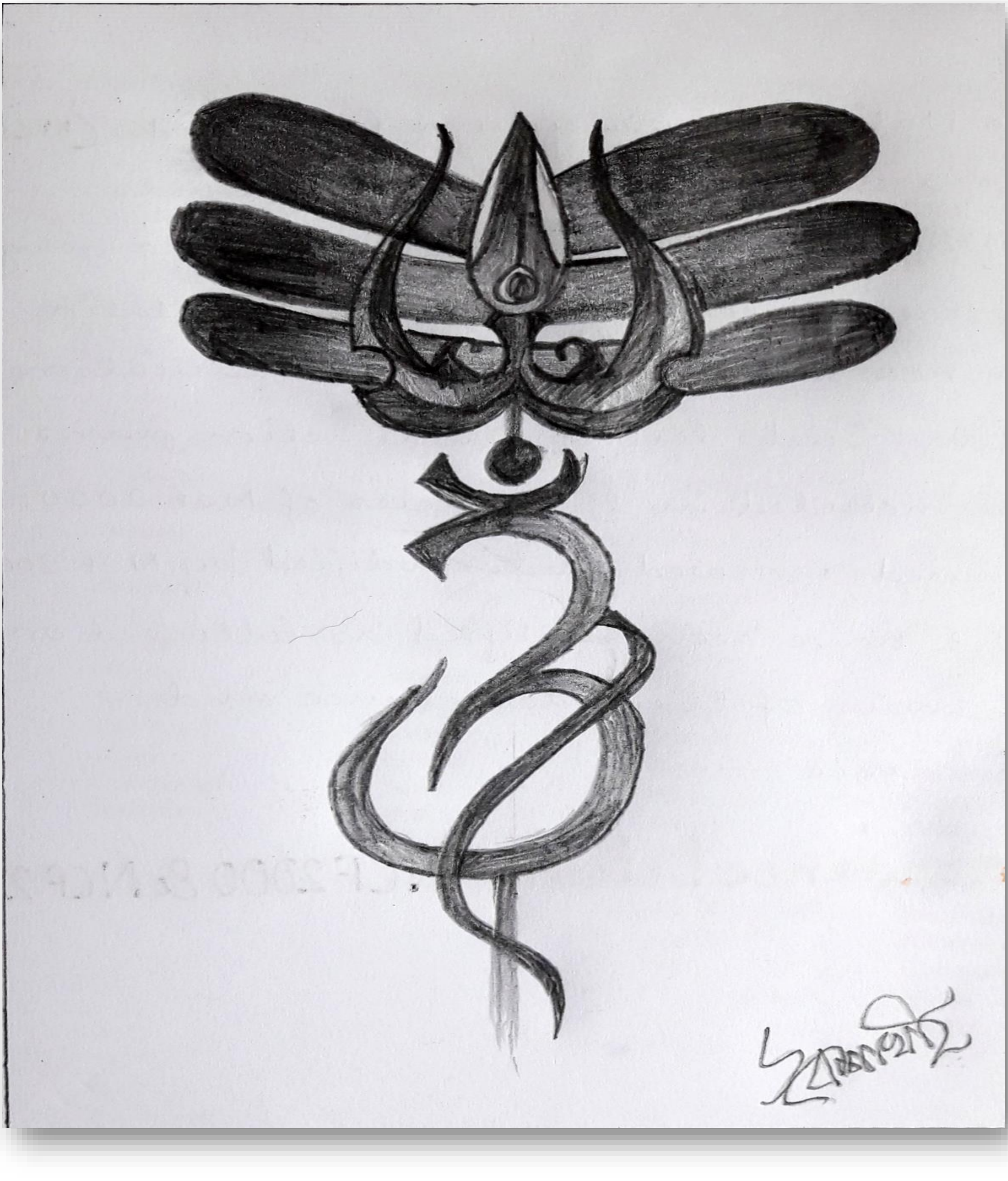

Baisakhi Bhattacharya

Saswati Sengupta

(B. ED 2ND SEMESTER)

Sulekha Karmakar

(B. ED 2ND SEMESTER)

Monideepa Dey

(B. ED 2ND SEMESTER)

Monideepa Dey

Monideepa Dey

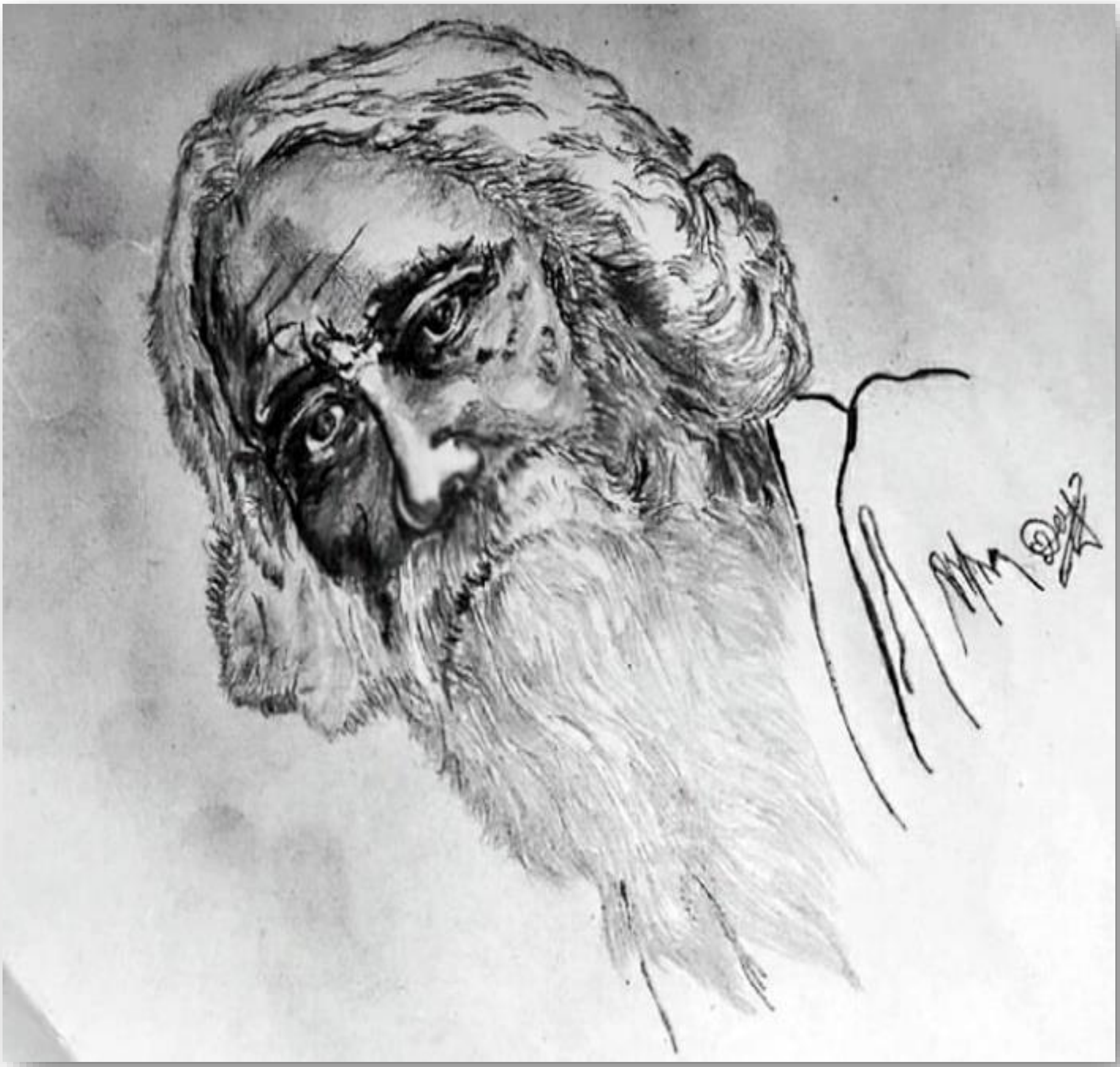

Monideepa Dey

Monideepa Dey

Monideepa Dey

Monideepa Dey

Monideepa Dey

Ananya Banerjee

(B. ED 2ND SEMESTER)

"In a street without any trees, birds represent the trees in the name of nature!"

Ananya Banerjee

"Be a Girl with a mind, a woman with attitude, and a Lady with class"

Ananya Banerjee

Ananya Banerjee

Ananya Banerjee

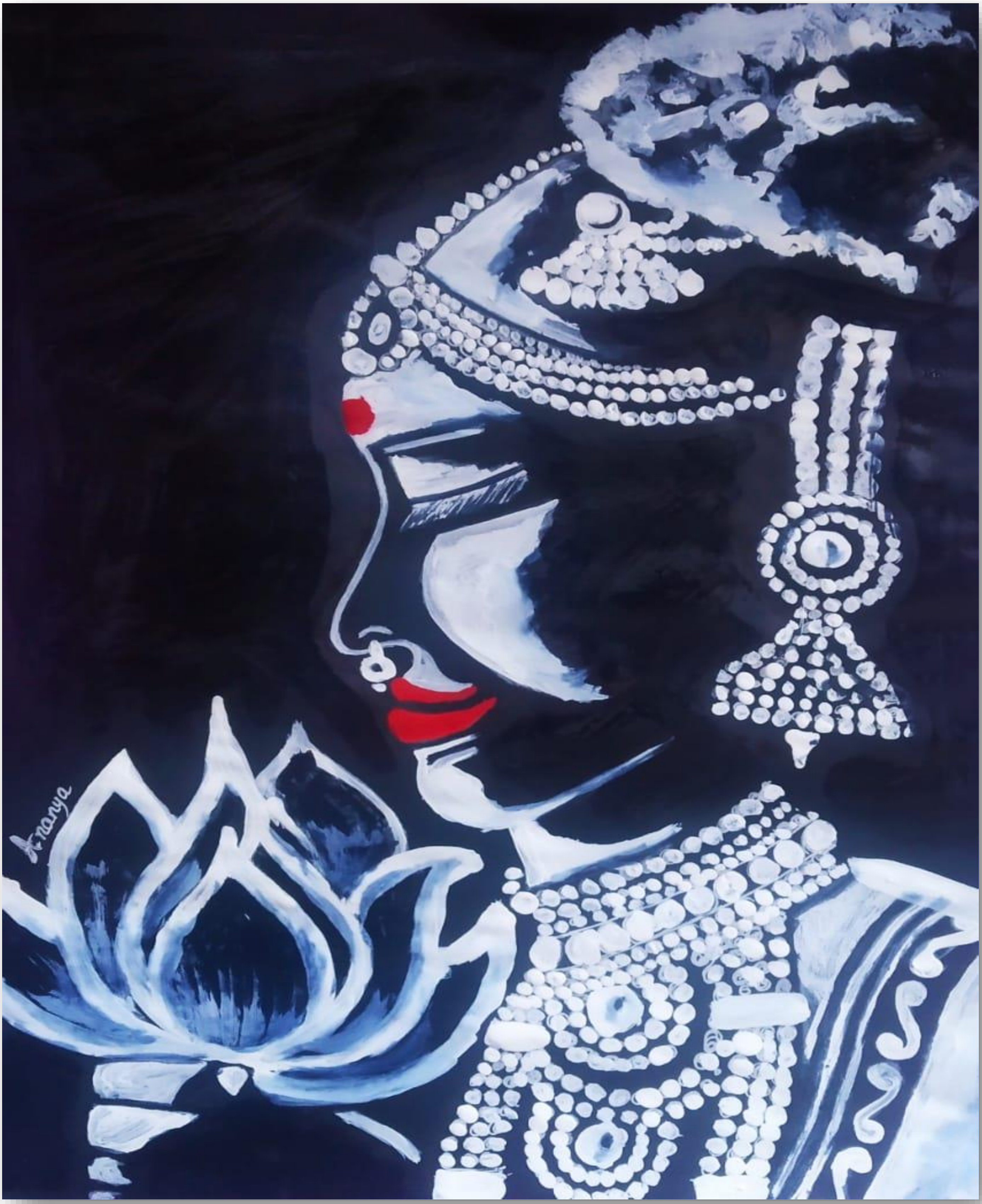

Ananya Banerjee

Ananya Banerjee

Ananya Banerjee

Ananya Banerjee

Ananya Banerjee

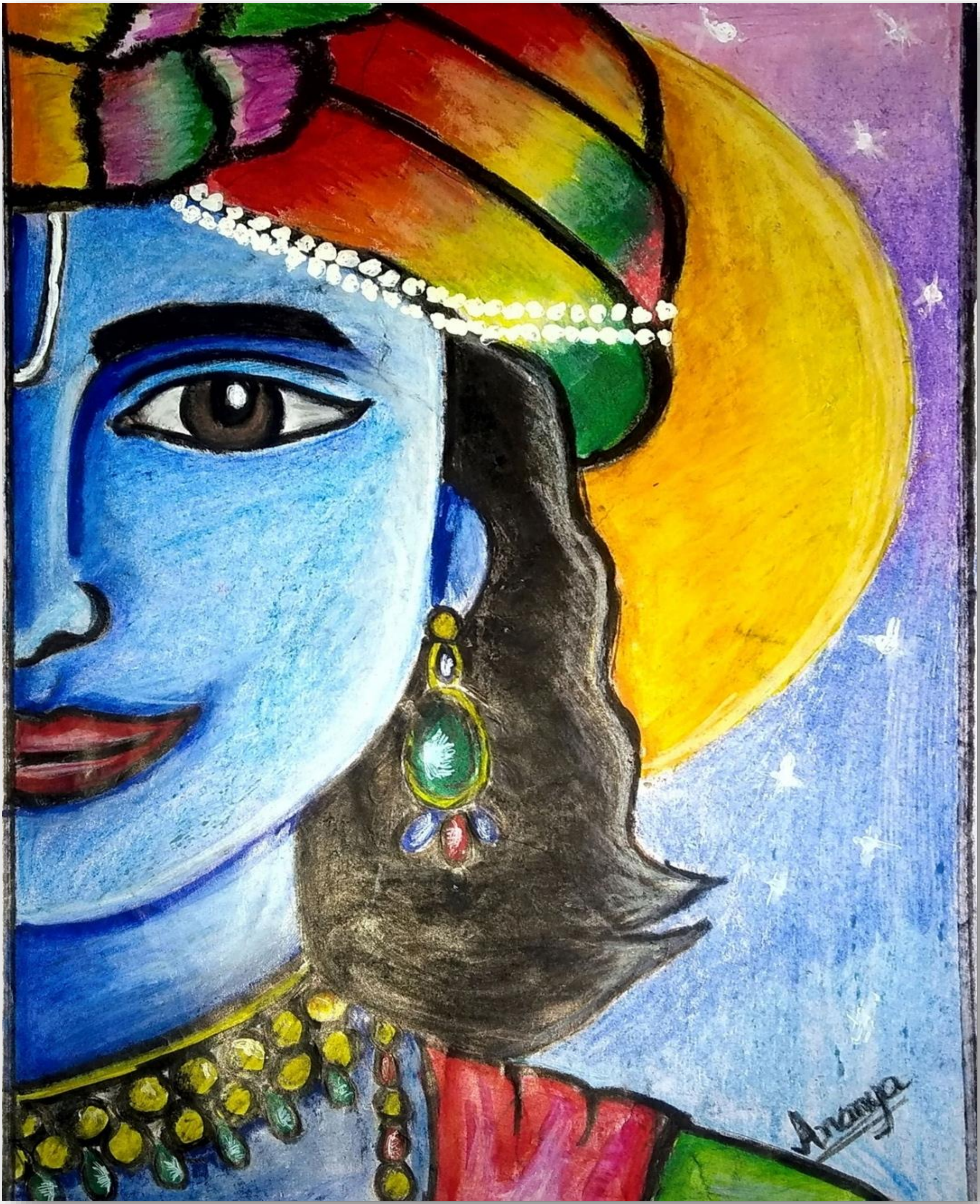

Ananya Banerjee

Moumita Kundu

(B. ED 2ND SEMESTER)

Moumita Kundu

Moumita Kundu

Moumita Kundu

Moumita Kundu

Moumita Kundu

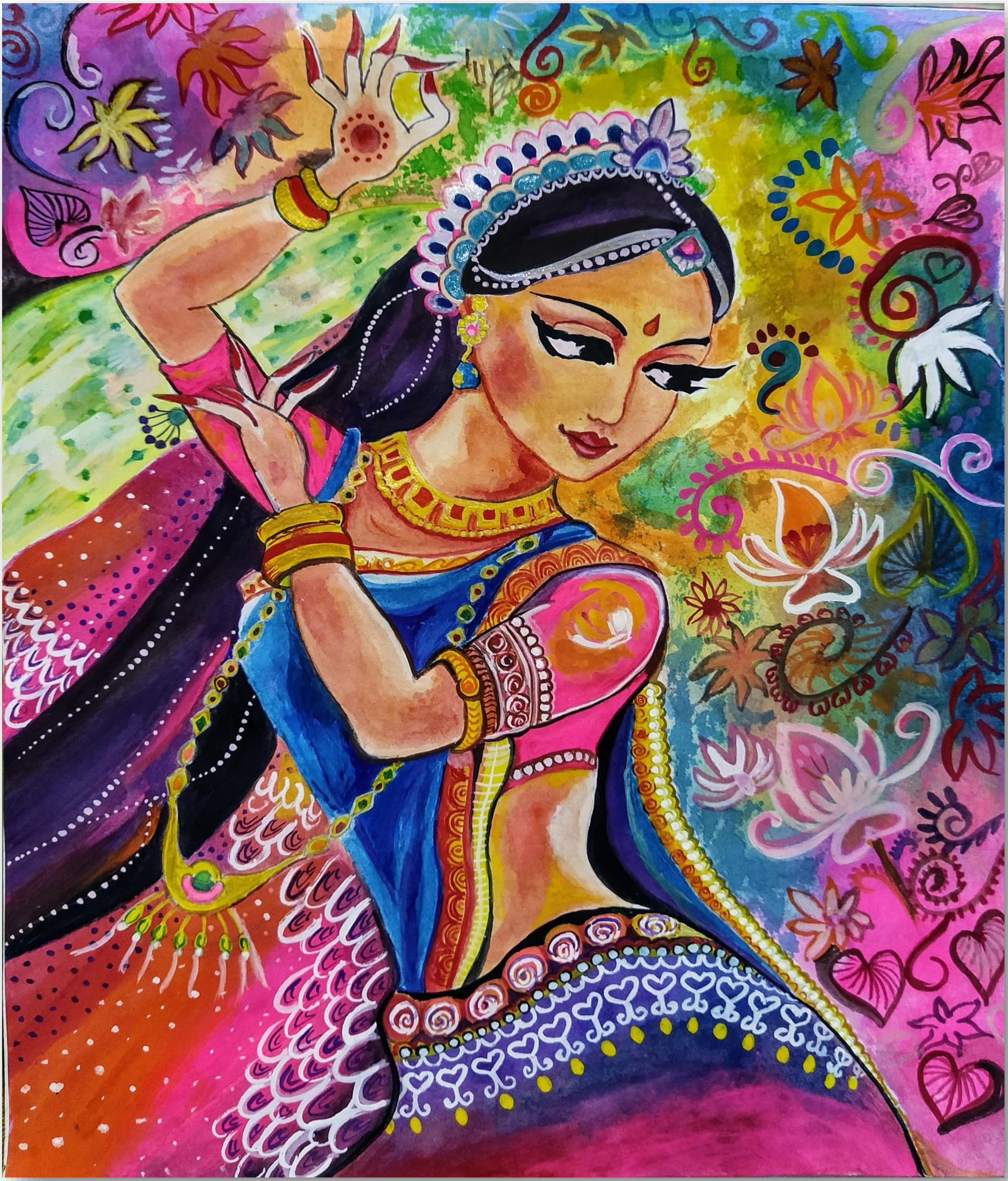

Moumita Kundu

Moumita Kundu

Moumita Kundu

Moumita Kundu

Moumita Kundu

Moumita Kundu

Moumita Kundu

Moumita Kundu

Moumita Kundu

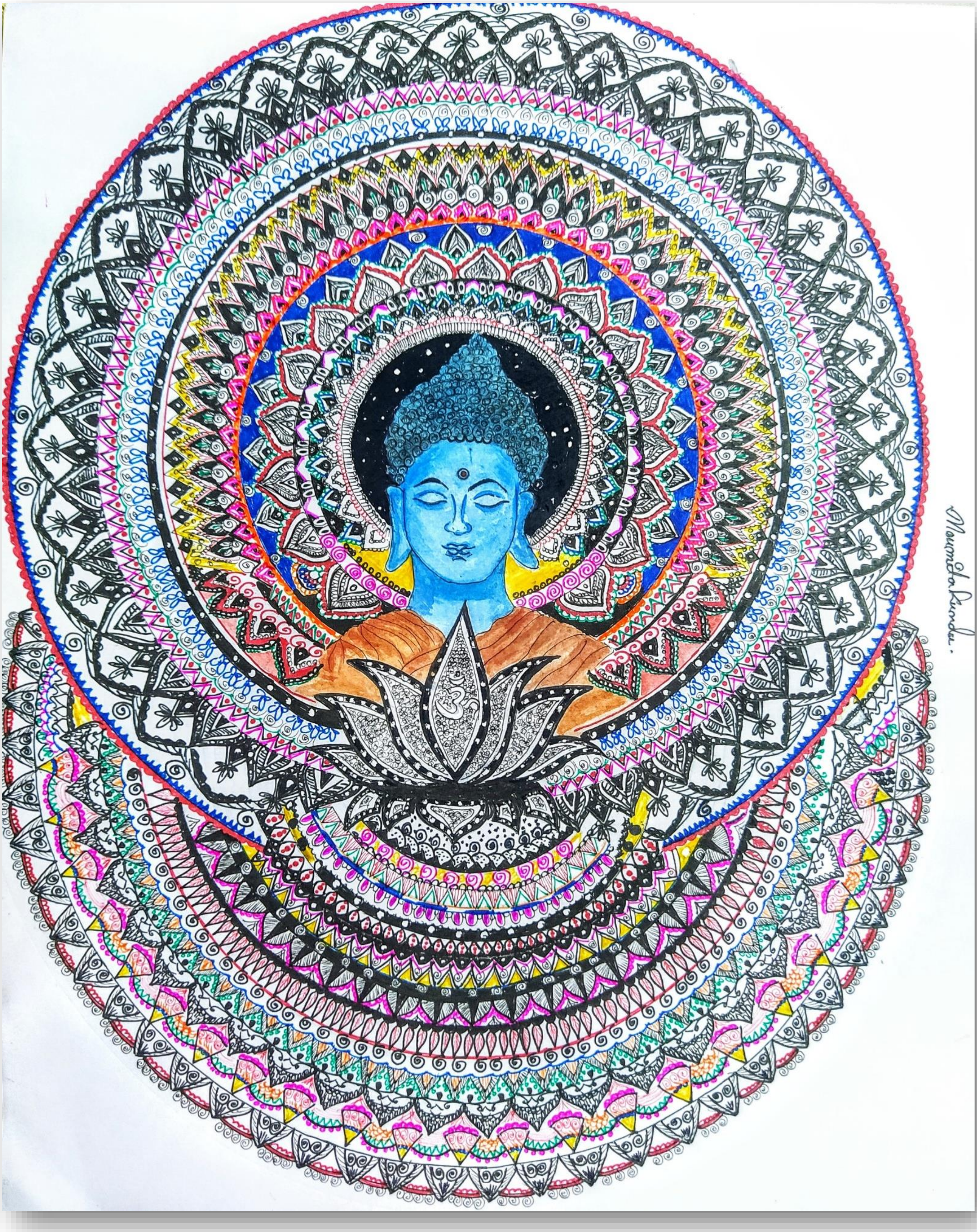

Moumita Kundu

Moumita Kundu

Moumita Kundu

Satyajit Samadder

(B. ED 2ND SEMESTER)

Satyajit Samadder

Rima Saha

(B. ED 2ND SEMESTER)

Shilpa Mondal

(B. ED 2ND SEMESTER)

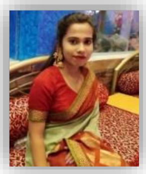

Shilpa Mondal

Shilpa Mondal

Shilpa Mondal

Payel Deb

(B. ED 2ND SEMESTER)

Nivedita Nandy

(B. ED 2ND SEMESTER)

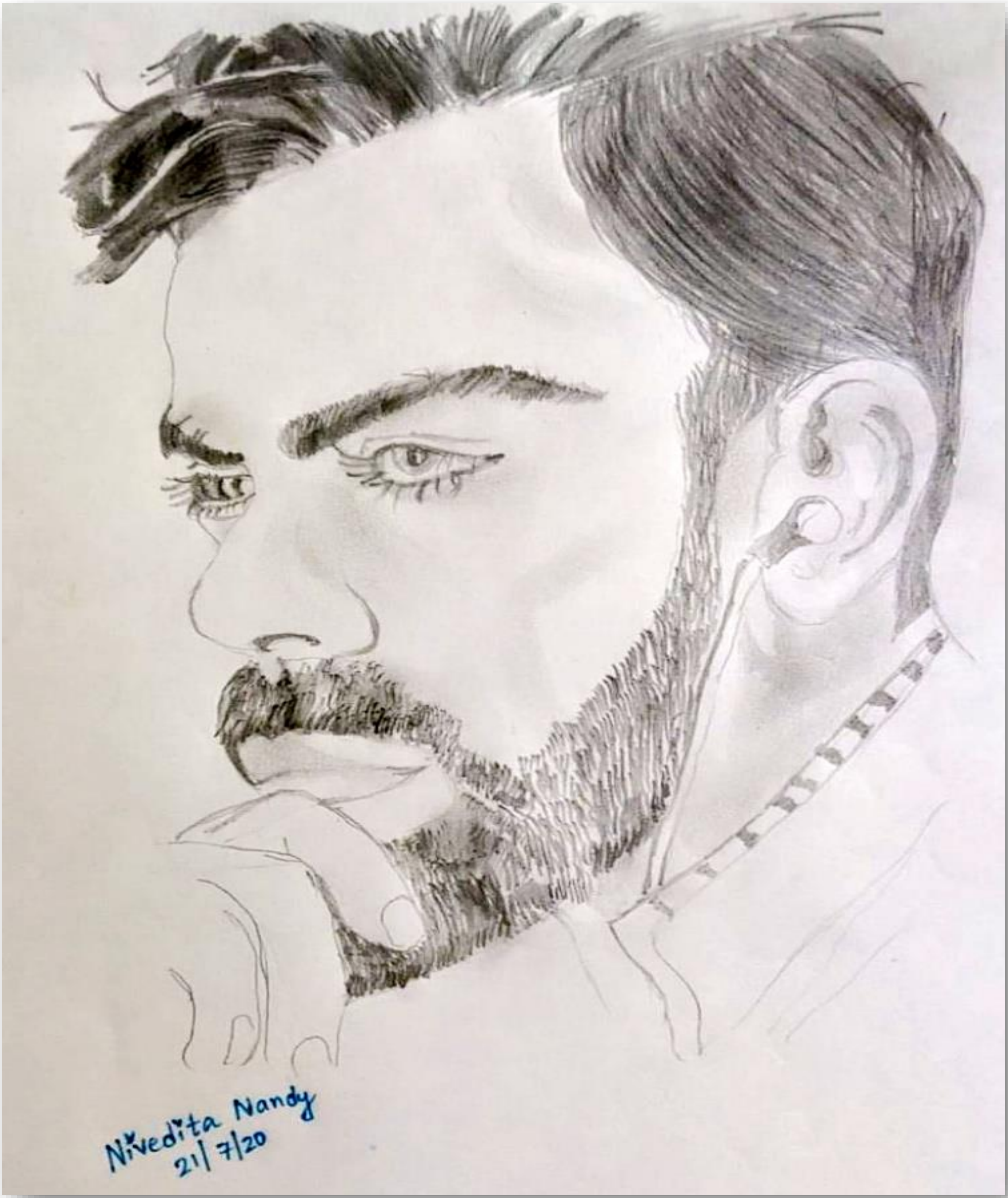

Moubani Halder

(B. ED 2ND SEMESTER)

Moubani Halder

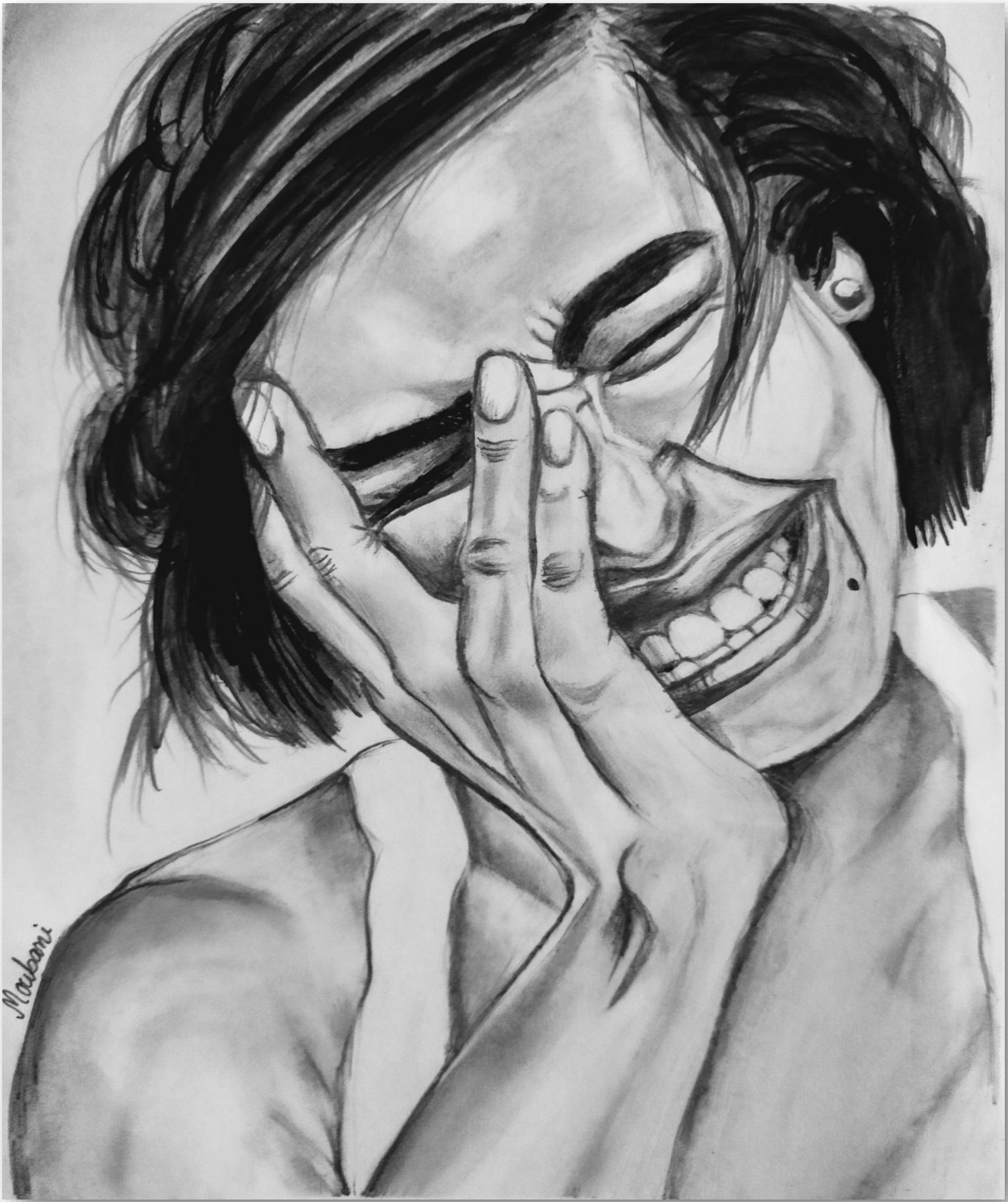

Moubani Halder

Arpita Biswas

(B. ED 2ND SEMESTER)

Piyali Panja

(B. ED 2ND SEMESTER)

Satarupa Kushari

(B. Ed, 4th Semester)

Satarupa Kushari

Satarupa Kushari

Satarupa Kushari

Satarupa Kushari

Satarupa Kushari

Suparna Chatterjee

(B. Ed, 4th Semester)

Suparna Chatterjee

Indrani Layek

(B. Ed, 4th Semester)

Indrani Layek

Indrani Layek

Indrani Layek

Indrani Layek

Smritikana Bhunia

(B. Ed, 4th Semester)

Shreelekha Mondal

(B. Ed Batch 2017-19)

Kaushubhi Sarkar

(B. Ed Batch 2017-19)

Kaushubhi Sarkar

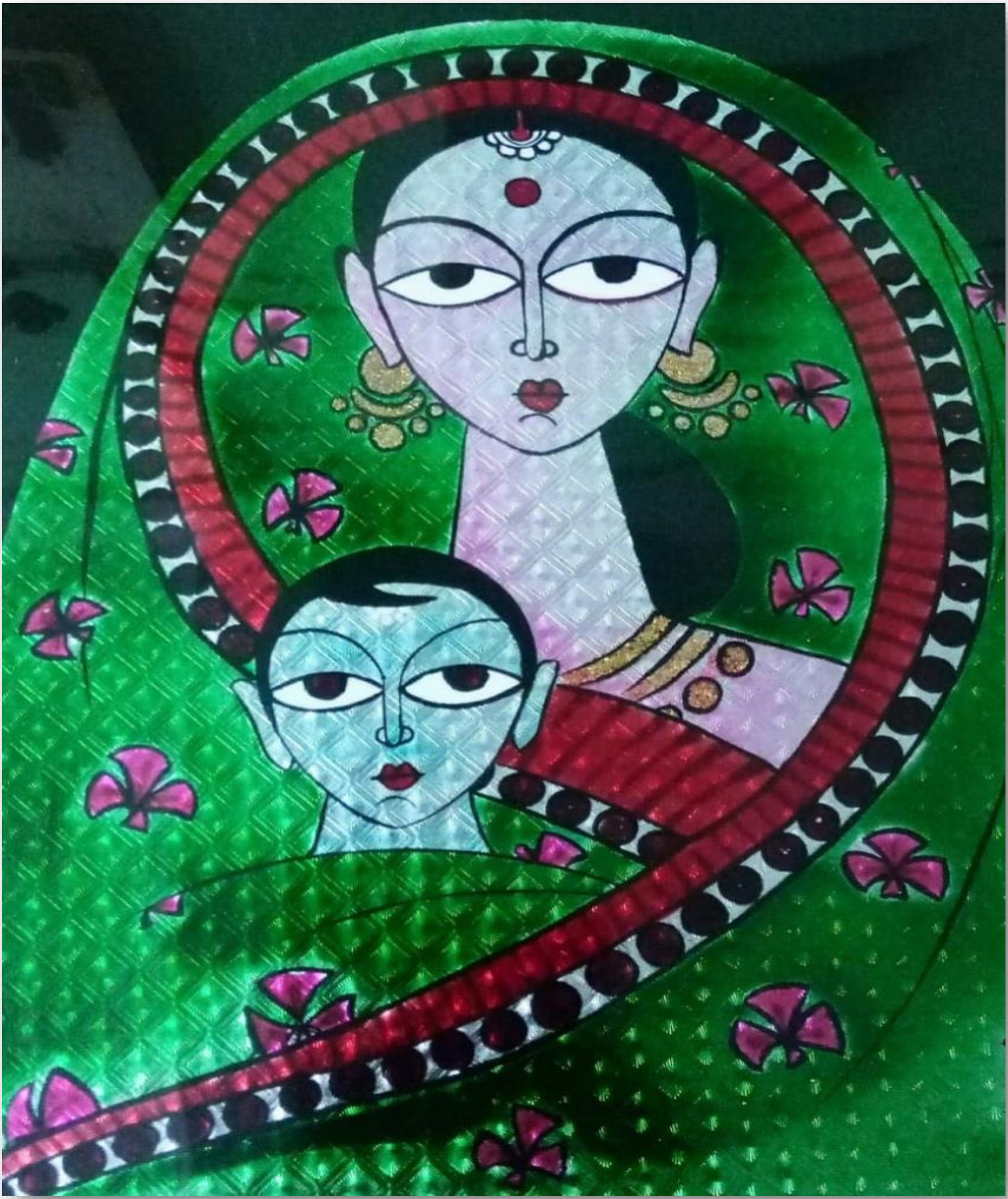

Kaushubhi Sarkar

Sandip Naskar

(B. Ed Batch 2017-19)

Sandip Naskar

Lopamudra Chowdhury

(B. Ed Batch 2016-18)

Lopamudra Chowdhury

Sagarika Giri

(B. Ed Batch 2017-19)

অন্তরলেখ

৭১

প্রতিদান	শুভদীপ মজুমদার (শিক্ষক)	140
স্বপ্নওয়ালা	ডোনাল্ড রায়	141
The Paused Earth	Ananya Banerjee	142 - 144
রেস্টুরেন্ট রহস্য	সত্যজিৎ সমাদ্দার	145 - 147
The Ringtone	Abhi Naskar	148 - 155
টিউশন বিভ্রাট	সম্রাট দাস	156 - 158
Effective Communication	Ashish Kumar Shaw	159 - 161
অস্তমিত লাবণ্যে	কৃষ্ণেন্দু মন্ডল	162 - 170
সময়	সত্যজিৎ সমাদ্দার	171 - 180
আত্মতৃষ্ণা	সম্রাট দাস	181 - 186

©BEELZFUR

অন্তরলেখ

Feminism	Suparna Chatterjee	187 - 189
সম্পর্ক	লোপামুদ্রা চৌধুরী	190
জলতরঙ্গ	লোপামুদ্রা চৌধুরী	191 - 192
Girls Education in India	Sumita Chaudhuri (Teacher -in – charge)	193 - 202
AR-VR-MR and Gamification in Higher Education	Dr. Prarthita Biswas	203 - 205
Nagaland	Jaba Ray (Teacher)	206 - 215

©BEELZFUR

প্রতিদান

শুভদীপ মজুমদার (শিক্ষক)

“আমার মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে না। আমি জানি তুমি ছাদ থেকে রিঙ্কিকে ফেলে দিয়েছ।" সরকারি হাসপাতালের লাশঘরের সামনে, অশ্রুসিক্ত চোখে অসহায় ভাবে বললেন রামনগর হাই স্কুলের জীবনবিজ্ঞানের প্রবীণ শিক্ষক, সুকমল রায়। নিজের সবচেয়ে পছন্দের ছাত্রের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন বছরখানেক আগে।

সুকমল বাবুর কথা শুনে এক পাশবিক অভিব্যক্তি নিয়ে ডাক্তার জামাই ব্যাঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলে, "একদম ঠিক বলেছেন, স্যার। মামলা করবেন? করুন। কিন্তু প্রমাণ করবেন কি করে? দুধের মধ্যে rohypnol মিশিয়ে খাইয়ে তারপর ছাদ থেকে ফেলেছি। পোস্ট মর্টেমে ধরা পড়বে না।" এক নিষ্ঠুর হাসি হেসে চলে গেলো ডঃ ধীরেন ব্যানার্জী । এই ধীরেন যাতে প্রিমেডিক্যাল এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে, তার জন্য বিনা পারিশ্রমিকে আলাদা করে বাড়িতে ডেকে এনে পড়িয়েছিলেন সুকমল বাবু।

নিজের মেয়ের খুনিকে শাস্তি দিতে পারবেন না তাহলে? হতাশা যখন কালো মেঘের মতন পুঞ্জীভূত হচ্ছিলো, মলিন জামাকাপড় পড়া একটি ছেলে তার সামনে এসে জিজ্ঞেস করে, "স্যার, চিনতে পারছেন?" সুকমল বাবু মাথা নাড়ান। বয়স এবং সন্তান শোক তার স্মৃতিশক্তি অনেকটাই ধ্বংস করে দিয়েছে। "স্যার, আমি আজিজুল। ক্লাস টেনে আপনি আমাকে পড়িয়েছিলেন।" নামটা শুনতেই সুকুমার বাবুর মনে পরে যায় ডানপিটে মুসলমান ছাত্রটির কথা।

..." এখানে কি করছো, বাবা?"

..."স্যার, পড়াশুনোতে কখনোই মন বসেনি। টেনের পর পড়িওনি। কোনওরকমে এই হাসপাতালের মর্গে একটা চাকরি পেয়েছি।" সুকমল বাবুর কোনো ছাত্র এত নিম্নমানের কাজ করেনা। এই ভাবনায় রাশ টেনে আজিজুল বলে উঠলো, "স্যার, ধীরেন যখন আপনাকে কথাগুলো বলছিলো, আপনাদের অলক্ষ্যে আমি ভিডিও তুলে নিয়েছি। আপনার হোয়াটস্যাপ নম্বরটা দিন। ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি।"

সুকমল বাবুর মনে পড়ে যায় একদিন কি মার মেরেছিলেন আজিজুলকে ক্লাস চলাকালীন মোবাইলে গেম খেলার জন্য।

স্বপ্নওয়ালা

ডোনাল্ড রায়

(B. ED 2ND SEMESTER)

আজ বছর কুড়ি পর দিল্লী থেকে শ্যামবাজার এর পৈত্রিক বাড়ী ফিরছি। আর দুর্ভাগ্যবশত আজই বাংলা বনধ্।

স্টেশনে যখন নামি বেশ অবাকই হয়েছিলাম। এখনো কলকাতায় বনধ্ এ সাড়া মেলে....!!

চটজলদি পায়ে যখন ট্যাক্সির খোঁজে এদিকে ওদিকে ঘোরাফেরা আরম্ভ করলাম তখন হঠাৎই এক মজাদার ঘটনা চোখে পড়লো।

বছর ছয়ের একটি ছেলে ঘুরে ঘুরে ফেরি করছে, স্বপ্ন বিক্রী করছে....।

স্বাভাবিক ভাবেই সে হতাশ। ফাঁকা রাস্তা। লোক থাকলেও বিশেষ পাত্তা নিশ্চই পেতো না। গল্পে-কবিতায় স্বপ্নের ফেরীওয়ালাকে পেয়েছি অনেকবার, বাস্তবে তাকে সামনে দেখে ঠকবাজই মনে হলো।

...কিরে খোকা কি বিক্রী করছিস তুই?

" স্বপ্ন ..... নেবে বলো? একটা নাও....."

একটা কাগজ হাতে ধরালো। চিরকুট প্রকৃতির। কগজটি খুললাম। একটা গীটারের ছবি আঁকা। হ্যাঁ অনেকটা আমার...... আরে না না এতো আমার গীটারটারই ছবি!

কলেজ জীবনে কত্ত গান বেঁধেছি এতে, কত্ত সুর ডানা মেলেছিলো, কত্ত ভাবতাম একদিন গায়ক হবো।

সেসব দিন কোথায় চলে গেলো। চাকরির পর গীটারটাকে ভুললাম। আজ...... আজ এতো কাল পর আবার ..... বাড়ী গিয়েই খোঁজ লাগাবো ওটার। কিরে খোকা তুই কোথা দিয়ে পেলি এ ছবি? কোনো উত্তর এলো না। ছেলেটিকে আর খুঁজে পেলাম না। কোথায় যেন উধাও হয়ে গেলো। ফাঁকা রাস্তায় একা দাঁড়িয়ে রইলাম।

সাথে রইলো ভুলে যাওয়া স্বপ্ন।

THE PAUSED EARTH

ANANYA BANERJEE

(B. ED 2ND SEMESTER)

"Stop the World, I Want to Get Off" is the title of an earlier musical that many can now relate to. Sometimes my inner voice shrieks out "Can't we just cancel 2020?" That would be a really easy-fix! I wake up with an inescapable urge to sleep again so that the reality doesn't bite much. Pretending to behave like everything is normal is not really working anymore.

While it is too soon to tell if God will push the STOP button on all earthly life this year, it certainly seems that He has already pressed the PAUSE button.

We are accustomed to seeing world events stream by with fewer interruptions these days. We are accustomed to treating natural disasters like every day occurring. But unless we are directly involved or wrecked badly, we are conditioned not to take thing into consideration. After a brief glance, our attention goes back to the flow of events known as normal life.

Not this time! A pandemic is not normal!

When we press the pause button on YouTube, the video comes to a halt. We are left to look at the one picture left on the screen. Today, the world's screen is displaying the face of God to all who defied to believe the warnings of impending doom. This novel Corona virus has given pause to millions. They are confused, worried; people are left with looking at doctors for a miracle and to governments for help. The existence itself has become uncertain. All the certainty which we used to rave about have gone into hiding in some unknown forest. Alas! There isn't much of it left either.

It is said that God is always watching you from above. He will punish you for your misdeeds. It seems we are now facing the wrath of God. A severe punishment for disrupting the natural order, for wiping uncountable acres of green just to fill the pockets of capitalist gourmands, for excessive greed for flesh, for destroying mother Earth – and finally she erupted everything she was given for ages.

Before this disaster hit, many of us had been too busy, too independent and too sure of ourselves to have given thought about Earth. But now, as an unseen hand has pushed the pause button, maybe now we should look up, maybe now we will take the time to see how feeble our attempts are to control life or prevent death.

Maybe the invisible power which watches and rules over us already knows when to allow the warning picture to fade from the big screen. He is seemingly waiting for the right time. Until then, we are on our own. No, you can't play mudslinging here!

Many countries around the world have taken various steps in addition to awareness to prevent the rapid spread of COVID-19. Medical scientists, including the World Health Organization, suggest that the only way to slow down the spread of this virus is social-distancing.

Right now, with the increasing dearth of resource, more people are dying of fear than of Corona virus which seems to be a critique of our decadent system. Dying of hunger is scarier than dying of the infection. They are as confused as the city's animal arcadia who are in utter astonishment to the sudden disappearance of people who used to stomp about all over the city.

No one deserves to die hungry. Citizens who could not tolerate the slumber-party of the Govt. took initiatives to provide the helpless with the minimum succor. The daily-wage laborers who keep the slider of economy up are taking the brunt of this disaster the most. As long as the protection and safety of these people are not guaranteed, none of us are safe either.

The wise and the arrogant ones who were hollering that smearing one with cow-dung and chanting certain mantras would keep the virus at bay are either suffering from the infection or have died.

When all of this is over, we'll talk again, walk again without maintaining the social distancing, without the fear of being infected; without the mask!

We will inhale the fresh air under the clear sun and awaiting rainbows. We will talk for hours with friends round the table with a fresh meal and a hearty laugh and fill our hearts with happiness.

Hope we beat this pandemic with the invincible power of our belief in humanity. This is what makes us human. Hope we grow out of the dungeon of this pandemic stronger.

Hope!

রেস্টুরেন্ট রহস্য

সত্যজিৎ সমাদ্দার
(B. ED 2ND SEMESTER)

শ্রীপর্ণার আজ ২০তম জন্মদিন। সকাল থেকে তাই ফোনে আর whatsapp এ বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন দের শুভেচ্ছা উপচে পড়ছে। ঘুম থেকে উঠেই ও এই নিয়েই ব্যস্ত। সকাল ন'টা নাগাদ ওর প্রিয় বন্ধু দেবলীনা ফোন করে বলে,

...হ্যাপি বার্থডে শ্রীপর্ণা, জন্মদিনের অসংখ্য শুভেচ্ছা রইলো। তা আজ কোন রেস্টুরেন্টে ট্রিট দিচ্ছিস?

...তুই বল দেবলীনা।

...আরে তা কি করে হয়! তোর জন্মদিন, তুই-ই বল।

...আজ তবে চল, বাঙালি থালি খাবো। সেক্ষেত্রে আমরা 'খাঁটি দামোদর সেঠ' যেতে পারি। আমি সায়ন, রিয়া, সৌরভ, ক্যামেলিয়া, পৌলমি ও শ্রীতমা কে এক্ষুনি ফোন করে দিচ্ছি। তুই ১২ টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিস।

...ওকে রে। আমি তৈরি থাকবো সময় মত। তুই কিন্ত একটুও দেরী করবি না।

ঠিক বেলা ১ টা নাগাদ বাকি সবাই রেস্টুরেন্টর সামনে মিট করলেও সৌরভ আর সায়ন কিন্ত তখনও মিসিং ছিল। খানিক বাদে ওদেরকেও দেখা গেল, মিও আমোরের প্যাকেট হাতে।

ওরা সবাই রেস্টুরেন্টে ঢুকতে যাবে এমন সময় বছর দশ বা এগারোর একটি ছেলে (পরনে সাদামাটা জামা ও চুলগুলো উসকোখুসকো ভাবে আঁচরানো) এসে শ্রীপর্ণাকে বলল, "দিদি দিদি, আমাকে কিছু খেতে দাওনা, সেই সকাল থেকে কিচ্ছু খাইনি।"

শ্রীপর্ণা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কোথায় থাকো? তোমার বাবা-মা কোথায়? "

...আমার বাবা-মা কেউ নেই। ওরা গতবছর একটি দুর্ঘটনায় মারা গেছে। আমি কোনওক্রমে বেঁচে গেছি। এই বলে সে তার পা দেখাল।

ওর পায়ের একটা গোঁড়ালি সত্যিই অসম্ভবরকম বাঁকা ছিল।

...আমি এতদিন এই কাছেই একটি দোকানে কাজ করতাম। কিন্ত দোকানের মালিক আমাকে দিন-রাত খুব খাটায়, অথচ পেটভরে খেতে দেয় না........। আমাকে গতকাল রাতে বেল্ট দিয়ে খুব মারে। তাই আমি গতকাল খুব গভীররাতে মালিক ঘুমোনোর পর আমি ওখান থেকে পালিয়ে এসেছি। আর ফিরবো না কখনও।

এই বলেই সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে।

ওকে কাঁদতে দেখে হঠাৎ শ্রীপর্ণার নিজের ভাইয়ের কথা মনে পড়ে যায়। আজ যদি ও বেঁচে থাকতো তবে হয়তো ওর বয়সেরই হতো। (শ্রীপর্ণার ভাই আজ থেকে বছর চারেক আগে এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা যায়)। শ্রীপর্ণার দুচোখ ছলছল করছে। সে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই অসহায় ছেলেটির মধ্যে যেন তার ভাইকে দেখতে পাচ্ছে। মনে পড়ে যাচ্ছে ভাইয়ের সাথে কাটানো সুন্দর মুহূর্তগুলোর কথা।

শ্রীপর্ণা আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। সে সেই অচেনা, অজানা ও অনাথ ছেলেটিকে ভাই বলে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলো,

...ভাই, তোমার নাম কি?

...সন্দীপন।

শ্রীপর্ণা ওর নাম শুনে ভীষণ আশ্চর্য হয়। ওর ভাইয়ের ও তো ঐ একই নাম ছিল!

এরপর শ্রীপর্ণা সেই ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে যায় রেস্টুরেন্টের ভিতর। ওর পছন্দমত এবং ও যা যা খেতে চায়, শ্রীপর্ণা ওকে তাই তাই খাওয়ায়। খাওয়া দাওয়া শেষ করার পর ছেলেটি, শ্রীপর্ণাকে উদ্দেশ্য করে বলে,

...দিদি, আমার পেট ভরে গেছে। আর কিছু খাবো না। তুমি খুব ভালো। ঠিক আমার দিদির মতো। আজ তবে আসি, বলেই চোখের নিমেষে রেস্টুরেন্টের বাইরে বেরিয়ে গেল।

"ভাই কোথায় যাচ্ছিস?" বলে শ্রীপর্ণা ওর পিছন পিছন রেস্টুরেন্টের বাইরে এলেও কোথাও কিন্ত সেই ছেলেটিকে দেখতে পেল না।

এরপর ও আর ওর বন্ধুরা রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আশেপাশে একটু খোঁজখবর নিতেই জানতে পারে যে, এই দু'মাস আগেই এরকম দশ-এগারো বছর বয়সি একটি ছেলে, গভীর রাতে এই রেস্টুরেন্টের সামনেই এক মর্মান্তিক গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায়।

সেদিনের সেই ঘটনার পর থেকে, শ্রীপর্ণা আজও মাঝেমধ্যে স্বপ্নের মধ্যে কেবল একটি কথাই শুনতে পায়, "দিদি, তুমি খুব ভালো।"

THE RINGTONE

ABHI NASKAR
(B. ED 2ND SEMESTER)

"Open the gate, open the gate!" the man in white yelled. The tall, bulky man in suit who was adjusting the transparent lid on his face rushed to the vehicle and held the door open. Sougata was helplessly leaning on the shoulder of the middle-sized man in white, panting restlessly. He struggled to take a quick look at the van and what he saw inside turned him pale. On the left side, there was a teenager who was shivering in fever and looking extremely tired. Sougata was almost on the verge of collapse.

The entire neighborhood was watching, from rooftops, tiny windows, doorways; the onlookers on road stalled in the midway as if they caught the rare sight of a Polar bear in the city and waiting for it to pass.

Both men in suit took Sougata inside and slowly let him lie on the stretcher. They closed the door and looked at Nilanjana who was standing and watching from the balcony of their flat this whole time but was not allowed to accompany Sougata or come near him.

"He's going to get better ma'am, don't worry. We'll mail you the details ASAP." said the middle-sized man and made a victory sign before nestling himself inside the vehicle. Nilanjana couldn't make out if the man gave a promising smile as his entire body was covered in the suit or was it a perfunctory courtesy he is trained to show to the family members of patients. She just stood there. Her brain wasn't working. Her eyes were seamlessly recording everything in front of her and her brain was falling behind to process the rush of the data. Tear ducts seemed to burst open, every muscle of her body stiffened as if they all declared war against her. A huge part of her was being taken away in front of her by two men in hazmat suit and she couldn't do anything. The siren howled as the ignition of the ambulance started, the vehicle began straight in their alley, took a sharp left and vanished.

Sougata, Nilanjana's fiancé, was struck with COVID-19; the pandemic that was enveloping the globe with its vicious tentacles and the entire proud civilization was scampering around in panic. The organized city was turning into a rabble.

She felt a light grip in her elbow. "Nilanjana, please come inside", Sougata's father said. He took out a handkerchief from his pocket and rubbed gently on her cheeks. She realized she was sobbing.

She came inside like she was on autopilot, oblivious to surrounding. She plopped the hanky on the wooden tea-table & let herself carelessly fall on the single couch next to the bigger one on which his mother was seated with her face turned to the checquered floor. She was completely crestfallen.

An invisible thing which the entire country, or better yet, the entire world did not care about in the beginning put a blanket of gloom all over. The unprecedented and sudden changes around – people stockpiling food and essentials like there's no tomorrow; buying masks like they have been tasked to walk on Eliot's Wasteland, few cursing the residents of Wuhan City seemed like they would really savour the sight of their heads on a big platter, small tea-stalls being worshipped by rockstars and victims of work-from-home who consider themselves to be of no less in importance than that of a CIA agent, discussing the origin and the solution of the pandemic – the deluge of it all came so fast that it was impossible for almost everyone to fathom at once.

"Did they give you details?" Sougata's mother asked staidly. Realizing Nilanjana did not hear a word, Sougata's father replied "They have her number, they'll send the details soon. I've already contacted Dr. Sen. He's five minutes away from the hospital." He quickly took a glance at Nilanjana to check if the mention of Dr. Sen garnered her attention. Her gaze was firmly locked on the floor.

"What have we done?? Why would such a disaster befall us??" Sougata's mother asked his father seated next to her. Her eyes were desperately looking for an answer. He gently put his hand around her shoulder, "I don't know."

"God! Poor kids! They just got engaged a month ago." She almost shrieked in pain.

"I know, I know. In my entire lifetime I have not seen anything like this. I'm as appalled as you are." said his father.

Nilanjana sprang to her feet, "I'm going to take a shower. I can't breathe." She walked towards Sougata's bedroom, opened the door and stalled. The faint smell of Sougata's room filled her, reminded her of the promises they made to each other before lockdown: "When we walk out of this, we'll only have the memories of it. We'll be telling these stories to our children and they'll listen to you with utter disbelief you know!" Sougata firmly said. Nilanjana raised her eyebrow before replying and gently added: "Mr. Chatterjee, FYI, we have date tonight and after that I have to prepare for tomorrow's meeting. And all you are thinking about is children?? Are you insane??" They both giggled.

These were the early days of city-wide lockdown.

Nilanjana threw her phone on the bed before the memories of Sougata drowned her, and scuttled towards washroom.

She walked into the shower and when turned the knob, the water came down upon her in torrents, laving her skin, taking away the patina of successive shocks she had to go through since last night – Sougata suddenly running out of breath, coughing, shivering in high fever, telling her again and again that he loved her, men in hazmat-suit arriving in the morning to take Sougata into hospital and put him in quarantine zone – everything. Quarantine – the thought of it sent an eerie chill down her spine and she rotated the knob more to right, she felt like she was sweating in the shower.

She was reliving every moment spent with Sougata, remembering them, feeling them, visualizing the city and its streets where they made promises – all before the pandemic hit Kolkata and tore it apart. She helplessly saw her beloved city breaking in front of her eyes. The flood of ambulances all over the city, people getting scared of people, cursing each other for being infected - all of it was too much to take in. Slowly people were turning into numbers, 56, 31, 62... What number would she be given for Sougata's bed??

"Nilu ma, are you okay??" the tensed voice of Sougata's mother came.

"I'll be out in a minute." Nilanjana said from shower. It was a long time before she stepped out.

“Your ringtone is really, really bad.” Sougata said reluctantly as she watched Nilanjana read her message. Without lifting her eyes, she said “Why?? I like thi...”

Her phone was already in Sougata’s hand. “Let me customize it.” Finding no proper ringtone for messages and calls, he gave her a few ones from his phone, chose two tones and set them as default. Nilanjana didn’t change her ringtone thereafter.

“Don’t worry ma.” The voice of Sougata’s mother brought Nilanjana from her reverie. She found Sougata’s mother standing in front of her, with a spatula still held in her right hand: “It’ll be alright Nilu. He is going to fight it. I know him since his birth. A mother knows if her child can survive or not! It’s just an instinct. I have seen him fighting everytime he faces a challenge.”

“But ma, it’s not a challenge! It’s a disease caused by a virus! Not a rivalry with colleague or fight with friends.” Nilanjana’s voice was tinged with irritation.

“I don’t know sweetheart. I just know he’s going to recover. My son will return home soon.” Her frail voice seemed to render a shred of hope between their conversation.

“Please Nilu, have lunch here at least.” His mother pleaded. “You haven’t taken anything since last night. Had I heard your panic earlier, I’d have come sooner to your room you know. I’m really sorry. I’m getting old, can’t hear things properly.” Her guilt-ridden face drooped.

“It’s alright ma. At first, I didn’t realize either”. She stopped for a moment. “I can’t eat right now. Just give me some time. My head feels like it’s going to explode. I have to call the hospital. Did anyone call??”

“Your phone buzzed a while ago when you were in the shower!” His mother tensely added.

“What?? Why didn’t you tell me??” Nilanjana angrily growled.

“Well, I thought it was your usual work thing maybe. It buzzed like before. The same usual ringtone” she added quickly.

Nilanjana snatched the phone from the charger and unlocked to check who it was. Her phone flashed ‘You have two new messages’. They were from SSKM hospital. Her heart started pounding outrageously as she tapped on the first message.

"Dear Nilanjana Das, we would like to inform you…" She wasn't reading, her eyes were running to find the alpha-numeric code. "Mackenzie ward… 47" She stopped. That was the bed number of Sougata. "For further query, send message on this number." The message ended.

She hurriedly opened the second message, "Dear… If the condition of the patient improves or deteriorates, we will immediately contact you on this number. Stay alerted for immediate discharge. Stay home. Stay safe."

The image of her fiancé suffering in the hospital, panting helplessly, attended upon by nurses and doctors only, hanging onto life-support - she couldn't bear the image, her eyes welled up.

"What happened??" his mother reluctantly asked. "Nothing" said Nilanjana, "they sent me the details. Sougata is in 47 bed."

His mother stayed silent for a while and then quietly left the room.

. . .

It was five o'clock in the evening. Sougata's father slowly opened the door of their rooftop and found Nilanjana seated at far end of the roof. His both hands were occupied by two cups of tea he prepared. Nilanjana loved it when Sougata's father made tea. He was exceptionally adept at it. But tea only. He'd vanish in the air if someone asked to make a meal or light dinner. But during tea-time, he was the head chef.

Proffering his right hand holding the special tea, he called, "ma". Nilanjana instantly got up: "Pa, why did you?? You could have just told me."

"It's alright. It's a little work out for me in the name of exercise during this Draconian lockdown" he said. A faint smile glistened across her face.

She took a sip, paused a while, took a gander at her tea and said "Again, you nailed it. It's really good Pa." They exchanged a faint smile and both looked at the sun which was taking its leave for the day.

"It's a rather shoddy implementation of lockdown you know." She said in a complaining voice. "I know. But the fact is…" He took a moment "…things have

always been like this in this part of the town." His voice was filled with unwavering note. He continued, "Always decadent and yet beautiful. But never has it ever been under such lockdown. The world will never be the same I'm afraid."

"Pa you remind me of Murakami" said Nilanjana. She took another sip and added: "Countless lives are falling prey to conspiracy theories, blame game, border-tension all of which are being bruited about in the air! I'd say more people are falling sick due to the terror unleashed months ago than the virus itself."

"I agree, and all these are mostly sponsored by sages who are graduates from WhatsApp university and take refuge in the tea-stalls like Chotu's." He pointed towards the corner of their alley where the faint light of the makeshift tea stall was partially visible. The recent visit of cyclone Amphan wreaked havoc upon the city's heart, and its wrath not only denuded the city of its trees but flattened almost every small food stall. Chotu had to make a makeshift stall to keep the flow of few customers coming. Most customers remained locked in houses. Families of small-scale business like Chotu's were left on their own.

"And Pa I know I said I'd go back to my place today, but couldn't. Would you mind if I stay here a couple of days more?? Plus, who'd look after you guys here. You must need an errand girl" she said sarcastically.

"Ma, we are grateful to have you here. We couldn't continue alone, especially when Sougata ...."

"Nilu, it's the same ringtone again. Must be from the hospital." voice of Sougata's mother came from downstairs. Nilanjana instantly put the tea on the parapet and ran to pick up the phone. As soon as she got her hands on the phone, a known voice came from the other side.

"Hey, wassup!" It was Sougata. The sudden chirpy voice brought a genuine laughter on her face.

"How are you now?? Is your breathing okay?? How's your fever??" She was throwing questions without pause. Negative thoughts and intermittent sobs racked her inside so much, an ounce of positivity could throw her into the pool of anxiety and pain.

"Calm down, sweetheart. I'm doing just fine. Feeling much better now." Sougata's words poured a bucket of ice cube over the ashes that was burning inside her.

"I can't wait to see you, you know. The last ten days have been hellish! I just want you to come home." Something inside choked her voice.

"I'm coming home sweetheart. Don't worry. The doctor said the virus is out of my system." He waited for a response and there was none. She was sobbing in joy. He added, "I'm coming back. I'll be discharged within a couple of days." Nilanjana felt a huge weight being levitated from her chest.

The next couple of minutes witnessed talking, giggling, and exchanging a few medical details and Nilanjana couldn't help telling him the alarming number of infected patients in India. Sougata went silent for a while. A solemn and calm voice tinged with worry said: "Nila, please stay safe."

"Don't you worry. I'm safe. No coming in and going out. By the way, I stayed at your place this whole time. Couldn't leave your parents all on their own."

"Thank you, Nila. Thank you so much for looking after them while I'm in the hospital."

"You're very poor at courtesy you know! What kind of fiancé thanks their would-be wife??" Nilanjana said. She heard a gleeful chuckle from Sougata's side.

………………………………………………………………………………………………

It was 2 AM on Friday night and Nilanjana couldn't sleep. She was restlessly squirming on her bed, unlocking her phone again and again. She was waiting for a call from the hospital. Two days ago, Sougata's symptoms started again. This time there was no fever but panting increased, and his legs were swollen. Last time she had a conversation with Dr. Sen, his voice was as clueless as hers. He couldn't explain the reason.

He mildly told her, "Look Nilanjana, we are recording every bit of data from almost every patient, trying to find the pattern, trying to draw a full circle so that we can work on the vaccine. Please give us time. The whole world is doing their best. Sougata will get better." Then he hung up and Nilanjana found herself in the midst of eternal silence.

She took a glass of water, came back to bed and unlocked her phone again but there was nothing; neither a call, nor a text message. The tide of memories with Sougata was almost about to break the restraints of her eyes. And as the light of her phone went dark due to inactivity, the ringtone broke the silence of the room with its deafening shriek. She couldn't hold any longer. Two drops trickled down Nilanjana's moist cheeks and fell upon the pillow held on her lap. She instantly swiped right.

"Hello?" she said.

টিউশন বিভ্রাট

সম্রাট দাস
(B. ED 2ND SEMESTER)

এই ম্যাগাজিনের অনুভব পরিকল্পনা যখন ভাবা হয়, সবার মত আমাকেও কিছু লিখতে বলা হয়। অনেক ভাবনা এবং অনেক ধূমপান করার পর, লকডাউনের এই বাজারে মাথার পোকাটা অবশেষে নড়ে উঠল। মালটা বেশিরভাগ সময় ঘুমিয়েই থাকে। ভাবছি একটা রম্যরচনাই লিখে ফেলি। কিন্তু এতে আমার ভাষার প্রয়োগ এবং সাবলীলতা পূর্ণেন্দু পত্রির মতো বা চন্দ্রিলের মতো সংযতশীল খিস্তি খেউরের আশা করবেন না। ঠিক একজন ২৯ বছর বয়সি, ফ্রাস্ট্রেটেড বি.এড ছাত্রের মতোই আশা রাখবেন। প্রথমে লেখা শুরু করেছিলাম একটা বেদনাদায়ক গল্প দিয়ে, যেমনটা আমার মাথায় প্রায়ই আসে আর কি! কিন্তু তারপর ভাবলাম লাইফে এমনিতেই এত বেদনা, তা দিয়ে ম্যাগাজিনের পাতা আর চোখের জলে ভিজিয়ে লাভ নেই। একটু আমার অভিজ্ঞতা গুলো নিয়েই বা আমাকে নিয়েই হাসি ঠাট্টা চলুক।

বি.কম করার পর একটা বিপিওতে চাকরি নিই। ঐ সেক্টর ফাইভ গোছের হাই-ফাই অফিস আরকি! অফিসে ঢোকার আগে যেভাবে প্রতিদিন চেকিং হতো, মনে হতো যেন ইন্ডিয়া-পাকিস্তান বর্ডার। বাথরুমে অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতি, কল, হ্যান্ড ড্রায়ার , আরও কতকি! কমোডে বসলে একটা মিউজিক হতো, আর আমি প্রায়শই ওটা শুনে ঘুমিয়ে পড়তাম (নাইট শিফট ছিল কিনা)। তো এই রংচঙে মাল্টিন্যাশানাল অফিস মাইনে দেওয়ার বেলায়, কালিঘাট মন্দিরের বাইরে বসে থাকা ভিখারিদের মতন হয়ে উঠত।

একেই এত কম মাইনে, তার উপর দেখি যেই Shuttle এ করে ভোরবেলা বাড়ি ছেড়ে দিত, মাসের শেষে মাইনে থেকে ওটারো হিসেবে করে টাকা কেটেছে। অগত্যা HR এর শরনাপন্ন হলাম। কম্পানির নাকি আমরা সন্তান। কম্পানির পাশে আমরা দাঁড়াব নাতো কি পাশের বাড়ির ছেলে দাড়াবে? ইত্যাদি কথা এত গলা কাঁপিয়ে HR বলে গেল যে, আমার নিজেরই চোখে জল

চলে এলো। আহারে! বেচারা কোম্পানি! আমেরিকাতে মনে হয় Board of Directors, CEO, CFO সবাই আলু সিদ্ধ ভাত খেয়ে আছে। থাক্, আমার মাইনে না হলেও চলবে।

তো এভাবেই আমি আমার কর্পোরেট জীবনের ইতি টানি মাত্র দুমাসেই। বুঝলাম টিচিং ফিল্ড টাই আমার ভাললাগার জায়গা। তাই অফিস ছাড়ার পর মাস্টার্স করার সাথে সাথে প্রাইভেট টিউশনিটাও পুরোদমে শুরু করি। তো সেখানেও নানা রকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। এক সাংঘাতিক পশ্চাৎপাকা ছেলেকে পড়াতে যেতাম। পড়াশুনায় মন আনা ছিল আমার কর্তব্য, আর ওর লক্ষ্য ছিল কীভাবে ক্লাস কাটানো যায়। অগত্যা, প্রায়ই পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা, গলায় আঙুল দিয়ে বমি, এসবে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছিলাম। একদিন ক্লাস করাতে গিয়ে দেখি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে, এক বন্ধুকে নিয়ে।

'স্যার, ঠাকুমা আজ সকালেই.............'।

ওর বন্ধু দেখি সান্ত্বনা দিতে দিতে আর এক দিকে নিয়ে গেল।
আমায় বলল বাড়ির সবাই হসপিটাল এ আছে, আর তাকে তক্ষুণি সেখানে যেতে হবে। আমাকে বলার জন্যই বাইরে অপেক্ষা করছিল। পরের ক্লাস নিতে গিয়ে যখন স্বয়ং ঠাকুমা দরজা খোলে, তখন আমার অবস্থাটা বুঝতেই পারছেন – প্রায় ভিরমী খাবার জোগাড়।

আরেক ছাত্রীকে পড়াতে গিয়ে অন্যরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমার সামনে দেখতাম প্রতিদিনই সেজেগুজে পড়তে বসত। ছাত্রীর মাও মনে হয়, তার মেয়ের এই বেগতিক লক্ষ্য করেছিলেন। একদিন ছাত্রী আমায় বলল- 'স্যার, আপনি তো খুব সিনেমা দেখেন, তো আমি Avengers সিনেমার দুটো টিকিট কেটেছি। কাল দুপুরের Show, চলুন না একটু ঘুরেই আসি।' বলা ভাল কয়েকদিন বাদেই পরিনীতা সিনেমাটি বেড়োয় এবং ছাত্রীর মা আমাকে একজন শিক্ষিকা জোগাড় করে দিতে বলেন।

তবে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল এক ব্যবসায়ীর ছেলেকে পড়াতে গিয়ে। এক মাস পড়ানোর পর যখন মাইনে দেবার দিন আসে, দেখি উনি আমার সামনে একটা লাল রঙের খাতা নিয়ে বসলেন, ঠিক মুদি দোকানে যেমন থাকে আরকি! তারপর বললেন – 'তুমি কেবল আটদিন পড়িয়েছ এই মাসে। যেটা হয় তোমার কথামত মাসে ১৬০০। এই আটদিনে তোমায় রোজ কচুরি, তরকারি আর একটা করে সন্দেশ দেওয়া হয়েছে'। যার হিসেব হল এই, বলে খাতাটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে আমার এক মাসের মাইনে যেটা হল ১৬০০ টাকা।

তার থেকে প্রত্যেক ক্লাসের ১৫ টাকা করে কাটা। আবার এক্সট্রা কচুরির কিছু দামও এর সাথে যোগ করা। সব শেষে প্রত্যেক দিনের সন্দেশ এর টাকা। হিসেব-নিকেশ করে টাকার অঙ্কটা দাঁড়িয়েছে ১৩৮২ তে।

এই দেখিয়ে তিনি আমার হাতে ১৪০০ টাকা দিলেন। আর বললেন যে, অতিরিক্ত ১৮ টাকা পরের মাসে কেটে নেবেন। বলা বাহুল্য, আমায় ভাগ্যিস Cold Drinks বা Juice খেতে দেয়নি বা কোনোদিন দুপুরে খেয়ে যেতে বলেনি, নয়তো উল্টে হয়তো আমাকেই টাকা দিতে হতো।

আশা করি যে ভবিষ্যতে স্কুলে চাকরি পেলে এরকম অনেক ছাত্রছাত্রীর শরনাপন্ন হতে হবে। শিক্ষক এবং শিক্ষিকাদের কর্তব্য হলো সঠিক অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সে যতই বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হোক কেন এবং নিজের দায়িত্ব পালন করে ওদের বৈচিত্র্যময় ভবিষ্যতকে আরও উজ্জ্বল করে তোলা। সহপাঠীদের এই অদম্য ও অনুভব প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ জানাই।

EFFECTIVE COMMUNICATION

ASHISH KUMAR SHAW
(B. ED 2ND SEMESTER)

Are you talking at your child or talking with?

The most important question parents and teachers must ask themselves before proceeding with our conversations further.

Why effective communication is so important?

– Spare a moment for the above questions, because you already know the answer. Yes, you do!

To broaden the horizon of your knowledge, come let's go through it together.

All other skills revolve around this one vital skill. You can call it a hub of a wheel. You can polish other skills of your child effectively with an effective communication or a conversation with your child.

Your child's changed attitude towards you speak volumes of what he must have been going through mentally and emotionally. A proper conversation with your child would help in coining out a probable solution. So, you have, already nipped the problem in the bud itself.

When things get rough, it will save your relationship with your 'Flower'.

Remember, you are a parent and not a boss. So, keep your ego and things of these sorts at bay, while dealing with your child.

Below, two situations have been stated to further the cause of this piece and, decide by yourself which one you would go for.

● SITUATION 1:

5.00 pm Student: May I go to drink water?

Teacher: Go.

5.20 pm Student: Sir, want to have water.

Teacher: Go, but come fast. Don't waste any time.

5:45 pm Student: Sir......... Water!

Teacher: What's wrong with you? No, you won't. Sit quietly until the class is over.

Student: (Visibly scared with head facing the floor).

● SITUATION 2:

5.00 pm Student: May I go to drink water?

Teacher: Sure.

5.20 pm Student: Sir, want to have water.

Teacher: Yes, please. Come soon, Sam.

5.45 pm Student: Sir.......... Water.

Teacher: Yes, go! (*Pondering*)

5.50 pm Teacher: Sam, listen, if you take a break every now and then, don't you think we would lose on an ample amount of our valuable time? Since we have a lot to study together.

Student: Yes, Correct Sir. But I am thirsty.

Teacher: Let's find a solution together. Okay?

Student: Let's do it.

Teacher: Have a glass of water before I arrive. You will be allowed to take a break only twice. Okay?

Student: Sure, Sir.

Teacher: **High five!!**

By this time, you must have, already, figured it out which one is more appropriate.

In the first, the child ended up being frightened and confused. No solution at the fag end.

Whereas, in the second, finding a way to the solution was a two-way process without compromising on the mental well-being of the students and most importantly without hampering the teacher-student bond.

Stay Aware, Parents and Teachers.

Thanks.

অস্তমিত লাবণ্যে

কৃষ্ণেন্দু মন্ডল

(B. ED 2ND SEMESTER)

(নিম্নোক্ত কাহিনীর সকল চরিত্র কাল্পনিক এবং এর সাথে বাস্তবের কোনো ঘটনার কোনওরকম সম্পর্ক নেই। যদি কোনো ঘটনার সাথে কোনও মিল থেকে থাকে তা নিছকই কাকতালীয় ও অনিচ্ছাকৃত।)

One Sun sets so that we can have another beautiful sunrise at dawn.

(১)

শেষ কয়েকদিনের নিষ্পত্তিটা একটু যেন অস্পষ্টই থেকে গেল। অগ্নি নিজেও ব্যাপারটা ঠিকমতো ঠাহর করে উঠতে পারল না। এতগুলো ঘটনাপ্রবাহ একই সাথে অল্প সময়ের ব্যবধানে ঘটে গেল হয়তো বিধিরই উপহাস্য কোন ছলনায়। গতকাল সে যখন বাজার থেকে ফিরছিল তখনই বুম্বাদার চায়ের দোকানে শুনল, পাশের পাড়ার অবনীবাবুর মেয়ে, পৃথার বিয়ের পাকা দেখা চলছে। বুকে একটা হাতুড়ি পড়ার অনুভূতি হল অগ্নির। কোথাকার পাত্র! কি করে! আর জানতে ইচ্ছা করলো না অগ্নির। উঠে চলে এলো ও। আজকাল কোনো কিছুই আর ভালো লাগেনা ওর। বাবা চলে যাওয়ার পর থেকেই এই অদ্ভুত বোধটা কাজ করে চলেছে ওর মধ্যে। কি যেন দেখেছিল সেদিন ফেসবুকেতে। কেউ একটা পোস্ট করেছিলো যে, এই ধরনের মেন্টাল স্টেট কে একটা terminology দিয়ে define করা যায়, যার বাংলাটা অগ্নি জানে- "অন্তঃসারশূন্যতা"। বাড়ি এসে, অগ্নি কুয়ো থেকে জল তুলে স্নান সারল। তারপর আহ্নিক সেরে চাল-ডাল-আলু সিদ্ধ চাপিয়ে দিল উনানে। অপটু হাতে এর বেশি আর সে আয়োজন করতে পারে না। একটু পরে পূজো করতে বেরোতে হবে। ঝটপট তৈরি হয়ে নেওয়াটাই ভালো।

(২)

মুম্বাই নিয়ে আলাদা একটা obsession আছে অগ্নির মধ্যে। না বলিউডে আগ্রহী নয় ও, ওর আগ্রহ বাণিজ্যে; মুম্বাই যে বাণিজ্যের স্বপ্ননগরীও বটে। যাবতীয় বিজনেস টাইকুনদেরও বাসভূমি। বাঙালির অব্যাবসায়িক দিকটার ও সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ছোটবেলা থেকেই বিজনেস নিয়ে একটা পজিটিভ intent ওর মধ্যে কাজ করে। Idol হিসেবে সেই আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় থেকে হালের সেনকো গোল্ড এন্ড সন্স, সবাই-ই। ইউটিউবে নিয়মিত Dan Lok-এর ভিডিও দেখে আর বাড়তি প্রেরণা খোঁজার চেষ্টা করে। বিবেকানন্দ কলেজ থেকে অ্যাকাউন্টান্সি তে অনার্স করেছে ও। ইচ্ছে আছে MBA করার। রোজ সকালে সাইকেলে করে কলেজে যেত। ১৫ মিনিট লাগতো ওদের এই কলাগাছিয়ার কলোনি থেকে। বাবার ডাকে ঘুম ভাঙত, তারপর ফ্রেশ হয়ে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়তো, মর্নিং কলেজ কিনা! কলেজের বন্ধুরা, আড্ডা, মাঝে মাঝে সবাই মিলে ৪০বি তে করে সাউথ সিটি, লেক গার্ডেন্স যাওয়া, সবই কোথায় বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেল হঠাৎ করেই। কলেজ স্মৃতি ওর কাছে খুবই অমলিন। এখনও দু'বছরও হয়নি, কিন্তু কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল! আচ্ছা এইরকম স্বাধীনতা কি আর ফিরে পাওয়া সম্ভব? কোনো কিছুর বিনিময়ে? তাহলে অগ্নি সেটা যেকোনও মূল্যে ফিরে পেতে চাইতো। সেদিনের সেই জেদ ও অদম্য স্পৃহা, আজ যেন স্রেফ থেমে গিয়েছে কোথাও।

(৩)

কাল পূজা সেরে ফেরার পর থেকেই অগ্নির শরীরটা আর ভালো লাগছে না। সেই যে বিকালে এসে বিছানাতে গা এলিয়ে দিল, তারপর থেকে সবটাই যেন শূন্য। চোখের সামনেটা টানা ১৬ ঘণ্টা ধরে ঝাপসা হয়ে আছে। সন্ধ্যারতি, সকালের যপ কিছুই করতে ওঠেনি। ওদের পৈত্রিক যজমানরা হল হাঁসপুকুর অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু রাজবংশী পরিবার ও আশেপাশের কিছু শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ। ওর বাবা অশ্বিন প্রসাদ কুশারী, মূলত এই হাঁসপুকুর, মিলিটারি ক্যাম্প ও সামালির দিকটাতেই পূজা করতেন। পূর্ববঙ্গের

যশোর জেলা থেকে ওর ঠাকুরদাদাই প্রথম এখানে চলে আসেন এবং বংশানুক্রমে প্রাপ্য এই প্রথাকে নিজের তথা বংশের পেশা হিসেবে বেছে নেন। সেই থেকে ওর বাবাও সেই কর্তব্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে চলেছেন। মাঝে কিছুদিন LIC এর এজেন্ট হয়েছিলেন, তাতে খুব একটা যে সুবিধা হয়নি সেকথা বলাই বাহুল্য। কাজেই কুশারীমশাই নিজের ব্রাহ্মণত্ব প্রসারেই বেশি মনোনিবেশ করেন। 'কুশারী' পদবিটি শ্রেষ্ঠ পৌরহিত্যের প্রকাশক নয় যদিও, তবুও একটা প্রচ্ছন্ন গর্ববোধ কাজ করতো অশ্বিনবাবুর মধ্যে। বলতেন, স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষরাও যশোর থেকে 'কুশারী' পদবী নিয়েই কলকাতায় পাড়ি দেন। পরবর্তীকালে 'ঠাকুরমশাই' সম্বোধন থেকে তাঁদের পদবী 'ঠাকুর' হয়ে যায়। অশ্বিনবাবুর বৈকুণ্ঠধামে গমন এই ২১ দিনে পড়ল। চলে যাওয়ার মাত্র দুদিন আগেও, অগ্নিরূপকে সম্বোধন করে বলেছিলেন- "দেখ বাবা! জীবনটা বড়ই কঠিন, সুতরাং বাস্তববাদী হও”। অগ্নি যে বাস্তববাদী নয়, সেরকমটা কিন্তু না। ও সদাচারী, নিষ্ঠাবান ও খুব হিসাব করেই চলে। অন্যান্য বন্ধুদের মত অবহেলা করে না কোন জিনিসকে। তাও যে বাবা কেন কথাটা বলেছিলেন- সেটা তখন না বুঝলেও, এই মুহূর্তে এসে নির্লিপ্ত পরিসরে উপলব্ধি করতে পারছে ও। শ্রাদ্ধবাসরে পাড়ার লোকেদের ও সামান্য আত্মীয়দের পিছনে সামাজিকতা রক্ষা করতে গিয়েই সঞ্চয়ীকৃত রাশি প্রায় নিঃশেষ। প্যান্ডেল ও ডেকোরেটার্স দের ভাড়া মিটিয়ে ওর হাতে মাত্র ক'টা টাকাই সম্বল। সেই দিয়ে কয়েক সপ্তাহ চলতে পারে। অতঃপর? ও জানে এভাবেই হয়তো পূজারী হয়েই ওর জীবনটা কেটে যাবে। ওর, ভাত কাপড়ের অভাব হয়তো হবেনা, কালীমন্দিরের শংকরদার মতো। বেশী উচ্চাকাঙ্ক্ষা আসছে না এখন ওর। ছোটবেলায় পড়া ডারউইনের "Struggle for Existence" কথাটা আজ অত্যন্ত পরিস্ফুট আক্ষরিক অর্থেই।

আচ্ছা, আন্তরস্তিতার পরবর্তী ধাপ কি কোনও ক্ষয়িষ্ণু পথের আগম-কে প্রশস্ত করে?

(৪)

অগ্নি ও পৃথার সম্পর্কটা নয় নয় করে ছ'বছরের। সেই ক্লাস ইলেভেন থেকে। কো-এড স্কুলে পড়লে যেমনটা হয়! তবেও সেটা নেহাতই পদস্খলন ছিলনা। পৃথা জীবনে আসার পর সবকিছুই কেমন আমূল পরিবর্তন হতে শুরু করে। একটা কিছু করার তাগিদ ভীষণই অনুভব করে। বাড়তি মোটিভেশন কাজ করতে থাকে সবসময়। জন্মাবধি মাতৃত্বের আস্বাদহীন এই রুক্ষ ছেলেটার বালুকাময় হৃদয়ে মরুদ্যানের স্পর্শ নিয়ে এসেছিল পৃথা। সবকিছু ঠিক ছন্দে চলছিল, শুধু পৃথার বাবা অবনীবাবুর দারোগা স্বভাব কিছুটা বাধ সেঁধেছিল। কিন্তু তাও অগ্নির অদম্য উৎসাহ তাদের প্রবহমান ভীতের উপর কখনো ভাটা পড়তে দেয়নি। শেষ কয়েকমাস যদিও কিছুটা আন্দাজ পাচ্ছিল অগ্নি। যেন রুদ্রবীণার ঝংকার নেমে আসছে, তাল কাটছে কোথাও। কিন্তু ব্যবহার, মান-অভিমান, অভিযোগ-অনুযোগ এসবই তো সম্পর্কের একপ্রকার অঙ্গ। তাই এতটা দুরাশা সে কল্পনাও করেনি। অগ্নির বাবা ঠিক তিন সপ্তাহ আগে যখন পূজা সেরে দুপুরে আসছিলেন, সাইকেলে মিলিটারি ক্যাম্পটা সবেমাত্র পেরিয়েছেন, তখনি শশব্দে ভূপতিত হলেন। তখনই বোধহয় দৈব-এর ভ্রূকুটি, ওর আর পৃথার মাঝে একটা অমোঘ দ্বার নির্মাণ করে দিয়েছিল, যার স্থিতিশীলতা প্রশ্নাতীত। বিদ্যাসাগর হাসপাতালে যখন নিয়ে যাওয়া হলো তখন সব শেষ। ডক্টর চলে যাওয়ার সময় বললেন, Cardiac Arrest। কান্নার পিণ্ড যখন কোনওক্রমে চেপে ক্যাওড়াতলা থেকে অগ্নি ফিরল, একটা আশ্রয়স্থলে যাবে

ঠিককরে রেখেছিল। তার আজন্ম পরিচিত চিরন্তনের প্রাঙ্গন। কিন্তু বাড়ি এসে অগ্নি মোবাইল চেক করল, একটা হৃদয় বিদারক টেক্সট, পৃথার :

অন্য সময় হলে অগ্নি ওকে আগেরবার গুলোর মতোই ঠিক মানিয়ে নিতো। এই এবার পুজোতেই তো কত ঝামেলা, ঝগড়া-ঝাটি। কিন্তু সব নেগেটিভিটিকে সরিয়ে রেখে অগ্নি সুন্দরের উপাসনাতে ভরিয়ে ঠিক মানিয়ে নিয়েছিল অন্তঃপুরের অধিবাসিনীকে। কিন্তু সেই মুহূর্তে পৃথিবীটাই যেন একটা বিস্ময়কর স্থান বলে অবলোকন করলো অগ্নির পিছনে। এই সাযুয্যতার সাথে আপোস করা ভ্রাম্যমান কোন মরীচিকার অবগাহনের সামিল বলে মনে হলো অগ্নির।

ভ্রান্তিবিলাস এর অতিরঞ্জিত পরাকাষ্ঠা কী কোনোরকম বালখিল্যতার পরিচায়ক?

(৫)

আজ দুপুরে কোনক্রমে অপরিমিত দেহে অগ্নি বের হল। মাথাটা ভার, জানেনা কোথায় যাবে! ঠিক করলো সাহসের সাথে নিজের পায়ে দাঁড়াবে সে। হঠাৎ Dan Lok-এর ভিডিওতে দেখা একটা কথা মনে পড়ল- "**নিজের স্বপ্নের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দাও, যাতে তোমার সামনে থাকা সামান্যতম বস্তুও তোমার স্বপ্নরাজ্যের প্রথম সোপান হিসেবে পরীগ্রহ করে।**" অগ্নি যে পুরোপুরি জিনিসটার সারমর্ম বুঝেছিল তা ঠিক পরিষ্কার নয়। কিন্তু তার ঠিক পরেই ওর মনে হলো 'ডেস্টিনেশন'টা বড় কথা নয়। ওর ইমাজিনেশন টাই আসল। কাজেই সোজা চলে এলো হাওড়া স্টেশনের নতুন প্লাটফর্মে। তখন সন্ধে ৬টা। সেই থেকে বসেই আছে, আর মাথার মধ্যে অবিরত ঘুরে চলেছে ভাবনার অবিমিশ্রিত স্রোতরাশি। রাত ১১টা নাগাদ চক্রধরপুর-বোকারো স্টিল সিটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছাড়লো। অগ্নি কেন জানি ওটার জেনারেল কম্পার্টমেন্টে উঠে বসল টিকিট ছাড়াই। ভোর আন্দাজ সাড়ে চারটা নাগাদ বাঁকুড়া ষ্টেশনে নেমে গেল। হয়তো ভেবেছিল মুম্বাই যাবে, কিছু খেয়ালি অন্ধকারের পরশ ওর মধ্যেকার চেতনাকে গ্রাস করছে। চিন্তাশক্তির উপর থেকে ধীরে ধীরে কন্ট্রোলটা হারিয়ে যাচ্ছে অগ্নির। আজকাল Mental Health, Stress, Depression নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে, কিন্তু সেটা অ্যাপ্লাই করবার মতো প্রকৃত স্থান ও লোক প্রয়োজন।

বর্তমানে অগ্নি নিজে সেই জায়গায়। বাঁকুড়া স্টেশনে কিছুক্ষণ পায়চারি করে সকালের ফাস্ট কার্ড বাসে ছাতড়া এল। কোর্টের সামনের মাঠে বসে রইল সকালটা। মাঝে পাশের দোকানে চপ-মুড়ি খেল। তারপর সেখান থেকে একটা ছোট অটোতে চেপে বসল।

(৬)

মুকুটমণিপুর ড্যাম এ একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট লাগবে তা নিয়ে একটা রিক্রুটমেন্ট নোটিশ আজ বেরিয়েছে। মূলত ড্যামের পাশেই কোয়ার্টার। যে সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রক্ষণাবেক্ষণের তাদের অধীনেই কাজ। এসব রিক্রুটমেন্ট এর কথা কোথাও সেভাবে বেরোয় না, সবই ভিতরে ভিতরে। প্রাত্যহিক টহলদারি সেরে পঞ্চাশোর্ধ সিকিউরিটি চিফ মিঃ রুইদাস ডিউটিগুলোকে ভাগ করে দিচ্ছিলেন জনা তিনেক গার্ডদের মধ্যে। শরীরটা আজ ভালো নেই তার। বাড়ি থেকে আসার সময় মেয়ে লাবণীও বলছিল যে "বাবা বেশি রোদে আর বেরিও না আজ"। লাবনী এবার বাঁকুড়া মিশন গার্লস থেকে উচ্চমাধ্যমিক দিল। এবছর জয়েন্টের রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আর কলেজ ভর্তি হওয়া হল না। এদিকে rank খুব একটা আহামরিও হয়নি, তাই ঠিক করছে পরের বছর কলেজে অ্যাডমিশন নেবে। মা মরা এই মেয়েটাই একমাত্র চিন্তা তথা সম্বল মিঃ রুইদাসের। ডিউটি বুঝিয়ে দিয়ে এমনিই টহল দিতে দিতে ড্যামের পড়ন্ত গোধুলিকেই প্রত্যক্ষ করছিলেন মিঃ রুইদাস আর সাতপাঁচ ভাবছিলেন। হঠাৎ দূরের পশ্চিম কোণে ব্যারিকেডের সামনেটায় তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল।

(৭)

পড়ন্ত গোধূলির শেষ সোনালী আভায় চকচক করছে মুকুটমণিপুরের বিস্তৃত জলাধার। জলের নৈকট্য যেন তাঁকে, মুম্বাইয়ের জুহু বিচ কে মনে করাচ্ছে। বাধাহীন কৈশোরের সীমানা পেরিয়ে উদভ্রান্ত এক আলোকশিখার দিশারী, নিয়ত কোনো সত্ত্বা সেই ভাবের আঙ্গিকে নতুন করে একটা অনুভূতির সঞ্চার করে। আরব সাগরের সদা ছুটন্ত জলরাশির দু-একটা বিন্দুর স্পর্শও যেন অগ্নি অনুভব করে নিজের চোখে মুখে। মুম্বাইয়ের স্বপ্নপুরীকে যেন এক অতীন্দ্রিয় মিলিয়ে দিয়েছে এই অর্ণবরাশির প্রাণোচ্ছলতার সাথে। যদিও সে ভঙ্গিমা রুঢ়, শুষ্ক; কিন্তু তাও এ তার নেত্রযুগলকে ভ্রান্ত

করে।যে অটোতে অগ্নি উঠেছিল সেটির গন্তব্য ছিল ছাতড়া বাসস্ট্যান্ড। সেখানে পৌঁছে অগ্নি কিছুটা চকিত হলো, চারিদিকের কোলাহলে, চিৎকারে, যান্ত্রিক শব্দের তাড়নায় ও ভীষণ বিমর্ষ বোধ করতে শুরু করলো। ঠিক তখনই রঘুনাথপুর রূটের একটি বাস ছাড়ার সময়, কন্ডাক্টরের হাঁকের সাথে পাল্লা দিয়ে পুরুলিয়ামুখী লোকজন চরম আতিসজ্জে, নিজেদের ঘর্মাক্ত কলেবর দিয়ে বলপূর্বক প্রসারণের দ্বারা অগ্নিকে ক্রমাগত, বাসের সম্মুখে এনে ফেলে ।অতঃপর অগ্নিও, সেভাবে আর বাধা দেয় না। সমস্ত চালিকাশক্তি তার মধ্যে তখন বিচারবিমুখ শ্লঘার জন্ম দিয়েছে।তখন অগ্নি কিংকত্রব্যবিমূঢ়ের মতো বাসে উঠে একটা সিট বেছে নেয়। বাসের প্রবহমান গতির সাথে সাথে ওর মধ্যে কেমন যেন বেগহীনতা প্রদীপ্ত হয়, অগ্নির বুদ্ধির অগোচরে । এভাবে ১৫ কিমি যাওয়ার পর, এই মুকুটমণিপুর ড্যাম আসে, বিকেলের সুনির্মল রৌদ্রস্নাত বারিকূল ওর প্রেষণাকে উদ্দীপিত করে তোলে। এক লহমায় অগ্নি আরও এক যাত্রীর সঙ্গে সেখানেই নেমে পড়ে। তারপর থেকেই ও ভিতরে ঢুকে এই নির্জন পাড়টার সামনে এসে বসে আছে । এই প্রগূঢ় একাকীত্বকে অগ্নি আকণ্ঠে পান করতে চায়, ডুব দিতে চায় সম্পূর্ণরূপে। তার সামনে বাঁশের ভেড়ি, সেখানে রাখা দুটি বোট, ট্যুরিস্টদের মনোরঞ্জনের জন্য। যদিও তখন বোটিং বন্ধ, কাজেই পশ্চিমের এই প্রান্তটা একেবারে খালি। অগ্নির কিছুটা হালকা লাগতে শুরু করেছে এবার, এক পশলা মিঠে বাতাস প্রানটার বিকুলি জুড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। ধীরে ধীরে উঠে যায় সে, 'সিন্ধু' তার স্পর্শের জন্য যে আকুল। ঝপ! ক্ষনিকের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে যে শব্দ এসে পৌঁছালো গার্ডদের ছাউনির দিকে। ওদিকের ব্যারাক থেকেও ব্যাপারটা কয়েকজন দেখল। আগেও যে এই ধরনের ঘটনার সাক্ষী তারা।

(৮)

মিঃ রুইদাস হঠাৎ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লেন। পশ্চিমাংশের বোট-রেলিং এর পাশ দিয়ে তখন একজনের নিমজ্জিত দেহষ্ঠব দৃশ্যমান। তিনি জলদি একটা ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স আনতে বলেন হেডকোয়ার্টারে এবং তৎক্ষণাৎ পড়ে থাকা সিকিউরিটির জন্য বোট-টা

নিয়েই চালিয়ে দেন পশ্চিমের ও পাটাতনের বাম পাশটা লক্ষ্য করে। অপটু অগ্নির দেহটা যখন সামান্যতম অক্সিজেন পাওয়ার তাড়নায় আছাড় খাচ্ছে এবং দেহের স্বাভাবিক নিয়মেই অঙ্গ সঞ্চালন করে চলেছে, পিছন থেকেই কিছু লোক তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিলেন। অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হল তার ফলে, সকলেরই গন্তব্য এখন এক। মিঃ রুইদাসের হুইসেলের সতর্কধণী তখন অগ্নির ডুবে থাকা কর্ণরন্ধ্রের মধ্যে এসে প্রতিধ্বনিত হল। তার মনে হল মুম্বাই পোর্টে কোনো বাণিজ্যতরী ঢোকার সাইরেন বাজছে। পরম প্রসন্নতায় মিশে গেল তার অবচেতন, ক্রমে ম্রিয়মান হতে থাকা দেহ এক অতলান্তের মাধুর্যে ভরে উঠলো।

পুনশ্চ: মিঃ রুইদাস যখন অগ্নির কাঠিন্যময় দেহটা তার কলেবরে নিয়ে কিছু সহানুভূতি সূচক শব্দকে উপেক্ষা করে অ্যাম্বুলেন্সের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন, মেদুরতায় আচ্ছন্ন একটি স্থির কর্ণপটহ ভেদ করে দূরের কোনো গাড়ির ট্রানজিস্টর থেকে ভেসে আসা একটা গানের দুকলি সুর কথার সঙ্গে প্রবেশ করল এবং কিছুটা প্রভাবও ফেলতে সমর্থ হল বোধহয়। কেননা মিঃ রুইদাস অনুভব করলেন- একবার যেন কেঁপে উঠল তার স্বহৃদয় চোখের সামনে থাকা এই অপরিচিত যুবকের স্পন্দনহীন স্বরূপ। গানের কয়েকটা কথা ছিল...........

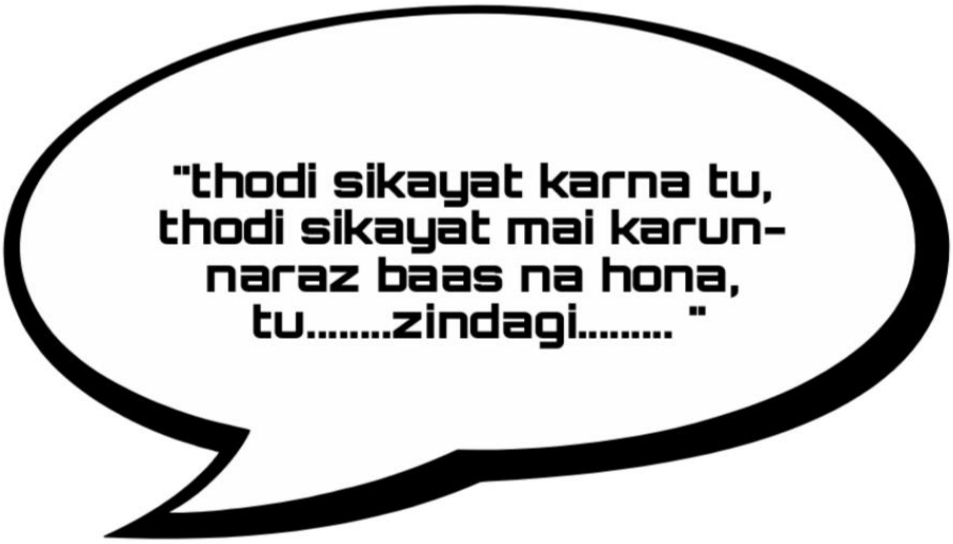

সময়

সত্যজিৎ সমাদ্দার
(B. ED 2ND SEMESTER)

প্রিয়াঙ্কা ও দেবাশীষ দু'জনই আশুতোষ কলেজের ইতিহাসের (বি.এ) প্রথম বর্ষের Student. প্রিয়াঙ্কার বাবা একজন উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরে এবং দেবাশীষের বাবা একটি কলকারখানার সামান্য একজন শ্রমিক মাত্র। প্রিয়াঙ্কাদের অর্থ ও প্রাচুর্যের কোনও অভাব ছিল না। কিন্তু অপরদিকে দেবাশীষ, তাঁর বাবা-মা ও এক দিদিকে নিয়ে একটি ছোট ঘরে থাকত। পুরো পরিবারটি তার বাবার আয়ের উপর চলত কোনোওরকমে। দেবাশীষ ও প্রিয়াঙ্কা একই পাড়ায় থাকত।

দেবাশীষ, প্রিয়াঙ্কাকে খুব পছন্দ করতো, কলেজের সেই প্রথম দিন থেকেই। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রিয়াঙ্কাকে সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি। কারণ দেবাশীষ জানত যে, প্রিয়াঙ্কা খুব বড় ঘরের মেয়ে। তাই দেবাশীষ এর মনে সর্বদা একটা দ্বিধা কাজ করতো। সে ক্লাসে প্রিয়াঙ্কার সাথে দু'এক সময়ে পড়া নিয়ে কথাবার্তা বললেও, তাঁদের মধ্যে সেরকম কোনো বন্ধুত্ব ছিল না।

অপরদিকে প্রিয়াঙ্কা বেশ অহংকারী ছিল। সে ক্লাসে কয়েকজন ছাড়া সবার সাথে কথা বলত না। তবে প্রিয়াঙ্কার হাসি আর রূপের মহিমা, ক্লাসের বাকি ছেলেদেরকে স্তব্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখত। এক কথায় বলা যায় যে, ক্লাসের সমস্ত ছেলেরাই প্রিয়াঙ্কার রূপে মুগ্ধ ছিল। কিন্তু প্রিয়াঙ্কা ওসবে একদম পাত্তা দিত না।

তবে ফেসবুকে কিন্ত প্রিয়াঙ্কা, ক্লাসের সবারই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করে নিত। দেবাশীষও ঠিক এইভাবে প্রিয়াঙ্কার ফেসবুক ফ্রেন্ড হয়েছিল। প্রিয়াঙ্কার সমস্ত ব্যক্তিগত ছবিতে সে রিঅ্যাক্ট করত, এছাড়াও খুব ভালো ভালো কমেন্টও করতো। এরকম ভাবেই চলছিল সবকিছু।

কিছুদিন আগেই ওদের ইতিহাস বিভাগের পক্ষ থেকে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম পরিদর্শনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সবাই যখন মিউজিয়ামে ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়গুলি দেখতে ব্যস্ত, এমন সময় প্রিয়াঙ্কার কান্নামাখা চিৎকার সবাইকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। সে ক্রমশঃ কাঁদছিল, আর হতাশ হয়ে চিৎকার করে বলছিল "আমার মোবাইল ফোনটা হারিয়ে গেছে! কেউ দেখেছিস আমার ফোনটা? প্লিজ...... কেউ দেখেছিস আমার ফোনটা?

সবাই তখন চারিদিকে মোবাইল ফোনের খোঁজ শুরু করে দেয়। প্রিয়াঙ্কা কিন্ত তখনও কেঁদে চলছিল সমানে। খানিক বাদে দেবাশীষ ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং পকেটে হাত দিয়ে একটি আইফোন ১১ বের করে আনে।

...এই নে তোর ফোন। ওদিকটায় একটা বেঞ্চের নীচে পড়েছিল।

প্রিয়াঙ্কা ফোনটা হাতে নিয়ে ফোনের চারিদিকটা একবার দেখে নেয়। তার কাঁদো কাঁদো মুখটা হঠাৎ এক মুহূর্তে মিলিয়ে গিয়ে চোখে-মুখে খুশির প্রভাব ফুটে উঠে। এরপর সে খানিকটা ইতস্ততঃ করতে লাগল।

...Thank You, দেবাশীষ! Thank You once again। আমি না আজ সত্যিই পাগল হয়ে যেতাম, ফোনটা হারিয়ে গেলে। অনেক আবদার করার পর বাবা আমাকে গতমাসেই এই ফোনটা কিনে দিয়েছিল।

এই বলেই সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজের অন্য বন্ধুদের সঙ্গে ছবি তুলতে চলে যায়। দেবাশীষ মুখে আর কিছু না বললেও মনে মনে কিন্ত সে খুব খুশি হয়েছিল। আজ সত্যিই সে প্রিয়াঙ্কার জন্য কিছু করতে পেরেছে..........

এই বছর মার্চ মাস নাগাদ হঠাৎ সারা ভারত জুড়ে শুরু হল করোনা ভাইরাস আতঙ্ক। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সারা ভারতে লকডাউন শুরু হয়ে গেল। ফলে দেবাশীষের বাবার কারখানাও গেল বন্ধ হয়ে। প্রথম কয়েকদিন ভালভাবে চললেও, তারপর তাদের

অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যেতে থাকে। আবার এদিকে দুর্ভাগ্যক্রমে দেবাশীষের মোবাইলের নেট ব্যালেন্সও শেষ হয়ে যায়। ফলে একদিকে যেমন তাঁর ভাতের থালা নিয়ে টানাটানি পড়ে গিয়েছিল বাড়িতে, ঠিক তেমনি ফেসবুকেতে তার প্রিয়, প্রিয়াঙ্কাকে দেখতে না পেয়ে সে খুবই অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে পড়ে, কয়েকদিনের মধ্যেই সে নিজেকে সামলে নিয়েছিল।

অপরদিকে প্রিয়াঙ্কাও এই লকডাউন-এ বাড়ি বসে বসে খুবই বিরক্তি অনুভব করছিল। তাই সে নিজেকে হ্যাপি রাখতে, ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ-এ আগের বিভিন্ন স্থানের খাবার ও ঘোরার ছবিগুলো আপলোড করতে থাকে। এছাড়াও তাঁর সময় কাটছিল গল্পের বই পড়ে ও সিনেমা দেখে।

এভাবে দু'তিন দিন যাওয়ার পর প্রিয়াঙ্কার হঠাৎই নজরে পড়ল, যে দেবাশীষ তার প্রতি ছবিতে রিয়েক্ট দেয় বা কমেন্ট করে, তাঁর কোনও পাত্তা নেই। প্রথম কয়েকদিন প্রিয়াঙ্কা ব্যাপারটাকে খুব একটা আমল দেয়নি। এরকমভাবে একসপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর একদিন রাতে প্রিয়াঙ্কা ফেসবুকে রিয়াকশন ও কমেন্ট চেক করতে গিয়ে দেখে, আজও দেবাশীষের কোনো রিঅ্যাকশন বা কমেন্ট নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে তাঁর অন্য বন্ধুদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারল যে, দেবাশীষদের আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়ায়, বর্তমানে ওরা খুব সমস্যার মধ্যে আছে।

এই কথা শোনামাত্রই সেদিন প্রিয়াঙ্কার সেই অহংকারী এবং অমায়িক মনটাও কেমন যেন গলে গিয়েছিল। তাঁর সেই কালো কাজলাবৃত চোখ দিয়ে অশ্রুধারা তাঁর কপোল বেয়ে ক্রমশই নিচে গড়িয়ে পড়ছিল। সেদিন তাঁর সব দম্ভ ও অহংকার যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। প্রিয়াঙ্কার কোমল হৃদয়টা সেদিন যেন প্রথমবারের মতো দেখা গিয়েছিল। যদিও তাঁর সেই চোখের জল দেখার জন্য কেউ ছিল না সেদিন। সেদিন রাতে সে ভালোভাবে ঘুমোতেও পর্যন্ত পারেনি, দেবাশীষ ও তাঁর পরিবারের বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভেবে সে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। বিছানায় শুয়ে খালি ছটফট করছিল ।

পরের দিন সকালবেলা সাহস করে সে বাবার কাছে গিয়ে পুরো ঘটনাটা খুলে বলল। বাবা তার মেয়েকে চিনতেন খুব ভালোভাবেই। তাই তিনি প্রথম দিকে একটু অবাক হলেও পরে নিজেকে সামলে নেন। কিছু টাকা দিয়ে মেয়েকে বলেন যে, “এই টাকাটা দেবাশীষকে দিয়ে আয় এবং বলবি যে, এটা কিন্তু কোনো প্রকার দয়া বা দান নয়; বরং বন্ধুর তরফে বন্ধুকে এই অসময়ে দেওয়া সামান্য উপহার”।

এক বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে প্রিয়াঙ্কা সেদিন দেবাশীষের বাড়ি আসে এবং তাঁর পরিস্থিতি নিজের চোখে চাক্ষুষ করে হতবাক হয়। কিন্তু সেদিন প্রিয়াঙ্কার বাবার পাঠানো সেই টাকা দেবাশীষ নেয়নি। সে প্রিয়াঙ্কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল যে, “তোরা আমাদের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিস, এটাই অনেক আমাদের কাছে। তবে আমাদের কোনও টাকা লাগবে না, আমরা এই কয়েকটা দিন কোনওরকমে চালিয়ে নিতে পারবো। তবে কয়েকদিন ধরে ফেসবুক করতে পারছি না, ফলে তোকে খুব মিস করছি”।

সেদিন প্রিয়াঙ্কা বিনা বাক্যব্যয়ে সেখান থেকে ফিরে এসেছিল। দেবাশীষের কথাগুলো সেদিন প্রিয়াঙ্কার হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিল। তাঁর শুধু দেবাশীষের বলা কথাগুলোই সেদিন বারবার মনে পড়ছিল। এত খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও দেবাশীষের টাকাটা না নেওয়া, প্রিয়াঙ্কাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল। দেবাশীষের বলা সেই কথাটা “আমি তোকে খুব মিস করছি” প্রিয়াঙ্কার মনে একেবারে গেঁথে গিয়েছিল।

এরপর দীর্ঘ পাঁচ মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। করোনা ভাইরাসের ভীতি চলে গিয়ে সমগ্র পৃথিবী আবার নতুন রূপে সেজে উঠেছে। লম্বা ছুটির পর আবার সব স্কুল-কলেজ খুলেছে। কিন্তু কলেজের প্রথম দিন সবাই কলেজে এলেও, একমাত্র দেবাশীষ এলোনা। অন্য কারও সেদিন দেবাশীষের কথা মনে না থাকলেও, প্রিয়াঙ্কার কিন্তু খেয়াল ছিল। তাই সে কলেজ ছুটির পর কাউকে কিছু না জানিয়েই সোজা দেবাশীষের বাড়ি উপস্থিত হল।

দেবাশীষের দিদির কাছ থেকে সে জানতে পারলো যে, দেবাশীষ লকডাউন-এর ছুটিতে অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। দেবাশীষ যদিও ঘরেই শুয়ে ছিল। সে প্রিয়াঙ্কার গলার আওয়াজ পেয়ে, কোনওরকমে এসে একগাল হাসি নিয়ে দাঁড়ালো প্রিয়াঙ্কার

সামনে। প্রিয়াঙ্কার তো দেবাশীষকে দেখেই চক্ষু চড়কগাছ। এই কয় মাসে দেবাশীষ এতটাই পাল্টে গিয়েছিল যে, তাকে চেনা যাচ্ছিল না। যদিও প্রিয়াঙ্কা খুব দ্রুততার সাথে নিজেকে সামলে নেয় এবং দেবাশীষকে জিজ্ঞাসা করে,"কিরে কেমন আছিস?

...হ্যাঁ, এই মোটামুটি আছি আরকি! তুই কেমন আছিস বল?

প্রিয়াঙ্কা একপ্রকার অভিমানের সুরেই উত্তর দেয় এবং দেবাশীষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রিয়াঙ্কা হঠাৎই সেখান থেকে বেরিয়ে যায়।

এরপর সে কাছেরই একটি মার্কেটে যায় এবং তাঁর কাছে থাকা টাকায় কিছু ফল, ডিম ও দুধ কিনে, আবার দেবাশীষের বাড়ি ফিরে আসে। দেবাশীষ কিন্তু একটু আগের ঘটনার আশ্চর্যতায় দরজার সামনে বসেই আকাশ-পাতাল ভাবছিল। হঠাৎ করে আবার প্রিয়াঙ্কাকে আসতে দেখে সে উঠে দাঁড়ায়। এরপর প্রিয়াঙ্কা এসে দেবাশীষের হাতে সেই ফলের ব্যাগ দিয়ে বলে – "আজ কিন্তু আমি তোর কোনও কথাই শুনবো না। এটা তোকে নিতেই হবে"! দেবাশীষ কিন্তু সেদিন প্রিয়াঙ্কার হাবভাব দেখে এতটাই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছিল যে, বাধ্য ছেলের মত ব্যাগটা সে নিয়ে নেয়। এরপর থেকে মাঝেমধ্যেই প্রিয়াঙ্কা এসে দেবাশীষকে বিভিন্নরকম ফল, ডিম ও দুধ কিনে দিয়ে যেত এবং দেবাশীষও তা সাদরে গ্রহণ করে নিত।

এরকম এক মাস চলার পর দেবাশীষ এখন অনেকটাই সুস্থ এবং এবং সেদিন প্রথম কলেজে এল। প্রিয়াঙ্কাও সেদিন দেবাশীষকে পেয়ে খুবই আপ্লুত হয়েছিল। প্রিয়াঙ্কা ও দেবাশীষ গত একমাসে অনেক কাছাকাছি চলে এসেছিল। প্রতিদিন তাঁরা এখন একসাথে কলেজে আসে, ক্লাসে একসাথে বসে, আবার ছুটির পর একসাথে বাড়িও যায়।

এরপর একদিন প্রিয়াঙ্কা ও দেবাশীষ কলেজে আসার জন্য একসাথে মিট করে। সেদিন কিন্তু প্রিয়াঙ্কা খুব সেজেগুজে এসেছিল। সে সেদিন খুব সুন্দর একটা শাড়ি, কপালে টিপ ও ঠোঁটে লিপস্টিক পরে এসেছিল। আজ অন্যরকম সাজে প্রিয়াঙ্কাকে দেখে দেবাশীষ একটু বিস্মিত হয় এবং প্রিয়াঙ্কাকে জিজ্ঞাসা করে,

... কিরে, আজ হঠাৎ এত সেজেগুজে এলি? কী ব্যপার বলতো? আজ খুব খুশি খুশি লাগছে তোকে!

দেবাশীষের প্রশ্নের উত্তরে প্রিয়াঙ্কা একটু লজ্জা পেয়ে যায়। সে মাথা নীচু করে, খানিকটা লাজুক মুখেই উত্তর দেয়।

...আজ আমরা কলেজ যাচ্ছি না।

...তবে কোথায় যাচ্ছি?

...আজ আমি আর তুই এখান থেকে সোজা সিনেমা দেখতে যাব। তারপর সেখান থেকে একেবারে Lunch সেরে বাড়ি ফিরব।

...সেকিরে! আমাকে তো আগে বলবি! তবে আমি আরও কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে আসতাম।

প্রিয়াঙ্কা সঙ্গে সঙ্গে দেবাশীষ কে থামিয়ে দিয়ে বলে-

...আজকে সিনেমা দেখা থেকে শুরু করে খাওয়ার পুরো খরচ আমার। তুই শুধু বলবি যে তুই কি খেতে ভালবাসিস!

...(দেবাশীষ খানিকটা লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে উত্তর দিল) আচ্ছা ঠিকাছে! চল তবে।

এরপর তারা সোজা সিনেমা হলে এসে টিকিট কেটে সিট নিয়ে বসলো। প্রিয়াঙ্কা একটি লাল গোলাপ সেদিন দেবাশীষের কাছে আসার আগেই কিনে নিয়েছিল। সিনেমা তখনও শুরু হয়নি.....

...(হলের মধ্যে প্রিয়াঙ্কা সেই গোলাপটা বের করে দেবাশীষকে দিয়ে বলল) দেবাশীষ, আমি তোকে খুব খুব ভালোবেসে ফেলেছি। তোকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না। তোর কি আমায় পছন্দ?

প্রিয়াঙ্কার এই কথা শুনে দেবাশীষ তো একেবারেই বাকরুদ্ধ হয়ে যায় এবং তার সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা শিহরণ বয়ে যায়। তার শ্বাস-প্রশ্বাস খুব দ্রুত চলতে থাকে।

নিজেকে সামলাতে সে খানিকটা সময় নেয় এবং তারপর একপ্রকার সাহস করেই প্রিয়াংকার প্রশ্নের জবাব দেয়।

...আমি তোকে কলেজে প্রথম যেদিন দেখেছিলাম, সেই প্রথম দেখাতেই আমি তোকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। কিন্ত তুই আমায় খারাপ ভাবতে পারিস, এই ভয়ে আমি তোকে কোনোদিন কিছু বলিনি......... আমিও তোকে খুব খুব ভালবাসি; তোকে ছাড়া আমিও থাকতে পারবো না।

দেবাশীষকে সেদিন প্রপোজ করার পর দীর্ঘ প্রায় চার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। প্রিয়াঙ্কা এখন আশুতোষ কলেজেই ইতিহাসে এম.এ করছে। কিন্ত দেবাশীষ তার বাড়ির আর্থিক অসঙ্গতির কারণে এম.এ তে ভর্তি হয়নি। সে এখন বিভিন্ন সরকারী চাকুরীর পরীক্ষা দিচ্ছে, যাতে খুব শীঘ্রই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। বর্তমানে দেবাশীষের বাবার শরীরটাও খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। তাছাড়া তার দিদিরও বিয়ের বয়স হয়ে গেছে- এসব চিন্তাই এখন তার চাকুরী পাওয়ার জেদ ও ইচ্ছে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে দেবাশীষ এখন এসব নিয়েই সদা ব্যস্ত থাকে।

প্রিয়াঙ্কা এখনও দেবাশীষকে নিয়ম করে ফোন করে ঠিকই, কিন্ত এখন আর ওদের মধ্যে আগের মতো সেরকম ঘন্টার পর ঘণ্টা কথা হয় না।

এদিকে প্রিয়াঙ্কার বাবার কাছে মেয়ের বিয়ের জন্য ভালো ভালো পাত্রের সন্ধান আসছে। সেকথা প্রিয়াঙ্কা জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে তা দেবাশীষকে জানায় এবং যত শীঘ্র সম্ভব দেবাশীষকে দেখা করতে বলে।

দেবাশীষ কিন্তু এখন আর সেই আগের মত নেই। সে আজ অনেক পরিণত এবং অনেক বেশী দায়িত্বশীল। তার অভিপ্রায় ও অভিসন্ধি এখন একেবারে ভিন্ন। কাল বাদে পরশু তার WBCS-এর মেইন পরীক্ষা। সে জোর কদমে প্রস্তুতি নিচ্ছে। দম ফেলবার মতো হাতে সময় নেই তার। এবার তাকে মেইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে। এর জন্যই তো এতদিন পরিশ্রম করে আসছে সে। এতদিনের এই হাড়ভাঙা পরিশ্রম সে কোনো ভাবেই বিফলে যেতে দেবে না, সে যতোই বাধা-বিপত্তি আসুক।

তাই দেবাশীষ সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়াঙ্কাকে ফোন করে জানায়, সামনে তার অনেক বড় পরীক্ষা আছে। এখন সে, তার সাথে দেখা করতে পারবে না, এমনকি এই মুহুর্তে তার সাথে ফোনেও কথা বলার সময় নেই। এই বিষয়ে পরে আলোচনা করবে। এমনকি দেবাশীষ তাকে আগামী একসপ্তাহ কোনো ফোন না করতেও জানিয়ে দেয়।

সেদিন দেবাশীষের সেই কথায় প্রিয়াঙ্কা খুবই কষ্ট পেয়েছিল। সে বাড়িতে বসে সারাদিন লুকিয়ে কেঁদেছিল।

দেবাশীষ WBCS মেইন পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরের দিনই সে তার খুরতুতো দাদার বিয়েতে কল্যানী চলে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে একসপ্তাহ সে খুব হই-হুল্লোড় করেই কাটিয়েছে। আজ সকালের ট্রেনেই সে বাড়ি ফিরে আসে। দেবাশীষ এখন আর প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে বিশেষ একটা ভাবেনা যদিও, তবুও দাদার বিয়ে থেকে বাড়ি ফেরার পর থেকেই আজ সারাদিন ও কেমন যেন একটা মনমরা হয়ে আছে। সেদিনের সেই ঘটনার পর প্রায় ১৫ দিন কেটে গেলেও একবারের জন্যেও প্রিয়াঙ্কার ফোন আসেনি। সন্ধ্যার সময় ভেবেছিল একটু বাইরে গিয়ে বেরিয়ে আসবে, কিন্তু আজ ট্রেন যার্নি করে ওর মাথাটা একদম ভার হয়ে আছে। ফলে আর বাইরে না বেরিয়ে তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রিয়াঙ্কার পাঠানো কিছু পুরোনো মেসেজ পড়ছিল। ঘুমে তার দুচোখ এতটাই ভারী হয়ে আসছিল যে বেশিক্ষণ আর পড়তে পারলো না।

মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে প্রিয়াঙ্কার নাম্বার চার-পাঁচ বার ডায়াল করল। কিন্তু প্রত্যেকবারই রিং হয়ে কেটে যাচ্ছিল। তার আধঘন্টা পর আবারও ও প্রিয়াঙ্কাকে ফোন করলো কিন্তু ওপার থেকে এবারেও কেউ ফোন তুললো না। এরকমটা তো আগে কখনোই হয়নি; নাহ! এবার ওর সত্যিই বেশ চিন্তা হতে লাগলো। তাই আর দেরি না করে, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে, প্রিয়াঙ্কার বাড়ির দিকে রওনা দিল দেবাশীষ। আজ ভেবেছিল, প্রিয়াঙ্কাকে সব সে বুঝিয়ে বলবে। কেন এতদিন ও প্রিয়াঙ্কার সাথে ভালোভাবে কথা বলেনি? কেনই বা ও এত ব্যস্ত ছিল? সবকিছু আজ খুলে বলবে ও।

প্রিয়াঙ্কাদের বাড়ির সামনে পৌঁছতেই তার বুকটা ধরাস করে উঠলো। এ কী দেখছে সে? প্রিয়াঙ্কাদের পুরো বাড়িতে টুনিবাল্ব লাগানো হচ্ছে, আর বাড়ির গেটটিও

ফুল দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হচ্ছে। খানিকটা থতমত খেয়ে যায় দেবাশীষ। যারা গেটের সামনেটায় ফুল দিয়ে সাজাচ্ছিলো, তাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললো "আজ প্রিয়াঙ্কা ম্যাডামের বিয়ে।" একথা শোনামাত্র দেবাশীষের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। সে যেন সবকিছু অন্ধকার দেখছে। নাঃ, এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা উচিৎ হবে না। সে দ্রুত বাড়ি ফিরে আসে।এসেই সোজা বিছানায় চলে যায় এবং বালিশের নিচে মুখ গুঁজে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে। ভাবছে পুরোনো সেই দিনের কথা। কি ছিল, আর আজ সেখান থেকে কি হয়ে গেল! কীভাবে পারলো প্রিয়াঙ্কা? যে প্রিয়াঙ্কা তাকে এত ভালোবাসতো, কীভাবে ভাবলো সে ওকে ছেড়ে অন্য একজনকে বিয়ে করার কথা! নাহ! কিছুতেই মাথায় আসছে না ওর।

নাহ! ভুলটা বোধহয় আমারই ছিল। আমিই ওকে হয়তো সময় দিতে পারিনি। ওর সাথে ভালোভাবে, ভালোবেসে কথা বলতে পারিনি। হয়তো আমি নিজেকে নিয়ে এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে ওর কথা কখনোই মন দিয়ে শুনিনি। আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম এবং মনেপ্রাণে আজও ওকেই ভালোবাসি শুধু। কিন্ত পরিস্থিতি আর সময়ের ঘেরাটোপে আমি ওকে হারিয়ে ফেলেছি। পারলাম না আমি ওকে আমার বুকে আগলে রাখতে। আমি ওকে চিরদিনের মতো হারিয়ে ফেললাম। এরকমই আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা চাপা কান্না যেন ওর বুক ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

ঘড়িতে তখন সকাল সাড়ে ১০টা বাজে। এমন সময় দিদির ডাকে হঠাৎই দেবাশীষের ঘুম ভাঙল আর তার সমস্ত দুঃস্বপ্নেরও সমাপ্তি ঘটলো।

...কীরে, শুয়ে শুয়ে ওরকম গোঙাচ্ছিলিস কেন? কোনও খারাপ স্বপ্ন দেখছিলিস নিশ্চয়ই। শীঘ্রই উঠে বাইরে গিয়ে দেখ, কে এসেছে তোর খোঁজে!

কোনওক্রমে ঘুমচোখে, শরীরটাকে টেনে নিয়ে বাইরে এসেই অবাক সে! দেখল সশরীরে প্রিয়াঙ্কা দাঁড়িয়ে দরজার সামনে........

... Good Morning দেবাশীষ........ পরীক্ষা কেমন হল তোর? চল, আজ নন্দন যাবো মুভি দেখতে।

দেবাশীষ তো ওর কথার মানেই কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। তবে কি এতক্ষণ ও ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছিল? কিন্ত........ এমন সময় দেবাশীষের দিদি দেবাশীষকে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, তোদের দুজনের ব্যপারে আমি সব কিছু জানি। তুই আমাকে না বললেও প্রিয়াঙ্কা আমায় সব জানিয়েছে, যে তোরা দুজন একে অপরকে খুব ভালোবাসিস। সেদিন যখন তুই প্রিয়াঙ্কাকে দেখা করতে বারণ করে দিয়েছিলি, তখন ও আমাকে কাঁদতে কাঁদতে সবই খুলে বলেছিল। আমিই ওকে তোর ব্যপারে সব বুঝিয়ে বলি। এরপর থেকে ওর সাথে আমার প্রতিদিনই কথা হত। তুই কল্যানী যাওয়ার পর আমি আর বাবা প্রিয়াঙ্কাদের বাড়ি গিয়ে তোর আর প্রিয়াঙ্কার ব্যপারটা খুলে বলি। উনি প্রথম প্রথম ইতস্ততঃ করলেও, ওনার মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে ও মেয়ের খুশির কথা ভেবে আর না করতে পারেননি। তবে ওনি একটি শর্ত দিয়েছেন যে, যতদিন না পর্যন্ত তুই এবং প্রিয়াঙ্কা দু'জনই নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছিস, ততদিন পর্যন্ত তোদের অপেক্ষা করতে হবে। দিদির কথাগুলো শোনার পর, দেবাশীষের কাছে আর কিছু বলার মতো ভাষা ছিল না। ছোটবেলা থেকে দিদির সাথে অনেক ঝগড়া বা মারামারি করলেও, দিদিকে আজ তার সত্যিই প্রকৃত বন্ধু বলে মনে হল।

এরপর দিদির হাতে বানানো লুচি আর আলুর দম খেয়ে, খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিয়ে দেবাশীষ আর প্রিয়াঙ্কা বেরিয়ে পরলো ....

সৌভাগ্যক্রমে, এই ঘটনার ঠিক আটমাস পরেই দেবাশীষ WBCS পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয় এবং চাকুরীতে যোগদান করে এবং দেবাশীষের চাকুরী পাওয়ার প্রায় দুবছর পর প্রিয়াঙ্কাও একটি বেসরকারি স্কুলে ইতিহাসের শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করে।

আত্মতৃষ্ণা

সম্রাট দাস

(B. ED 2ND SEMESTER)

...বললাম না, ডোন্ট টাচ মি!

...কেনো এরকম করছো? আমিতো কতবার সরি বললাম।

...একই ভুল বারবার করে, সেটাকে সরি বলে কাটানো যায়না আবির।

শেষ বসন্তের সূর্যাস্ত তখনও দ্বিতীয় হুগলী ব্রীজ এর উপর থেকে উঁকি দিচ্ছে। সূর্যের লাল আভার আস্তরণে তখনও আকাশ শোভিত। আবির আর পায়েল এই ঘাটটায় প্রায়ই আসে। দুজনেই তাকিয়ে থাকে, গঙ্গার বিস্তৃত জলরাশির ওপারে, যতটা চোখ যায়। এখানে আসার মূল কারণ হলো, দুজন দুজনকে দেখা এবং তার থেকেও বড় প্রাপ্তি, মন খুলে কথা বলা।

...এবারে চাকরিটা হয়েই যাবে দেখো। পিন্টু দা বলেছে পার্টিতে কথা বলবে।

...ওসব কথা অনেক শুনেছি আবির। আর শুনতে শুনতে আজ এই দিনটা চলে এলো।

...একটু ধৈর্য্য ধরো, প্লিজ। লক্ষী সোনা আমার।

...তুমি থাকো তোমার লেখা নিয়ে, তোমার গান-বাজনা নিয়ে। এত ভালো একটা ইন্টারভিউ দিতে গেলে না, নাকি! উনি গেছিলেন গ্রুপ থিয়েটারের রিহার্সালে। আর এটা তো একবার নয়, বারবার হয়ে চলছে। আমি কষ্ট করে তোমার ইন্টারভিউ ফিক্স করে দেবো, আর তুমি থাকবে নিজের খেয়ালে।

...একটু দাঁড়িয়ে যাও, পার্টির থ্রুতে কিছু একটা হয়ে যাবে। আর এসব চাকরি আমার কোনদিনই পোষাবে না তুমি তো জানো।

...আর কত দাঁড়াবো বলতে পারো? আমার সঙ সেজে পাত্রপক্ষের সামনে আর দাঁড়াতে ভালো লাগছে না। কালকে যা হল! বলে কিনা হেঁটে দেখাও, গান গেয়ে শোনাও, নাচতে পারো? বিয়ের সম্বন্ধ, নাকি সারেগামাপার অডিশন কে জানে!

...হে হে হে। লোকেদের হাতে স্মার্টফোন চলে এলো, কিন্তু সামাজিক গোরামিগুলো গেল না।

...আবার বলে কি জানো? আমার নাকি পড়াশোনা করার দরকার নেই, চাকরি করতে দেবে না। মানে আমি বাড়িতে বসে বসে শুধু বাচ্চা মানুষ করব!

...ওহ! তুমি তাহলে একচুয়ালি ভাবছিলে ওই ছেলেটার সাথে সংসার করার কথা?

...বাজে বোকো নাতো একদম।

আবির পাশ দিয়ে যাওয়া এক চিনেবাদাম ওয়ালাকে ডাকলো। ১০ টাকার একটা ঠোঙ্গা কিনে, বাদাম ছাড়াতে ছাড়াতে বলল:

...আচ্ছা, ধরো আমার চাকরি হলো না!

...মানে?

...মানে, এই ধরো আমি চাকরি করলাম না আরকি! থিয়েটারে বেশ ভাল লোক হচ্ছে, কিছু কম্পিটিশনেও জেতার চান্স আছে। আর আমার লেখা এক বন্ধু চেয়েছে। বলছে কিছু ডিরেক্টর জানা আছে স্টুডিও পাড়ায়। একটা স্ক্রিপ্ট পুশ করে করে দেখবে।

...এসব নিয়ে আমাদের অনেক কথা হয়ে গেছে আবির। একটা ফিক্সড ইনকাম না থাকলে খাবারও জুটবে না। বাবা কোন সাহসে তোমার সাথে বিয়ে দেবে বলোতো?

...ইনকাম ফিক্সড কোন মানুষেরই নেই। চাকরি আজ আছে, কাল নেই। সরকারি চাকরিতেও এখন প্রাইভেট এর মতই করাকরি। তাছাড়া সরকারি চাকরি দিচ্ছে কে? তোমার বি.এড টা হয়ে গেলে স্কুলের চাকরি হয়ে যাবে। আর আমার লেখা, থিয়েটার এসব থেকে অল্প চলে আসবে। কি! চলবে না সংসার?

...আবির, কালকের ছেলেটা চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিল। তার আগের জন NRI. বাবার এতটা উঁচু আশা আমার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে।

...তা ঠিক, কিন্তু জীবনে পয়সা ছাড়াও অনেক কিছু আছে পায়েল। ভালোবাসা, সুখ-শান্তি, সহানুভূতি। এগুলো দিতে পারবে তো, তোমার চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট?

পায়েল তাকিয়ে থাকে নদীর ওপারে। ওপারটা কত ঝলমলে, কত আলো। এপারটা ফ্যাকাসে, কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়ায় মনটা জুড়িয়ে দিচ্ছে।

আবির আর পায়েলের সম্পর্কটা পাঁচ বছরের। আবির বরাবরই খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিল, কিন্তু জীবনটা যাঁতাকলে পিষ্টে যায়নি। চিন্তাভাবনা বরাবরই উন্মুক্ত। কর্পোরেটের টানা-পোড়েন কতটা, তাঁর বন্ধুর লাশ দেখেই সে বুঝেছে কয়েক বছর আগে। সৌরভ ছিলো ওর ভালো বন্ধু। একইসাথে স্কুল, কলেজ পাশ করে সৌরভ একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীতে চাকরী পেয়ে ব্যাঙ্গালোর চলে যায়। আবিরের সাথে যোগাযোগটাও ছিল না। যতবার ও ফোন করতো, হয় অফিসের কাজে, নয়তো ঘুম। কথা অনেকক্ষণ হয়েছিল অবশ্য একবারই, সৌরভ সুইসাইড করার আগে। গলায় ফাঁস লাগানোর আগে আবিরকে ফোন করে বলেছিল, যে তার মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে। আর তাদের বারুইপুরের বাড়িটা। আল ধরে ছুটে যেতে চায় আবিরের সাথে আর একবার। জীবনটা এই দশটা-আট্টার যাঁতাকলে সে পিষে মেরে ফেলতে আর পারছে না।

সৌরভের লাশ যখন বারুইপুরে পৌঁছায়, আবিরের চোখের জল ছিল না, ছিল শুধু অবাক বিস্ময়। এত ভালো চাকরি, এত ভালো মাইনে, তাও জীবনে এত হতাশা কেন? উত্তরটা সৌরভ লিখে যায়নি।

সন্দেহের দিকরাশিহীন অন্ধকারে আবির আর পায়েল হেঁটে চলেছে তাদের মফঃস্বলের রাস্তা ধরে। পায়েলের হাত শক্ত করে আবিরকে ধরা। বাড়ির গেটের সামনে আসতেই পায়েল হাত ছাড়িয়ে বলল:

...বাবা বলেছে, এক সপ্তাহের মধ্যেই ডিসিশন নেবেন; যদি তুমি কিছু করতে না পারো।

বাড়ি ফেরার আগে, আবির একবার পিন্টুদা দের ক্লাবে ঢু মেরে গেল। চাকরির একটা হিল্লে করতেই হবে। যেকোনো কাজ, যা খুশি করবে ও। পিন্টুদারা সবে আসর বসিয়েছে তখন।

...পিন্টু দা, পার্টির সাথে কথা বলেছ?

...বলেছি রে ভাই। তুই বস, কিছু কথা আছে।

আবির চেয়ার টেনে বসতেই, পিন্টুদার ইশারাতে ক্লাবের বাকি সবাই বাইরে চলে গেল। পিন্টুদা গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে, একটা চুমুক দিয়ে বলল:

...শোন ভাই, তোকে তো অনেকদিনই চিনি। পার্টির হয়ে আমরা যেসব কাজ করি, তুই সেসবের ধারে কাছেও নেই, আর পারবিও না। তোকে বলে কিনা, ওই কবি গোছের মানুষ। ঘোড়া তুই দেখলেই ভয় পেয়ে যাবি, আবার চালাবি কিভাবে! হে হে হে।

...না, সেসব তো......

...চাপ নিস না ভাই, আমি তো আছি। মাসিমা ভালো আছে রে? আচ্ছা শোন, দাদার সাথে কথা বলেছি। তুই একটা কাজ করতে পারলে, তোকে কোনো একটা ভালো পোস্টে ঢুকিয়ে দেবে বলল। সিট খালি আছে এখন, কিন্তু বেশিদিন থাকবে না। মাল করি কত আছে?

...মালকড়ি মানে.... ইয়ে.... খুব বেশি নেই। জানোই তো, বাবা মারা যাবার পর আমার যেটুকু হয়, তাই দিয়ে সংসার চালাই।

...হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।

পিন্টুদা হুইস্কির গ্লাসটা শেষ করে বলতে থাকলো।

...তুই যেই মেয়েটার সাথে ঘুরিস, সে তোর কাজে আসতে পারে। ভালোই আইটেম বাগিয়েছো বাবা!

আবির চুপ করে থাকল।

...আগামী রবিবার সন্ধ্যেবেলা ওকে নিয়ে একবার আসতে পারবি? দাদা ডেকেছে।

...দাদা রেখেছে মানে? কেন? কোথায়?

...ওই যে বাইপাসের ধারে, যে হোটেলটা হয়েছে না, ওখানে।

...মানে, কেন?

...দেখ ভাই, তুই তো আর হাঁদারাম নোস, সবই বুঝিস। ওকে নিয়ে যা, দাদা হয়তো সেই দিনই তোকে চাকরির কন্ট্রাক্ট দিয়ে দেবে।

এরপর আবির আর বেশি কথা বাড়ায়নি। ক্লাব থেকে সোজা বেরিয়ে চলে এসেছিল বাড়িতে। আগামী দুদিন ঘুম-খাওয়া সব বিসর্জন দিয়ে ছাদে গিয়ে বসে ছিল। সিগারেটের পর সিগারেট টেনে গেল। বিধাতা যে এরকম নিষ্ঠুর পথ খুলে দেবে তার জন্য, ভাবতেই তার গা শিউরে উঠলো। এদিকে পায়েলের ক্রমাগত ফোন, আর ফোনে কান্নাকাটি, অবশেষে আবির মনটা ঠিকই করে ফেলল।

একটা চাকরির ইন্টারভিউ থেকে তাকে প্রায় ফোন করে যাচ্ছিল। তার মত লেখক তাদের দরকার। আগে আবির কাটিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু ওই কোম্পানির HR সমানে

আবিরকে ফোন করে, তাকে একবার অফিসে দেখা করতে বলছিল। অগত্যা, কোন উপায় না পেয়ে, একবার ইন্টারভিউটা দিয়েই আসবে ভাবল আবির।

আবির এখন ফিরছে বারুইপুর স্টেশন রোডে থেকে। এক হাতে মিষ্টির প্যাকেট, পিঠে ব্যাগ, যার মধ্যে “অফার লেটার”। সবার আগেই যাবে পায়েল দের বাড়ি। ওকে খবরটা দিয়ে, ওর বাবার সাথে একবারেই কথা বলে আসবে। বলবে যে জান-প্রান লাগিয়ে দেবে পায়েলকে খুশি রাখার জন্য। মনটা আজ বড্ড চঞ্চল। কত লোকের ধার-দেনা সে এখন মেটাতে পারবে। সবচেয়ে বড় কথা, মায়ের খুশির কান্না নিশ্চয়ই সে অনেক বছর বাদে দেখবে।

পায়েল দের বাড়ি যাবার পথে, আগে আবির দের বাড়ি পড়ে। ব্যাগটা ভিতরে রেখে ,মাকে প্রণাম করেই পায়েল দের বাড়ি যাবে। কিন্ত বাড়ির সামনে এসে একি দেখছে সে! লোকের এত ভিড় কেন? ভিড় ঠেলে সামনে এগোতেই চোখে পড়লো, এক সাদা আস্তরণে ঢাকা লাশ। লাশটা আর কারোও নয়, স্বয়ং আবিরের। ইন্টারভিউটা এবারেও উৎরাল না। তাই বারুইপুর স্টেশনেই ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়েছে আবির।

ভিড়ের মধ্যে পায়েলকে খুঁজে পেল আবির। না, এক ফোঁটাও কাঁদছে না সে। ওর মন জুড়ে আছে শুধু অবাক বিস্ময়।

“ Women Celebrities, not wanting to be associated with Feminism could have just Googled the term ”

SUPARNA CHATTERJEE
(B. Ed, 4th Semester)

I, as a woman somehow can’t relate to this motion. I feel, it is completely alright to choose, not to believe in Feminism. Googling Feminism will not show us the Radical and Extreme measures that some of the feminists took to establish their opinion or at times, their demands. And by Feminism on a macro-ergonomic sense, consists of all Moderate, Radical and Extreme beliefs of Feminism. If someone calls oneself a Feminist, then the tags of all three levels of Feminism automatically get associated with one's terminology of belief.

Yes, I am not a Feminist either. Even in this 21st century of the flowing whirl of Feminism being a normal belief among the general mass, I can't connect myself with it at all.

I believe in Gender Mainstreaming, Equity and Liberation . I am not against Moderate Feminism. But I am definitely against Radical and Extreme practices of Feminism.

My knowledge about Feminism basically developed as an undergraduate student taking up Sociology as a field of study, but it further introduced me to the term "Gender Mainstreaming". I feel it's actually a far more farsighted, futuristic and practical concept, than that of Feminism as a whole.

The definition which I have acquired from Wikipedia suggests:

“Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programs, in all areas and at all levels. It is a strategy for making women's as well as men's concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programs in all political, economic and

societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated."

Furthermore, I would like to add the encouragement of the basic rights of LGBTTQQIAAP and Animals and the monitoring and safeguarding of their Rights to Live.

I believe, it's far more important to Google new terminology bringing together the betterment of human society than to Google Feminism. Because, it is already a built-tried-tested-misused concept. I am sure, the Feminists would not like to take up Manual Scavenging as their occupation, if it is in the name of equality: Equal Rights of shares at occupying extremely hazardous occupations.

Below, I have provided with two pictorial representation; the first one being differentiating between Equality and Equity while the other one showing Liberation.

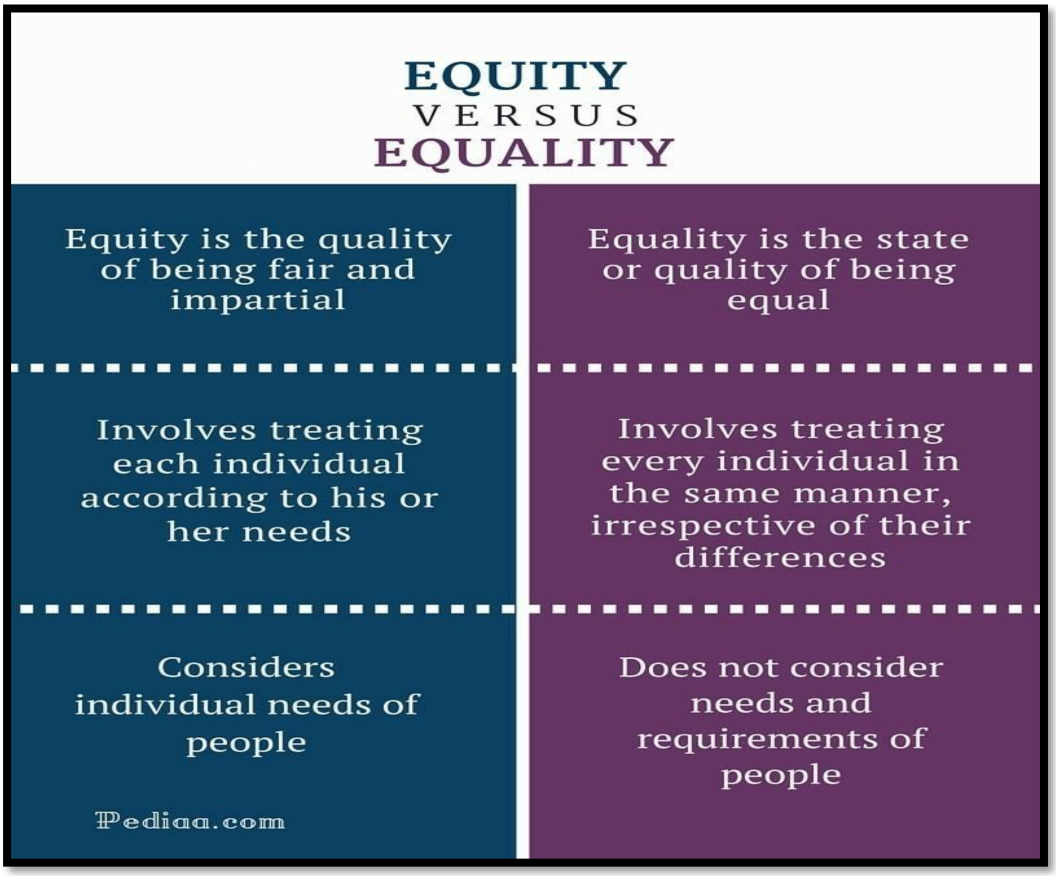

<u>Photo 1:</u> **This is just a pictorial differentiation between Equity and Equality.**

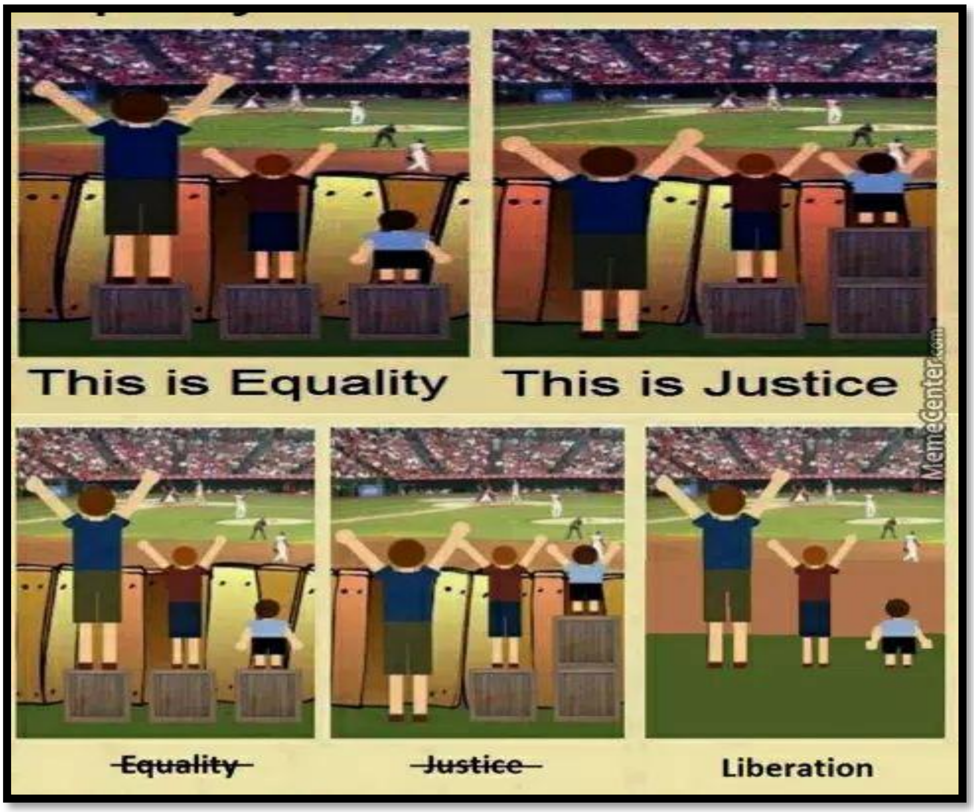

Photo 2: **A visual differentiation showing the execution of the concepts of Equality, Justice and Liberation.**

** The title of the article is taken from a report published by **Buzzfeed** where the content writer **Imaan Sheikh** made the remark in response to the comments made by women celebrities on Feminism.

সম্পর্ক

লোপামুদ্রা চৌধুরী
(B. Ed Batch 2016-18)

বহু স্বপ্ন দিয়ে সাজানো সংসারের ভাঙা টুকরো গুলোয় রক্তাক্ত রিমা রিক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল জানালার বাইরে। রাতের অন্ধকারের মতোই এক অজানা, অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে, ভোরের অপেক্ষায়। জীবনের বন্ধুর পথে একা চলার সংগ্রামের কথা ভেবে বিহ্বল সে। অন্ধকার কেটে ভোর হলো। এবার তার যাওয়ার পালা। নিজের জামা কাপড় গোছাতে গোছাতে, কিছু ভাঙা স্বপ্নের টুকরো আবারও বিঁধে গেলো হাতে, পায়ে, চোখে। হঠাৎ পিঠে একটা হাতের ছোঁয়া। চমকে ফিরে তাকায় রিমা। সুতপা দাঁড়িয়ে। বোঝাই যাচ্ছে, অনিদ্রায় কেটেছে তারও সারাটা রাত।

সুতপা রিমার হাত দুটো নিজের হাতে শক্ত করে ধরে বলে - "আমার বাড়ির বৌ তুমি, তুমি কেন এভাবে চলে যাবে? অন্য কাউকে আমি তোমার জায়গা কখনো দেবো না।" রিমার মনে হলো, এক ঠান্ডা মলমের প্রলেপ পড়লো তার রক্তাক্ত ক্ষতের ওপর। সুতপাকে জড়িয়ে ধরে বাঁধ ভাঙা চোখের জলে ভিজিয়ে দিলো তার শাড়ির আঁচল।

না, রিমা সেদিন রাখতে পারেনি সুতপার কথা। বেরিয়ে এসেছিলো সে। কিন্তু অদ্ভুত এক অদৃশ্য বন্ধন ছিল তাঁদের। নাহলে বিবাহ বিচ্ছেদের পর কোন শাশুড়ি বৌমা ফোনে গল্প করে!

আজ সুতপার শায়িত শবদেহ টার সামনে দাঁড়িয়ে এই কথা গুলোই ভাবছিলো রিমা। মাত্র তিন মাস আগেই হারিয়েছে সে তার জন্মদাত্রী মা কে, আজ এই মা ও চলে গেলো তাকে ফেলে। মাতৃবিয়োগের যন্ত্রনাটা যে একই রকম হচ্ছে।

জলতরঙ্গ

লোপামুদ্রা চৌধুরী
(B. ed Batch 2016-18)

সত্তরের দশক। মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারের ছোট ছেলে পরিতোষ। দু'চোখে স্বপ্ন নীল সমুদ্রের। রাজ্য স্তরের ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ওই যুবকের শরীরে যেন সিংহের জোর। তার লক্ষ্য ভারতীয় নৌ-সেনায় যোগদান করা। দিনরাত এক করে সেই প্রচেষ্টায় নিয়োজিত সে। অবশেষে উত্তীর্ণ হলো সে তার স্বপ্নের পরীক্ষায়। এবার এক বছরের প্রশিক্ষণ, তারপর পারি সমুদ্রে।

চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসে দৃপ্ত পরিতোষ স্বল্পকালেই জয় করে ফেললো তার প্রশিক্ষকদের হৃদয়। দেহের ও মনের জোরে সে অতিক্রম করে ফেলতো সব বাধা। দেখতে দেখতে প্রশিক্ষণ কাল শেষ হলো, একবার বাড়িতে দেখা করেই অফিসে যোগ দিতে হবে। আর নৌ-সেনার সাদা ইউনিফর্ম পড়ে পারি দেবে তার স্বপ্নের নীল সমুদ্রে।

তার মনে প্রাণে সমুদ্রের ঢেউ এর মতোই অফুরন্ত স্বপ্ন আর উচ্ছ্বাস। বাসে ফিরছে সে বাড়ি। পরের স্টপেজে নামতে হবে তাই সুটকেস টা নিয়ে সে দাঁড়ালো বাসের পাদানির শেষ সিঁড়িতে। বাসটা একটু আস্তে হলো, থামেনি তখনো, আনন্দের উচ্ছ্বাসে সুটকেস হাতে চলন্ত বাস থেকেই দৌড়ে নেমে পড়লো পরিতোষ। সামনের একটা টুকরো ইট এ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো। তারপর সবটাই অন্ধকার।

চোখ খুললো যখন, সারা শরীরের অসহ্য যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে সে। সামনে বাবা, দাদা, ডাক্তার, নার্স। প্রথমেই কিছু না বুঝলেও, কয়েক লহমায় সে বুঝে গেলো যে তার ডান পা টা হাঁটু থেকে গোড়ালি অব্দি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ডাক্তাররা ভেবেছিলো পা টা বাদই দেবে, শুধু অল্প বয়স বলে অন্য চেষ্টা করছে। তারপর দীর্ঘ আট মাস পরিতোষ এর স্থান হাসপাতালের বিছানা। অনেকগুলো অপারেশন, লোহার রড প্রতিস্থাপন, ওষুধের পাহাড়, ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে সুস্থ

হলো বটে, কিন্তু ভারোত্তোলন করা ছেলেটার এক বালতি জল তোলাও বারণ হয়ে গেলো সারাজীবনের মতন। স্বপ্নের চাকরির স্বপ্ন তো অনেক আগেই হয়েছে অধরা।

সময়ের সাথে আবার পড়াশোনা করে একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ পায় পরিতোষ। জীবন বয়ে চলে, সময় কেটে যায়। শত কঠিন সময়েও হাত ছেড়ে না দেওয়া প্রেমিকা আজ স্ত্রী। সেই স্ত্রী, সন্তান, নাতি, নাতনি নিয়ে সমৃদ্ধ পরিবার, আজকের সত্তরোর্ধ পরিতোষের।

পুরোনো আলমারিটা গোছাতে গিয়ে হঠাৎ আজ সে খুঁজে পেলো তার নৌসেনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ইউনিফর্ম পরা হলুদ হয়ে যাওয়া একটা ছবি। মুহূর্তেই জ্বালা করে উঠলো চোখ দুটো। অজান্তেই হাত রাখলো ডান পায়ের ওপর, পায়ের যন্ত্রনাটা আজ আর অনুভব হয় না সেভাবে, আসলে ওই অপারগতাটা সহ্য হয়ে গেছে বহুদিন, কিন্তু হৃদয়ের ভেঙে যাওয়া জলতরঙ্গের নোনা জলে আবার প্লাবিত হলো তার চোখ দুটো।

(একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা, ব্যক্তিগত কারণে চরিত্রের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে)

GIRLS' EDUCATION IN INDIA – ITS CHALLENGES

SUMITA CHAUDHURI (Teacher-in-Charge)

"There is no chance of the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on one wing."

--- Swami Vivekananda.

• Introduction:

Education is a universal right. Girls are still in the minority in schools in low – income countries, accounting for more than half the children who do not attend primary school. Education for girls is one of the best development investments one can make, having a positive impact on a number of areas. It promotes health and welfare for the next generation, and can help reduce poverty and slow down population growth. Girls education is a strategic development priority. Better educated women tend to be healthier, participate more in the formal labor market, earn higher incomes, have fewer children, marry at a later age, and enable better health care and education for their children, should they choose to become mothers. All these factors combined can help lift households, communities, and nations out of poverty (Tyagi, 2010). The woman of modern India is liberal, educated and suave. She is no longer confined to the four walls. They have an opinion on each and every matter. This has resulted in changed power equations at her home, workplace and the society. The number of working women is rising day by day. The Indian women have been significantly progressing in obtaining responsible position in organization. According to the Constitution of India, education is a fundamental right of every child. Education of a girl child is the first stride towards the wholesome development of a country (Worah, 2014).

⅄ Challenges of Girls Education:

Some girls do not start or complete schooling for many reasons. The reasons for the lack of education of girl child can be mentioned as follows:

➨ **Family Problem:** First of all, the birth of a girl child is frowned upon in few areas of India. People in elements of rural India believe that it is less important to educating the girl child. Girls are believed to stay at home to take care of the household works and then get married at a suitable age.

➨ **Societal Views:** Education of girl child is regarded as a waste of time and money by the backward, orthodox sections of the society. The pursuit of education is not encouraged as girl child has the burden of domestic responsibilities and having a professional career is seen as a sign of disgrace to the family name. Also, educating a girl child would mean paying a heavier dowry for her marriage. These are the kind of ridiculous societal norms that a girl has to face (Sahoo, 2016).

➨ **Financial Struggle:** Poor families who earn just enough to feed their children cannot afford education for a girl child. In their view, a girl has to get married eventually and educating a girl child is seen as a waste of money (Latha, 2014).

➨ **Child marriage:** Child marriage is an important reason which hampered the girls' education. Sometimes girls are getting married before attained the minimum level of education. It is estimated that 15 million girls under the age of 18 are married each year.

➨ **Gender stereotypes and gender attitudes:** Traditional perceptions of gender roles often mean that educating girls is not regarded as being equally relevant and vulnerable as educating boys. Society does not equally emphasize the gender stereotypes and gender attitudes.

➨ Lack of female teachers: There is a lack of female teachers in the educational institutes. Some parents do not want to send their daughters to school, or remove them from school when they reach puberty due to lack of female teachers in schools.

➨ Lack of sanitary facilities: In pubertal age, girls need extra care about their health and sanitary also. Many educational institutes are unable to provide good sanitary system. Due to lack of sanitary facilities many girl students leave the school when they reach the puberty stage.

⅄ Government Schemes for Girls Education:

Both Central and State government have taken conscious efforts to promote education for the girl child. All girl children are entitled to free education up to class VIII under the Right to Education Act, 2009. To address the declining sex ratio and raise awareness regarding the importance of girl education, Prime Minister Narendra Modi launched the Beti Bachao, Beti Padhao. Several State Governments provide free education for the girl child, free text books, educational loan. Sukanya Samridhi Yojana and many others policies to help girl child obtain a formal education. Smt. Mamata Banerjee, chief minister of West Bengal launched 'Kanyashree Prakalpo' as financial support to the girl child for the education and protects the early marriage.

⅄ Benefits of Girls Education:

➨ **Girls' Education Promotes Sustainable Development**: When girls gain access to education, they acquire important knowledge that gives them greater potential for employment and income earning as adults. Even with limited schooling, the impact of education can be observed. As a result, girls can also play a more active role in the political and social debate and in the development of their own society.

➨ **Improved Health**: There is a clear association between education and improved health. Girls' education has a positive effect on the level of health in society. Being able to read and acquire knowledge will enable mothers to better look after their own and their children's health. This has a positive impact ion maternal and child health.

➨ **Gender equality**: Equal educational opportunities for girls and boys are a fundamental human right and the basis of equal opportunities later in life. Equality in education is about more than equal access. It is then vital to include knowledge and understanding of gender equality and gender sensitivity in the development of

the curricula and to include knowledge of human rights and sexual reproductive health rights (Kumar & Sangeeta, 2013).

➨ **Educated future generations:** Educating a girl child results in educating the entire nation. The first teacher of a child is the mother. Education of a girl child results in empowering them which makes the community stronger and more developed.

➨ **Participation in Political Process:** Women are not just great home workers, they are great leaders. Education allows girls to step out of their houses and participate in the decision-making process, discussions, and political assemblies for an adequate representative government.

Pointers for Reform in Girls Education:

➔ School going should be made convenient and acceptable for girls. This can be done in a number of ways like exempting girls from paying fees, periods of free education for girls may be made longer than boys, staffing of primary school with fairly elder and mature women teachers can also increase the holding power of schools.

➔ A nursery or pre-primary school should be attached to every girls school where the pupils are allowed to bring their younger brothers and sisters during school hours etc. As many girls are not sent to school, not because of the social stigma, but because they are required at home to look after young brothers and sisters and shoulder the household work.

- ➔ Special incentives like additional allowances commensurate with hardship of rural areas should be given to the lady teachers.
- ➔ Accommodation for lady teachers should be provided near the schools.
- ➔ A social climate needs to be created among the village community to enroll all girls of school going age.
- ➔ Family education should be made an integral part of girls' education.
- ➔ Contents of girls' education should be emphasis the needs of womanhood.
- ➔ Central and State Governments should join hands and seek the cooperation of

all voluntary organizations to spread education for girls every nook and corner of the country.

- Post elementary education should enable a woman to become a better wife, a better mother and a useful citizen. This education should increase the earning capacity of woman. Therefore, it must definitely be job oriented. Volunteers, NGO, Women Welfare Associations and Government agencies can help in running short term, useful and job-oriented courses, Accountancy, Child Care, Nutrition, Dietician, Para Medical Courses, Interior Decoration, Cuisine, Repairing fuses, Electronic Goods etc are some of the jobs which prove helpful in the home and also enable some to get employment.
- There are more than six thousand National and State Welfare associations in India. Government should urge them to take up at least one common item of work.
- Voluntary agencies can further play an important role in creating the right kind of public opinion in favor of women education.

Girls' education in India plays a very important role in the overall development of the country. It not only helps in (the development of half of the human resources, but in improving the quality of life at home and outside. Educated women riot only tend to promote education of their girl children, but also can provide better guidance to all their children Moreover, educated women can also help in the reduction of infant mortality rate and growth of the population.

Problems Associated with Girls Education in India:

The concept and phenomenon of education based on school-going is of modern origin in India. Education in the past was restricted to upper castes. However, today, to lead a comfortable life in this fast-changing world, education is seen as the most influential agent of modernization (Bagehi, 2005). The educational attainments in terms of enrolment and retention in rural India generally correspond to the hierarchical order. While the upper castes have traditionally enjoyed and are enjoying these advantages, the Scheduled Caste and other backward castes children have lagged behind in primary schooling. Studies have revealed that children of backward castes are withdrawn from school at an early age, by about 8

or 9 years. An important reason for withdrawal of children from school is the cost and work need of poor households. Income and caste are typically correlated with lower castes having lower incomes and higher castes having better endowments in terms of land, income and other resources. Thus, one fact is certain that there is a clear divide in the villages, along caste lines, regarding access to schools.

The very poor children are enrolled in the municipal school because it provides a number of incentives such as lower expenditure on books, uniforms, fees, etc. The well-off children go to the private school, where English and computers are given more importance. The tendency in favour of private schools in rural areas is influenced by people's perception of private schools, as a means of imparting quality education in English medium. Moreover, education and the subsequent attainment of town jobs is often looked upon by many of these rural families, especially families belonging to lower castes, as a means to break out of their position in caste hierarchy (Agarwal & Agarwal, 1994).

➨ **Defects of Present System:** According to Amartya Sen, 'Primary education in India suffers not only from inadequate allocation of resource, but often enough also from terrible management and organization. To him, management and organization of schools is still in a terrible State in India. That means, there are three major defects in the present educational system. The first is the physical environment in which the student is taught, the second is the curriculum or the content, which he/she is taught, and the third is the teaching method or the teacher, who is teaching.

➨ **Physical Environment:** Today's society clings to schools to such an extent that a co-dependent relationship is created between the broader and friendly notion of education and the manipulative reality of school. Education should not be limited to the sphere of the school. It should have to encompass nearly every aspect of life. Schools are not considered as places, where the students are taught many life skills that will help them succeed in their future endeavors.

➨ **Defects in Curriculum:** The educational system presents a contrasting experience to these children. These outdated school systems do not allow for a child's mind and personality to develop. Moreover, the knowledge imparted is not continuous and are disjointed fragments of information that are arranged in the

form of different pieces in the syllabus (NCERT, 2007). The education systems in this region are highly monopolistic and rigid, and are controlled by bureaucratic departments that are resistant to change (Bandyopadhyay, 2012).

- **Most Important Resource-The Teacher**: The protagonist of the educational system and the most important resource for quality education, the teacher, in reality has the feeblest voice in the matters of concern. The rural primary school teacher occupies the lowest position in the hierarchy. Apart from teaching, he/she is expected to bear the burden of many other assignments such as collecting census, propagating family planning programmes, conducting poverty surveys, etc. The teacher in a village acts as the sole multi-purpose village functionary, and is expected to perform whatever function the government finds necessary at any time. This problem becomes most acute in the case of village schools, having a single or at most two teachers. For days together, the school may remain closed because the teacher has been summoned on 'duty', further discouraging children, who in the absence of support at home need much more attention and extra time (Sudha, 1997).

Another major problem that has come up in recent days is that, due to the ceiling on recruitments, there is insufficient number of teachers in many of these schools. A considerable proportion of available teachers do not have the requisite qualifications. Women teachers constitute only 31 percent of the total number of teachers in rural areas, which is supposed to be one of the causes for low literacy rate (Mishra & Yadav, 2013). Lack of motivation on the part of teachers, who generally are academically low- qualified and have chosen this profession as a last resort, is a serious problem. Added to this, the teachers are burdened with unmanageable classes, irrelevant curricula, dismal working conditions, and lack of recognition of their efforts. Moreover, these teachers are lowly paid. The result is that the teachers tend to give up.

The importance of school education in child development:

A school must stimulate curiosity in the young, impressionable minds and equip them with tools to be better human beings. It is widely accepted that the learning process is instrumental in shaping one's personality and the way he/she deals with situations of life. The shift of thoughts from bookish knowledge to

knowledge of life, in schools, has brought forth a sea of change. People have warmed up to the idea of education being the key to a well-rounded development instead of just a mean to acquire degrees and monetary success in life. Education must facilitate the cultivation of a healthy thought process and groom our cognitive abilities (Mondal, 2015). In the present competitive world, education is a basic necessity for human beings after food, clothes and shelter. School education must focus on the following aspects, which contribute immensely to the development of the young minds as they step into adulthood.

- **Mental aspect:** School is the foremost fountain of knowledge children are exposed to. It gives a chance for them to acquire knowledge on various fields of education such as people, literature, history, mathematics, politics, and other numerous subjects. This contributes to cultivation in the thought process. When one is exposed to the influences coming from various cultural sources, his/her on world and existence becomes vast.
- **Social aspect:** School is the first avenue of socialising for a child. Up till then, parents and immediate family members are the only people the child has human interactions with. And familiarity is a breeding ground of stagnancy. With schools, children are exposed not only to new ideas but also to same aged compatriots. This instills sociable practices such as empathy, friendship, participation, assistance which turn out to be important in their adulthood.
- **Physical aspect:** A child, after conception, goes through various physical developments. While home provides a restricted outlet, in school, a child can channelize his energy into more sociable avenues. Studies have pointed out that while in familiar environment, the child is equipped to deal with sudden bursts of energy, the learns to be at his/her best behaviour only when exposed to same-aged individuals. Plus, familiarity leads to taking advantage of situations, while in school, the playing field is levelled. Also, the presence of activities such as sports, craft helps children direct their boundless energy into something productive.

- **Overall development:** In the current educational scenario, a child learns to go beyond the traditional way of rote learning. They are taught to develop a mind of their own and through the flexible curriculum, curiosity is promoted. The child is free from the shackles of mental blocks and lets his/her imagination run

its courses. Importance of imagination is stressed upon extensively. At school, children are exposed to various sources from which they can imbibe immense knowledge, instrumental for their development (Chakraborty, 2010). Hence school is necessary for children to inculcate the workings of life. Education forms the foundation of any society. It is responsible for the economic, social, and political growth and development of society in general. So, schools play an important role in moulding a nation's future by facilitating all round development of its future citizens (Selvan, 2016).

Conclusion:

Education plays an important role to live with harmony whether it is boy or a girl child. Education helps an individual to be smarter, to learn new things and to know about the facts around the world. Especially girls' education in India is the need of the hour. In terms of inhabitants, India is the second largest nation in the world but the rate of girls education in India is extremely low. Overall development of a country depends on the status of girls' education. So, girl child must be educated for the overall development of the country because they play an essential role in the all around process of the country. Generally in rural part of this country, some people rarely want to send their daughters to school, they think that education is not important for girls as they grow up and eventually get married and settle down after a certain period. People think that girls should be stay at home to help their family and nothing else. This mentality is completely wrong and since girl education can bring around a massive revolution in the society.

REFERENCES:

Agarwal, S. P. and Agarwal, J. C. (1994). Women's education in India. New Delhi: Concept Publishing Company.

Bagchi, Jasodhara.(ed.). 2005. The Changing status of women in West Bengal 1970-2000: The Challenge ahead. New Delhi: Sage Publications.

Bandyopadhyay, M, (2012) Gender Equity in Education: A Review of Trends and Factors. CREATE Pathways to Access Research Monograph No 18. Brighton: Consortium for Research on Educational Access, Transitions and Equity (CREATE).

Chakraborty, T. (2010). Kinship institutions and skewed sex ratios in India. D*emography* 47, 989–1012.

Kumar, J. and Sangeeta (2013) : Status of women education in India, Educationia Confab, 2 (4), 162-176.

Mishra, S.K. & Yadav, B. (2013). Problems of govt. girls high schools of Khargone district (M.P.). International Journal of Scientific and Research Publications, 3 (1). 1-18.

Mondal, P. (2015). Education in India: An Essay. PP. 1-8 Website: http://www.yourarticlelibrary.com

Sahoo, S. (2016). Girls' education in india: status and challenges, International Journal of Research in Economics and Social Sciences, 6 (7), 130-141.

Problems of rural girl students in higher educational institution. Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language, 4(23), 5992-5998.

Sen, Amartya 2001. "Many Faces of Gender Equality", The Frontline, India, 9 November.

Family size, sex composition and children's education" Ethnic differentials over development in Peninsular Malaysia. Population Studies, 51, 139-151.

Tyagi, R. S. (2010). "Gender Inequalities in School Education in India", New Frontiers in Education, 43(3), pp. 316-317.

Worah, H. (2014). Best practices by the States for girl child education. The prosperity and welfare of India., 1-50

AR-VR-MR AND GAMIFICATION IN HIGHER EDUCATION

Dr. Prarthita Biswas, Head of the Dept.& Associate Prof. School of Education, ADAMAS UNIVERSITY & Ex-Principal(O), Pailan College of Education, Joka, Kolkata.

BACKGROUND

In the 21st century, technology is actually taking over education – whether it is skill building programmes in colleges, real world specialized knowledge and learning of abstract ideas in schools. The shift from standard ways to experiential techniques of transacting learning has viewed new age systems such as augmented reality (AR), virtual reality (VR) and Mixed Reality – a blend of AR/VR – that happen to be playing a major role in driving learning as well as ed tech engagement.

Understanding AR-VR-MR

Now before discussing additional we should realize the terminologies AR-VR-MR.

AR-The phrase augmented truth was believed to be coined in the first nineties by Thomas Caudell. The verb augment describes the activity of adding to a thing in order to really make it much more significant. It derives using the Latin augere meaning' to increase'.

Augmented reality uses the earlier phrase virtual reality, popularised with the eighties by US laptop scientist Jaron Lanier, a first pioneer in the industry.

(https://www.macmillandictionary.com/buzzword/entries/augmented-reality.html)

Virtual Reality or VR (VR) is actually an immersive experience even called a computer simulated reality. It refers to personal computer technologies with reality headsets to create the realistic sounds, pictures along with other sensations that replicate a true setting or even establish an imaginary world. VR is actually a means to immerse owners in a completely virtual world. A true VR environment is going to engage all five senses (taste, sound, touch, smell, sight) though it is essential to suggest that this is not always possible.

Mixed Reality: MR – The phrase "Mixed Reality" (MR) is actually utilized for videos in which VR content is actually mixed as well as overlapped with real time film sequences. To be able to do this, the individual in the VR is captured with the help of green screen technology. The role of the actual digital camera is then hooked up with the placement of the virtual digicam. Outside parties are then in a position to see what the individual in the virtual world is now experiencing.

IMPORTANCE OF IMMERSIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION:

Immersive technologies are able to help pupils understand theoretical concepts a lot more quickly, ready them for professions through simulated happenings and keep them interested in learning.

Immersive reality is actually bumping us within the deep end, essentially speaking. Colleges and universities big and small are actually launching centres and labs new devoted to research on the subject areas of augmented reality, 360-degree imaging and virtual reality. The very first academic conference held entirely in virtual reality just recently returned for the second year of its, hosted on Twitch by Lethbridge College found Alberta along with Centennial College found Toronto. Majors in AR and VR have started showing up inside advanced schooling throughout the United States, like applications on the Savannah School of Design (GA), Shenandoah Faculty (VA) as well as Drexel Faculty Westphal (PA).

[Source: https://campustechnology.com/articles/2019/05/15/9-amazing-uses-for-vr-and-ar-in-college-classrooms.aspx]

Educationists have most lately positioned the timing for wide adoption of these systems in training at the two year to three-year horizon. The survey has expected that by the season 2021, sixty % of advanced schooling institutions within the United States will "intentionally" be utilizing VR to produce simulations and set pupils into immersive environments.

[Source: https://campustechnology.com/articles/2019/05/15/9-amazing-uses-for-vr-and-ar-in-college-classrooms.aspx]

VR may be used to teach a lot of items, starting from history to anatomy.

Now think you would like to teach history to kids; needless to point out, getting them enthusiastic about the learning process could be tough. But there is a way out – one may particularly may make use of an Augmented Reality (AR) movable app via what pupils will point their smartphone cameras at pictures in the books of theirs and virtual items will show up on smartphone screens.

Educators are able to make use of augmented reality to teach any subject they need – using the alphabet to geography to chemical make-up.

ROLE OF AUGMENTED REALITY, MIXED REALITY AND VIRTUAL REALITY IN EDUCATION

AR, VR, MR are actually the realities of the upcoming classroom teaching systems in future. Classroom learning is actually in the process of change at an unprecedented speed. Technology is making the way of its to the classroom, raising the interactive components which many pupils are benefitting from.

Pupils these days are already familiar with different technologies, which is the reason computerized resources and apps can be best used in a classroom environment.

A survey of India Today with regards to VR and AR specially in the contemporary circumstances of COVID-19 says the following. Experiential learning is actually being

applied in India in the type of virtual labs, social networking platforms, augmented and virtual reality equipment, as well as gamification of learning.

1. Gamification of learning is actually a good pedagogy which maximises pupil commitment as well as engagement by integrating game things in learning environments.
2. Virtual labs are actually interactive environments for producing as well as conducting simulated experiments grounded on real world phenomena so that pupils are able to work together with an experimental apparatus or maybe another activity via a pc interface.
3. This gets rid of the issue of accessibility along with the absence of physical infrastructures for lab-based learning, particularly in science topics.
4. VR allows pupils using e learning platforms on devices that are mobile to directly interact with review material. This will keep their engagement levels high and also inspires them to learn better and more.
5. On the various other hand, AR facilitates trainers and teachers in executing tasks, they previously have not or maybe can't, in a secure environment.

Finally, in conclusion it can be said that collectively, all of these are engaging pupils in ways such as never before and are actually creating their impact and usage in the future.

NAGALAND:

THE STATE OF RISING SUN OF INDIA

JABA RAY (Teacher)

Nagaland is a landlocked state in North-Eastern India. It is bordered by the state of Arunachal Pradesh in the north, Assam to the west, Manipur at the south and the Sagaing Region of Myanmar in the east. Nagaland's capital city is Kohima and its largest and commercial city is Dimapur. It has an area of 16,579 square kilometers (6,401 sq mi) with a population of 1,980,602 per the 2011 Census of India, making it one of the smallest states of India.

Nagaland became the 16th state of India on 1st December 1963. The state has experienced insurgency, as well as an inter-ethnic conflict, since the 1950s. The violence and insecurity have limited Nagaland's economic development.

Agriculture is the most important economic activity, covering over 70% of the state's economy. Other significant economic activity includes tourism, insurance, real estate, and miscellaneous industries. The state is home to a rich variety of flora and fauna.

Before the European colonialism in South Asia, there had been many war, persecution and raid from Burma on Naga tribes, Meitei people and others in India's northeast. The invaders came for "head hunting" and to seek wealth and captives from these tribes and ethnic groups. When the British inquired Burmese guides about the people living in the northern Himalayas, they were told 'Naka'. This was recorded as 'Naga' and has been in use thereafter.

Between 1880 and 1922, the British administration consolidated their position over a large area of the Naga Hills and integrated it into its Assam operations. The British administration enforced the rupee as the currency for economic activity and a system of structured tribal government that was very different than historic social governance practices. These developments triggered profound social changes among the Naga people. In 1926, it became a part of Pakokku Hill Tracts Districts of Burma until 1948, January 4.

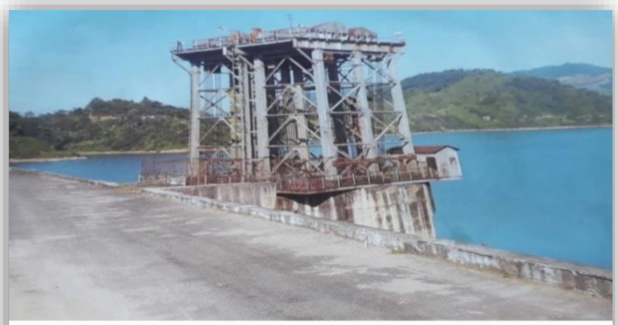

Rockfill Dam of Doyang Hydroelectric Project

In parallel, since the mid-19th century, Christian missionaries from the United States and Europe, stationed in India, reached into Nagaland and neighboring states, converting Nagaland's Naga tribes from animism to Christianity.

After the independence of India in 1947, the area remained a part of the province of Assam. Nationalist activities arose amongst a section of the Nagas. Phizo-led Naga National Council demanded a political union of their ancestral and native groups. The movement led to a series of violent incidents that damaged government and

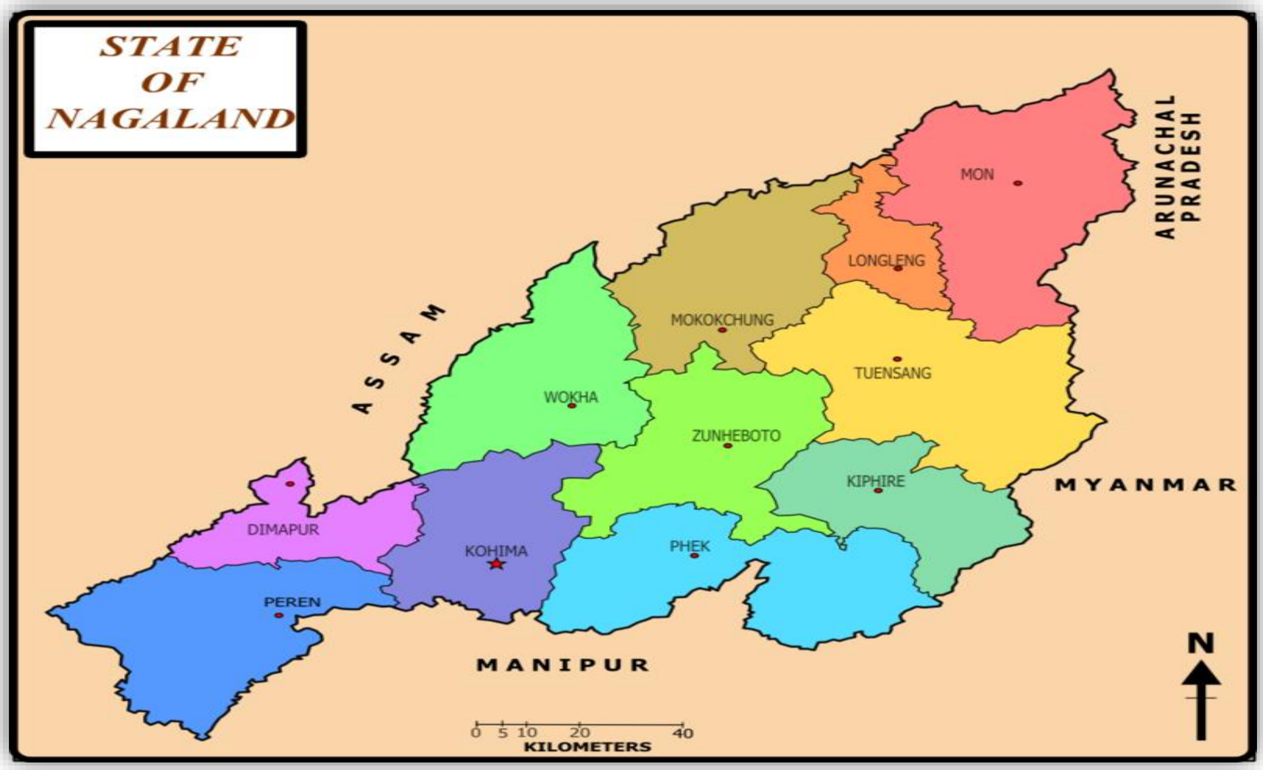

civil infrastructure, attacked government officials and civilians. The Union Government sent the Indian Army in 1955, to restore order. In 1957, an agreement was reached between Naga leaders and the Indian government, creating a single separate region of the Naga Hills. The Tuensang frontier was united with this single political region, Naga Hills Tuensang Area (NHTA), and it became a Union territory directly administered by the Central government with a large degree of autonomy. This was not satisfactory to the tribes, however, and agitation with violence increased across the state – including attacks on army and government institutions, banks, as well as non-payment of taxes. In July 1960, following discussion between Prime Minister Nehru and the leaders of the Naga People Convention (NPC), a 16-point agreement was arrived at whereby the Government of India recognized the formation of Nagaland as a full-fledged state within the Union of India.

Me with Naga Ladies Staff of the Corporation

It has a glory of its own. It is very mysterious state for every Indian as to get entry this state is very restricted and to get entry into the state it requires Inner Line permit (ILP). Due to transferrable job of my husband, I had an opportunity to stay in this state for four years (from August 2000 to July 2004). During those period I had the opportunity to mix with the people of this state.

The main sixteen tribal communities living in this state are as follows: Kuki, Konyak, Lotha, Phom, Pochury, Rengma, Sumi, Yimchungru, Jeliang, Angami, AO, Chakhesang, Chang, Sema, Khiamniumgam, Sangtam.

Doyang River

In the Naga society, there is no caste or class system. The Christianity is the widely followed religion of the various Naga ethnic groups. The AO is the most advanced

community among all the Naga Community. Socially, a tribe consists of sub-division called clan, each clan traditionally enjoy autonomy in terms of its exclusive political , judicial and economic rights over this well-defined land and forest areas including water resources and fishing areas. A tribe is distinguished by its language and customs. Each tribe tends to teach itself as a race apart. The patrilineal descent is the vehicle of continuity which provides stability to Naga social structure. Rivalry, antagonisms and blood feud among the clan has colored the whole Naga way of life. Local war fare and head hunting portrayed only one aspect of the Naga life. Each village has a Chief whom they considered as the highest authority of the village accordingly to their tradition and customary law. The Chief has a dual function as the religious and secular head of the village. He presides over all the religious festivals and is sole authority of the village affairs. In Naga society, it is expected that the father to work for the unity of the families of male siblings. Naga kinship system is patriliean in character. The rights of son and daughter are generally same and they enjoy equal freedom. The Naga women enjoy almost equal status with the men.

Water Reservoir of the Dam

Spillway

We stayed at Doyang Hydro Electric Project located at Pangti village of Wokha District whose entry point is through the Golaghat -Meerapani Road of Assam state, Golaghat is the district HQ of Assam and Meerapani is border village of Assam with Nagaland. The road from Meerapani to Doyang Hydro Electric Project was a different experience because of bumpy ride. During the rainy season, the hills become extremely mucky; landslide occurs frequently.

Doyang, which is one of the largest rivers of Nagaland. It is also known as the world capital of Amur Falcons. Doyang is an important place of Wokha district due to the location of first hydro Electric project in the state. This river is also called as

Dzulu by the locals, it is also a tributary of the river Brahmaputra. It is the catchment of river Dhansiri. This Hydro Electric Project has the capacity of producing 75 MW electricity. The dam of the reservoir of this project is one of the largest rock fill dam in Asia and the only one in India. It was initiated by the then leader Mr. L.K.Advani. It is learnt that the only MP of Nagaland once met Mr. Advani and apprised him that there is no heavy industry in this state and requested him to set up a power project for this state. Then, Mr. Adbani decided to set up a hydroelectric project for the benefit of the state as well as the neighboring states too. As a result, Doyang Hydro Electric Project came into light.

(The picture of Pangti village)

The staple food for the Nagas are rice and meat. It can be smoked afresh. The meat features beef, pork, chicken, mithun, dog, cat, fish, spider, birds, crabs, snail, insect, oyster, frog (except leech, because of its sponginess and elasticity). Even the elephant is eaten by all and sundry except the AO community of the Naga. They say intestine and skin are the testiest part of the meat. They don’t use spices and oil while they cook. Mostly, they take boiled meat or vegetables with salt, chili, local onion, zinger and leaf. They eat lot of herbs, leaves of the exotic plant. Use of animal fat is

very common. Pork is favorite for some community and dog meat for the others. They don't prefer milk or milk products, Bamboo soup has famed in the second position after meat. They eat it with fish or meat. The preparation of duck meat with bamboo soup is not preferred by myself because of fermented smell. I frequently went to the local market where various types of meat like dear, field mice, wild boar, hoppitty-hops and snakes are available. I noticed that the local people were selling silkworms which is very costly and people were eating them like raw popcorns. The grass-hopper is another favourite food item for the Naga people. They very often told us that you eat prawn of water but this is our prawn of land.

The state is famous for jackfruit tree but they don't know how to eat either green or ripe jackfruits properly. Though the trees contain the branches full jackfruits, nobody takes a note of that.

Turbine of the Power Plant

One day a python of about 20 ft came out of the forest. That day was Monday (which day is a sacred day for the disciple of Lord Shiva). Our neighbour Mrs.Chameli Singh, wife of Sri.K.Singh, Superintendent Engineer of the Project requested them not to kill the snake on Monday. But they denied the words of her and killed it and then it was taken to be chopped.

Their eating schedule is from sun rise to sun set. They use to take lunch when the sun rises and use to take diner when the sun sets. They are very early risers. The women are not allowed to eat monkeys lest they become extravagant. Pregnant women are not allowed to eat bear (a symbol of stupidity) because of the fear that the child born will be stupid. The tiger and leopard are not taken because of the old belief that the man, tiger and leopard were all brothers at the beginning of creation.

Scenic Beauty

The Naga people follow exogamous principle for marriage. People of the same clan don't marry each other (except Konyak Chiefs). Angamai are monogamous, Sema chose to be polygamous and there is a trend to marry as many girls as possible. Four to Six wives are permissible in the Chang community. The Lothas are the business community and a rich Lotha may marry multiple time (Maximum three times). In Naga community land may not be left permanently to daughters. It may be left for the daughters to enjoy during their life time, but it returns to the male heirs after their death. Boys and girls are allowed for premarrital sex among most Naga tribe.

Assam Rifles Campus of Wokha District

The most prominent item of Naga dress is swal. It is very different from every types of tribe and there are varieties and sub-varieties in each group. In the past, it was possible to identify the person belonging to which tribe by looking at the swal of the wearer. His social status and the number of gennas performed were known. They gift the swal to their respected guests in various ceremonies. We had been gifted eight different swal from eight different communities. The normal working dress is kilt which is generally black in colour. They weave swal generally with black, red, white and yellow colours. The bead jewellary is preferred to the community.

(<u>Dance of Ladies Group at Hornbill Festival</u>)

The main offensive weapons of the Nagas are the spear and the daw. The shape and pattern of both vary from tribe to tribe. Daw is a multipurpose weapon. It is used to cut down tree, slice fowls, divide meat, curve posts and kill enemies i.e. for any kind of work regarding cutting. It is lifelong companion of the Nagas. Usually, it consists a blade of 12 inch long and breadth is 4 inch at the tip and 1 inch at the base and it has a wooden handle. Spear of Naga is about 6 ft long and made of

light but strong and long wood, labled with iron tip. It is an effective weapon upto a range of thirty yards. Thus a Naga is deeply attached to his weapn. They also gift the Daw to their guest and we had been gifted two Daws by the Nagas which are still with us.

Hidden among the mountains, Naga's land is always evoked a sense of mysticism and awe and the filling has been intensified by the remoteness of the Nagaland's geographical location. This state is a preserver of man's early animalistic culture. The people of Nagaland have always been brave and warriors who love their independence. The topography is hilly with the highest peak Mount Saramati and situated at the altitude of 12602 ft above the mean sea level. The main rivers of this region are Doyang, Dikhu, Milak, Pizu and Zunki .

There is only one MP at the Loksabha and one at the Rajysabha from Nagaland. The number is small as compared to the population of the vast country, but these people comprise sixteen Naga tribe and each represents a different culture and preserves unique customs. The weather is very pleasant like 31 degree in the summer and 4 degree centigrade in the winter. It has more language diversity than any other states in India. They speak in thirty six (36) different language and dialect. The official language is English. We joined in hands with our forever friends; Bijay Kumar Shome of Tura, Meghalaya, Pradip Kumar Das of Agartala, Tripura, Kamaljit Singh of Manipur, John Jeliang of Nagaland and K. Saikia of Assam for further learning about the culture of the North Eastern states. The friendship is still bright till now as ever.

The week-long festival, from 1st Dec to 10th Dec in every year, unites one and all in Nagaland and people enjoy the colourful performances, crafts, sports, food fairs, games and ceremonies. Traditional arts which include paintings, wood carvings, and sculptures are also displayed.

Festival highlights include the traditional Naga Morungs exhibition along with the sale of arts and crafts, food stalls, herbal medicine stalls, flower shows and sales, cultural medley-songs and dances, fashion shows, the Miss Nagaland beauty contest, traditional archery, Naga wrestling, indigenous games, and musical concert all under one roof.

(Dance of Gents Group at Hornbill Festival)

The landscape of this state wears a green carpet and the colourful flowers light up the trees that points skyward. The Nagas are very warm and hospitable tribe. The state is nothing but a peaceful, calm and extremely safe place to travel around.

(Spear used by the Naga community)

(Traditional Daw used by Naga tribe)

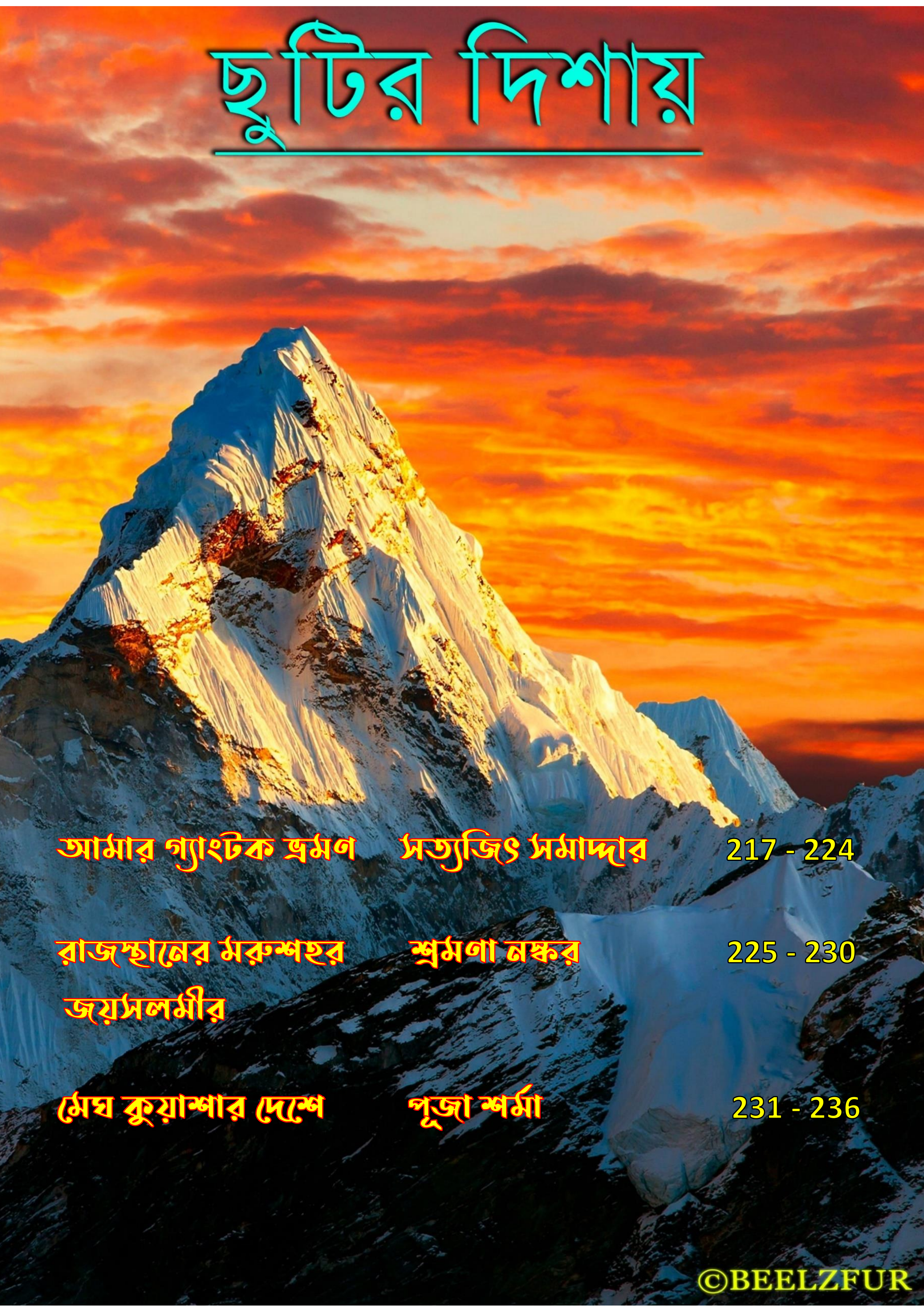

ছুটির দিশায়

আমার গ্যাংটক ভ্রমণ — সত্যজিৎ সমাদ্দার — 217 - 224

রাজস্থানের মরুশহর জয়সলমীর — শ্রমণা নস্কর — 225 - 230

মেঘ কুয়াশার দেশে — পূজা শর্মা — 231 - 236

©BEELZFUR

আমার গ্যাংটক ভ্রমণ

সত্যজিৎ সমাদ্দার

(B. ED 2ND SEMESTER)

(আমাদের এবছর অর্থাৎ ২০২০ সালের **Excursion** এর গন্তব্য ছিল সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক। স্যার ও ম্যাডামদের নিয়ে মোট প্রায় ৭০ জন এই ভ্রমণে অংশ নিয়েছিলাম। স্যারদের মধ্যে ছিলেন – মুনিলাল স্যার, অমিতাভ স্যার এবং আলি স্যার। ম্যাডামদের মধ্যে ছিলেন – সুমিতা ম্যাডাম, জবা ম্যাডাম, তিতির ম্যাডাম এবং প্রদীপ্তা ম্যাডাম। আমরা ৫ই ফেব্রুয়ারি যাত্রা শুরু করি এবং ১০ই ফেব্রুয়ারি ফিরে আসি। স্যার ও ম্যাডামদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের খুব সুন্দর একটি ভ্রমণ উপহার দেওয়ার জন্য)

প্রথম যেদিন মুনিলাল স্যার ক্লাসে এসে বললেন যে, “আমাদের এবারের Excursion এর গন্তব্য হল গ্যাংটক”, সেদিন থেকেই আমি খুব excited ছিলাম। আসলে এটাই ছিল আমার প্রথম সিকিম ভ্রমণ। বন্ধুরা সবাই একসাথে যাব, ঘুরবো আর আনন্দ করবো- এই চিন্তা ভাবনাই চলছিল সর্বদা আমার মনের ভিতরে। বাড়িতে বসে তাই আগে থেকেই বিভিন্ন পরিকল্পনা সেরে নিচ্ছিলাম।

অবশেষে দেখতে দেখতে ৫ই ফেব্রুয়ারি আমাদের যাত্রার দিন এসে গেল। সকাল থেকেই এত excited ছিলাম যে, দুপুরের লাঞ্চও সঠিকভাবে করতে পারিনি। মুনিলাল স্যারের নির্দেশ মত রাত ৮ টার মধ্যে আমরা তিনবন্ধু কলকাতা অর্থাৎ চিৎপুর স্টেশনে পৌছাই। আমাদের ট্রেন (ডিব্রুগড় সুপার ফাস্ট প্যাসেঞ্জার) ছিল রাত ৯ টা ৪০ নাগাদ। আমরা যেহেতু অনেক আগেই পৌছে গিয়েছিলাম, তাই ধীরে সুস্থে যে যার কামরায় গিয়ে সিট নিয়ে বসলাম ও তারপর স্টেশনে নেমে খানিকক্ষণ আড্ডা দিলাম।

এরপর সময়মতো ট্রেন ছেড়ে দিল। যেহেতু আমাদের রাতের ট্রেন ছিল, তাই জানালা দিয়ে বিশেষ কিছু দেখার ছিল না। উল্টে শীতকাল হওয়ায় আমরা জানালা বন্ধ করে ট্রেনের মধ্যেই আড্ডা দিচ্ছিলাম ও গল্পগুজব করছিলাম। মাঝেমধ্যেই আবার গানের তালে তালে নাচও চলছিল। এরপর সবাই বাড়ি থেকে আনা টিফিন দিয়ে ডিনার সেরে নিলাম। ডিনার সেরে যে যার মতো শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু রাতের ট্রেন হওয়ায় আমি আর অভি আমাদের কামরায় সর্বদা নজর রাখছিলাম। এরকম করেই রাত কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে সকাল হয়ে এল। আমরা তখনও নিউজলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ২ ঘন্টা দূরে ছিলাম।

তাড়াতাড়ি উঠে হাতমুখ ধুয়ে ট্রেনের জানালা খুলে বাইরের সূর্যদয়ের অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করলাম। সূর্যের লাল ছটা আশেপাশের ফাঁকা মাঠে ছড়িয়ে পড়েছিল। জানালা দিয়ে বাইরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে অবশেষে আমরা সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছলাম।

আগে থেকেই সেখানে আমাদের প্রাতরাশ করার জন্য একটি হোটেলে বুক করে রাখা হয়েছিল। আমরা সবাই স্টেশনে নেমে পায়ে হাঁটা পথে সেখানে যাই এবং ম্যাগি, ডিমসিদ্ধ ও চা সহযোগে সকালের প্রাতরাশ সারি। এরপর সেখান থেকে বাসে চেপে গ্যাংটক এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। যাওয়ার পথ ছিল খুবই রোমাঞ্চকর। পাহাড়ি রাস্তা বাঁকে বাঁকে ক্রমশই ওপরের দিকে উঠে গেছে। রাস্তার একপাশে ছিল উঁচু পাহাড় আর অন্য পাড় দিয়ে কুলু কুলু বেগে বয়ে চলছিল তিস্তা নদী। তিস্তা নদীর সেই অপরূপ সৌন্দর্য ছিল চোখে পড়ার মত। বাস যতই উপরের দিকে উঠছিল আশেপাশের পাহাড়গুলোর শোভা ততই যেন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অবশেষে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ ঘন্টার যাত্রাপথ পেরিয়ে আমরা আমাদের গন্তব্য Subhash Regency তে এসে পৌছালাম। গ্যাংটক এর

যে রাস্তায় আমরা নেমেছিলাম সেখান থেকে আমাদের হোটেলের Ground Floor প্রায় তিনতলা বাড়ির সমান উঁচুতে ছিল।

আমাদের জন্য এই হোটেলটি আগে থেকেই বুক করে রাখা ছিল। আমরা যখন হোটেলে এসে পৌছালাম তখন প্রায় অন্ধকার নেমে এসেছিল শহরের বুকে। তাই হোটেলে পৌঁছে Lunch সেরে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা রুমে গিয়ে বিশ্রাম নিলাম খানিকক্ষণ। এরপর আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ওখানকার বিখ্যাত MG Market পরিদর্শনে গেলাম, যা আমাদের হোটেল থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বেই ছিল। এই Market টির প্রবেশদ্বারে সিকিমের জাতীয় পশু পান্ডা এর মূর্তি ছিল। এছাড়াও মহাত্মা গান্ধীর একটি বড় মূর্তিও সেখানে ছিল। এই Market এ আমরা অনেকটা সময় কাটিয়ে রাতে হোটেলে ফিরে এলাম। তারপর ডিনার সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন খুব সকাল বেলা উঠে পড়লাম, কারণ ঐদিন ছাংগু লেক ও বাবা মন্দির যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সেইমতো সকাল ৭টার মধ্যে বেরিয়ে একটি ৯ সিটের গাড়ি করে রওনা দিলাম বাবা মন্দিরের উদ্দেশ্যে। এই বাবামন্দির যাওয়ার যাত্রাপথ ছিল অত্যন্ত রোমাঞ্চকর এবং অপূর্ব সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। গাড়ি করে যতই উপরে উঠছিলাম ততই মেঘগুলো যেন কাছে চলে আসছিল। আরও অনেকে উঁচুতে ওঠার পর প্রথম বরফের দেখা মিললো। তারপর থেকে রাস্তার দু’ধারে শুধু বরফ আর বরফ। দূরের পাহাড়ের চূড়াগুলো বরফে ঢাকা ছিল এবং তার উপর সূর্যালোক পড়ায় সেগুলো আরও চমৎকার লাগছিল। কিছু সময়ের জন্য মনে হচ্ছিল যেন আমরা হিমালয়ের কোলে পৌছে গেছি। বেলা বাড়ার সাথে সাথে বরফও ধীরে ধীরে গলতে শুরু করেছিল। পথ কোথাও কোথাও এতটাই সরু ছিল যে, সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় ভয়ে বুক দুরুদুরু করছিল। আশেপাশের বাড়ীগুলোর উপর এমনভাবে বরফ জমেছিল, যেন দেখে মনে হচ্ছিল সুইজারল্যান্ড পৌছে গেছি। যাত্রাপথে আমরা একজায়গায় গামবুট নেওয়ার জন্য থেমেছিলাম। এখনও মনে পড়ে, সেখানে এতটাই ঠান্ডা ছিল যে, বাইরে কয়েক সেকেন্ডের জন্যও

হাত বের করে রাখা যাচ্ছিল না। ঠাণ্ডায় হাত পুরো জমে যাচ্ছিল। আমাদের গাড়ির ড্রাইভারের কথা অনুযায়ী সেখানকার তাপমাত্রা তখন শূন্য ডিগ্রী সেলসিয়াস এর আশেপাশে ছিল। দীর্ঘ প্রায় ৩ ঘন্টা একেঁবেকেঁ উপরে ওঠার পর অবশেষে আমরা বাবা মন্দির (১২৬৫১ ফিট) এসে পৌছালাম। গাড়ি থামিয়ে মন্দির দর্শন সেরে নিলাম। সেখানে বন্ধুরা সবাই মিলে হাতে মুঠোমুঠো বরফ নিয়ে লোফালুফি করলাম। বন্ধুদের এবং স্যার-ম্যাডামদের সাথে অনেক ছবিও তোলা হয়েছিল বরফের মধ্যে। সেখানে প্রায় ১ ঘন্টা সময় কাটানোর পর অবশেষে আমরা চললাম ছাংগু লেক দর্শনের উদ্দেশ্যে।

গাড়িতে বসে দূর থেকেই প্রথমে ছাঙ্গু লেক কে দেখে মনে হচ্ছিলো যেন কোনও দুধের সাগর। ছাঙ্গু লেকের ওপরে বরফের আস্তরণ খুব পুরু থাকায় এবং তার উপর সূর্যের আলো পড়ায় এক অপরূপ রূপ ধারণ করেছিল। লেকের মাঝখানে মানুষের হাঁটার ছাপও স্পষ্ট ছিল। লেকের নিকট পৌঁছে আমরা গাড়ি থেকে নেমে পুরো লেকটার চারপাশে ঘুরলাম। এরপর আমরা চার বন্ধু মিলে রোপওয়ে চড়ি। প্রথমবার রোপওয়ে চড়ায় খুব মজা লেগেছিল। রোপওয়ে থেকে ছাঙ্গু লেকের দৃশ্য ছিল এক কথায় মনোমুগ্ধকর। রোপওয়ে থেকে দূরের রাস্তাগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম এবং তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন সিল্ক রুটের মতন আঁকাবাঁকা পথে ক্রমশ নিচে নেমে গেছে। এই লেকের চারপাশে অনেক চমরীগাই ছিল। এগুলোর উপর চেপে লেকের খুব কাছাকাছি যাওয়া যায়।

এরপর আমরা বিকেল চারটে নাগাদ হোটেলে ফিরে এসে লাঞ্চ সেরে বিশ্রাম নিলাম। তারপর আবার সন্ধ্যার সময় বন্ধুরা মিলে কিছু স্যাক্স খেয়ে এমজি মার্কেট ও লাল মার্কেট পরিদর্শনে গেলাম এবং সেখান থেকে সেদিন আমি ও আমার বন্ধুরা বেশ কিছু জিনিস ক্রয় করেছিলাম। তারপর হোটেলে ফিরে ডিনার সেরে ঘুমিয়ে পরলাম।

পরের দিন সকাল বেলা ৯টা নাগাদ আমরা গ্যাংটকের আশেপাশের ১০টা ভিউ পয়েন্ট দেখতে গেলাম 8 সিটের গাড়ি করে। সবার প্রথম গেলাম Flower Exhibition Centre, সেখানে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতেই অপূর্ব সৌন্দর্য নজরে এল। বিভিন্ন রকমের বাহারি এবং রং-বেরংয়ের অর্কিড রয়েছে সেখানে। সেগুলোর বেশিরভাগই ছিল আমার অচেনা। আমার সবচেয়ে কলসপত্রী গাছটা ভাল লেগেছিল। এরকম অসাধারণ গাছ কখনও চোখের সামনে দেখব তা ভাবিনি আগে।

এখান থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম Ganesh Talk View Point দেখতে। জুতো খুলে সবাইকে এখানে মন্দিরের মূল প্রাঙ্গণে যেতে হয়েছিল। এখানে গেটের মুখে সিকিম ড্রেস ভাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। যাইহোক উপরে উঠে চারিদিক তাকিয়ে গ্যাংটক শহরটাকে খুবই মায়াবী ও শান্ত লাগছিল। এখানে আমরা একটি গ্রুপ ছবিও তুলেছিলাম।

এরপর এখান থেকে বেরিয়ে অল্প দূরেই ছিল kanchenjunga View Point. সেখান থেকে আমরা সেদিন কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারিনি, কারণ দূরের পাহাড় সম্পূর্ণ কুয়াশবৃত ছিল। তবে সেখান থেকে উপত্যকার গ্যাংটক শহরটাকে কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছিল। পরের ভিউ পয়েন্ট ছিল Plant Conservatory, কিন্তু আমাদের গাড়ির ড্রাইভার বলল যে এখানে এখন শীতকালে বিশেষ কিছু দেখার নেই, তাই আমরা আর ওই জায়গায় যাইনি।

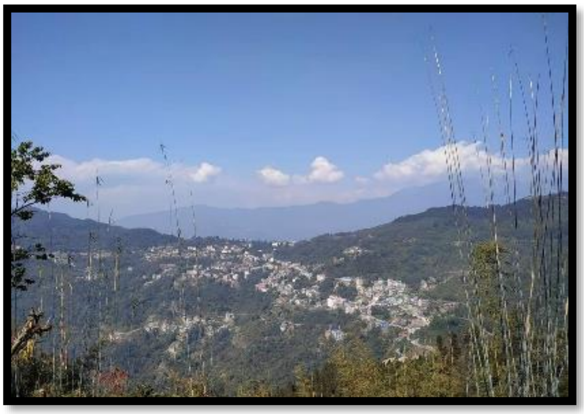

এরপর তাই আমরা সোজা চলে গেলাম Lhasa Waterfalls দেখতে । শীতকাল হওয়ায় এখান থেকে জলধারা সরু বিনুনির মত করে নিচে নেমে আসছিল। সেখানে বেশ বড়ো বড়ো টিলা ছিল । এই টিলাগুলোর উপর দিয়ে মূল জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছানো ছিল সত্যিই একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আমি যদিও বন্ধুদের সহায়তায় জলপ্রপাতটির খুবই কাছে গিয়েছিলাম এবং জলপ্রপাত টির সেই পতনশীল জলধারায় হাতও দিয়েছিলাম।

লাসা ফলস দর্শন করার পর আমরা গেলাম Tashi View Point দেখতে। এখানকার সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠা। যাইহোক কোনওরকমে সিঁড়ি দিয়ে আমরা সবাই উপরে উঠলাম এবং উপরে উঠতেই সবার প্রথম যেটা আমাদের চোখে পড়লো তা হলো মুখোমুখি দুটি ড্রাগনের মূর্তি। আমরা ওখান থেকে পুরো শহরের নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করলাম। এত উপর থেকে দেখে মনে হচ্ছিলো যেন পুরো শহরটি সবুজ দিয়ে মোড়া। এখানে আমরা বেশ কিছু গ্রুপ ছবি তুলেছিলাম।

এরপর ওখান থেকে বেরিয়ে গেলাম Rumtek Monastery দেখতে। এটি ছিল একটি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আশ্রম এবং মন্দির। কয়েকজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমাদের দেখাও হয়েছিল। এখানে ঢোকার রাস্তা খুব ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গিয়েছিল। এই Monastery টিতে পৌঁছানোর ঠিক আগে রাস্তার দু'পাশে বেশকিছু বাহারি গাছপালা ছিল। এরপর আমরা মূল মন্দির দর্শন করলাম।

এখান থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম Bakhtang Waterfalls দেখতে। এই জলপ্রপাতটিও শীতকাল হওয়ায় খুব সরু হয়ে পাথরের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে ঝরে পড়ছিল। তবে জলপ্রপাতটির কাছে যাবার কোন উপায় ছিল না। তাই দূর থেকেই কিছু ছবি তুলেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম রোপওয়ে চড়ার উদ্দেশ্যে। এটি আমাদের হোটেলের খুব কাছেই ছিল।

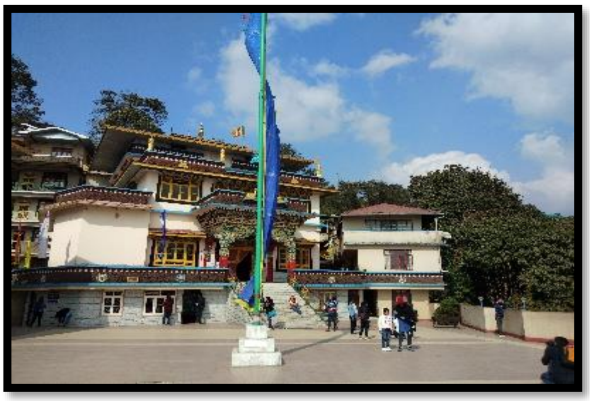

রোপওয়ে থেকে গোটা শহরটার নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। রোপওয়ে থেকে পুরো শহরটাকে যেন ঘুমন্ত মনে হচ্ছিল। অবশেষে রোপওয়ে থেকে বেরিয়ে কাছেই আরেকটি ভিউ পয়েন্ট দেখতে গেলাম। সেখানকার পরিবেশ এতটাই শান্ত ছিল যে, বহু নীচ থেকে বয়ে যাওয়া নদীর জলের শব্দ কানে ভেসে আসছিল। এখান থেকে ফেরার পথে আমরা সিকিমের Legislative Hall টাও একটু ঘুরে দেখলাম।

তারপর হোটেলে ফিরে লাঞ্চ সেরে বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে আবার লাল মার্কেট ও সুপার মার্কেট ঘুরতে বেরিয়ে পড়লাম। সেদিন মার্কেট থেকে বেশ কিছু জিনিস কিনে তাড়াতাড়ি আবার হোটেলে ফিরে আসি। ঐদিন সন্ধ্যায় স্যার ও ম্যাডাম রা একটি সুন্দর সঙ্গীতানুষ্ঠান আয়োজন করেন। আমরা মার্কেট থেকে ফেরার পর সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করি। ঘন্টাখানেক সেখানে কাটানোর পর, রাতে চিলি চিকেন ও ফ্রাইড রাইস দিয়ে ডিনার সারলাম। পরের দিন সকালবেলা বিদায় নেওয়ার আগে হোটেলের ব্যালকনি থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। চূড়াটির উপর সূর্যের আলো পড়ায়, দেখে মনে হচ্ছিল যেন কেউ সোনায় মুড়ে দিয়েছে। এরপর বাসে চড়ে খুব মজা করতে করতে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন পৌছালাম। সেখানে হোটেলে দুপুরের লাঞ্চ সেরে কাছেই

হংকং মার্কেট ঘুরতে গেছিলাম। তারপর সন্ধ্যের দিকে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে চেপে পরের দিন সকালে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌছালাম। পুরো যাত্রাটা কেমন যেন দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে তাই মন খুবই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তবে ধীরে ধীরে সেই অবস্থা কাটিয়ে উঠেছিলাম। সব মিলিয়ে আমাদের পুরো Excursion টা অসাধারণ ছিল। এই Excursion টি যেমন আমাদের সঙ্গে স্যার ও ম্যাডামদের সুসম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক ছিল, তেমনি আমরা অনেক নতুন নতুন বন্ধুও পেয়েছিলাম। আমি ভবিষ্যতে এরকম আরও অনেক রোমাঞ্চকর Excursion এর অপেক্ষায় রইলাম।

**তথ্য সহায়তায়: পূজা শর্মা
**চিত্র সহায়তায়: শ্রমণা নস্কর

রাজস্থানের মরুশহর জয়সলমীর

শ্রমণা নস্কর

(B. ED 2ND SEMESTER)

সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত উপন্যাস সোনার কেল্লা পড়ার পর থেকেই ইচ্ছা ছিল যে, রাজস্থানের মরুশহর জয়সলমীর দেখব। নিজেকে কল্পনা করতাম ফেলুদার জায়গায়। তাই ২৯ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সালে বেরিয়ে পড়লাম মরুশহর দর্শনের উদ্দেশ্যে। হাওড়া স্টেশন থেকে রাতের ট্রেন ধরে পৌঁছে গেলাম রাজস্থানে। যদিও আমাদের সমগ্র রাজস্থান সফরের মধ্যে জয়সলমীর ছাড়াও ছিল বিকানীর, আবুধাবি, যোধপুর ; তবে এবারের ভ্রমণকাহিনীতে শুধু জয়সলমীরকে নিয়েই লিখব। রাজস্থানের এই মায়াবী মরুশহরের সৌন্দর্য যে কাউকে বিমোহিত করবে। শহরের একদিকে যেমন রয়েছে ধু ধু মরুভূমি, তেমনই অন্যদিকে রয়েছে বিখ্যাত সোনার কেল্লা, সেলিম সিং এর হাভেলি, নাথমুল্লা হাভেলি, গাদিসার লেকসহ আরও কিছু চমৎকার দর্শনীয় স্থান।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে জয়সলমীর শহরটি সত্যিই সোনার শহর বলে মনে হয়। জয়পুর বা যোধপুরের মত রং করা নয়। বাড়িঘর, অফিস-কাছারি থেকে মন্দির, দুর্গ- সবকিছুই স্থানীয় স্যান্ডস্টোন দিয়ে তৈরি। হালকা সোনালি হলুদ পাথর বাড়িঘর বেশ ঠান্ডা রাখে। স্থানীয় লোকেরা মনে করেন এই পাথরের ঔষধি গুনাগুনও আছে। পাথরের বাটি, গ্লাস ইত্যাদি বিক্রি হয় প্রচুর। বাটি ভর্তি জল সারারাত রেখে পরেরদিন সকালে খেলে অনেক অসুখ-বিসুখ এর উপশম হয় বলেও শুনেছি।

আমরা বিকানীর থেকে বাসে করে জয়সলমীরে পৌঁছেছিলাম বিকেলবেলা। ঐদিন রাতটা হোটেলেই কাটিয়ে পরেরদিন সকালবেলা সোনার কেল্লার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। জয়সলমীরের কেল্লাটা সত্যিই খুব বড়। এর আকারটাও বেশ অন্যরকম। ত্রিকুট পাহাড়ের উপর তৈরী এই কেল্লা। দূর থেকে দেখে মনে হয় কেল্লার পাঁচিল আর ভেতরের চার-পাঁচতলা বাড়িগুলো পাহাড়টাকে আরও উঁচু করে দিয়েছে। পাহাড়ের ধার বরাবর উঁচু সিলিন্ডারের আকারের পাঁচিল। সেটা হল এক রাউন্ড। তারপর আরও দুই রাউন্ড পাঁচিল পেরিয়ে তারপর দুর্গ শুরু। আমাদের গাইডের থেকে এই দুর্গের ইতিহাস শুনলাম। প্রায় ৮০০ বছরের পুরনো এই কেল্লাটি স্থাপিত হয়েছিল ১১৫৬ খ্রিস্টাব্দে।জয়সালমীরের এই দুর্গটি ভাট্টি রাজপুত মহারাওল জয়সলের নির্মিত, যার নাম থেকেই এটির নামকরণ করা হয়। রাজস্থানের দ্বিতীয় প্রাচীন দুর্গ এটি। এটি ভারতের একমাত্র 'জীবন্ত দুর্গ'। একমাত্র এই কেল্লাতেই এখনো অনেক মানুষের বসবাস। 'জয়সল' আর 'মেরু' এই দুটো শব্দ নিয়েই জয়সলমীর হয়েছে। 'জয়সল' হচ্ছে রাজার নাম আর 'মেরু' হচ্ছে হিমালয়ের পাহাড়, এটাই হল জয়সলমীর কথাটির অর্থ। ইউনাইটেড নেশনস এর একটি শাখা সংস্থা ইউনেস্কো ২০১৩ সালে এটিকে 'ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' হিসেবে ঘোষনা করে। অন্যান্য ফোর্টের মত এখানেও রয়েছে 'দেওয়ান-ই-আম' ও 'দেওয়ান-ই-খাস' মহল। এছাড়াও আছে সর্বোত্তম বিলাস, আখাই বিলাস, গজ-মহল, রং-মহল এবং মোতিমহল। একটা মহল থেকে অন্য মহলে যাবার রাস্তাও আছে। হঠাৎই চোখে পড়ল, সিংহাসনের উপর তলোয়ার রাখা আছে। গাইডকে প্রশ্ন করে জানা গেল, এই সিংহাসন কখনও খালি রাখা যায় না। যেহেতু, বর্তমান রাজা এখনও জীবিত, তাই সিংহাসন এবং কেল্লার মালিকের প্রতিভূ হিসেবে এই তলোয়ার রাখা। বলাই বাহুল্য যে, রাজসভা এখন আর বসে না।

বেশ প্যাঁচানো সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠিয়ে গাইড আমাদের নিয়ে এল কেল্লার ছাদে। অসাধারণ ভিউ পাওয়া যায় ছাদ থেকে। পরপর সাজানো আরও মহল, বাড়ি পরপর নেমে গেছে।

মাঝে মাঝে রাস্তা, সাপের মত আঁকাবাঁকা। কেল্লার পাঁচিল দেখা যাচ্ছে, উপর থেকে পরপর তিনসারি। তারপরেও আছে কেল্লার বাইরে গড়ে ওঠা জয়সলমীর। আরও দূরে আঙ্গুল দেখিয়ে গাইড বললেন, ওইদিকে পাকিস্তানের বর্ডার আর অন্যদিকে দিল্লি।

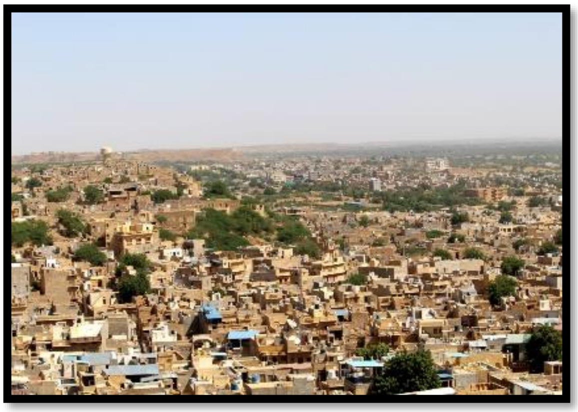

এত দুর্গম বানানো সত্ত্বেও, জয়সলমীর শত্রুদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। একবার নয়, বেশ কয়েকবার শত্রুদের আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে এই কেল্লাকে। গাইডের থেকে শুনলাম সেই রোমহর্ষক ইতিহাস। প্রথমবার আক্রমণ করেন 'আলাউদ্দিন খিলজী'। হ্যাঁ, সেই কুখ্যাত তিনিই! এনার লোলুপ দৃষ্টি পড়াতেই চিতোর- এর রানী পদ্মিনী ইতিহাসে অমর। সেই খিলজী সাহেবের খাবা পড়েছিল জয়সলমীরেও, চিতোরের ঘটনার পাঁচ বছর আগে। যার ফলে দুর্গের ভেতর তৈরি হয় 'জহর'- এর কুণ্ড, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। শিশু, বৃদ্ধাসহ কয়েক হাজার মহিলা ঝাঁপ দেয় সেই জ্বলন্ত আগুনে।

যদিও এই জয়সলমীর আর জয়সলমীর-এর সোনার কেল্লা সাথে বাঙ্গালীদের যেন একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন মানিকবাবু তথা সত্যজিৎ রায়ের 'সোনার কেল্লা' সিনেমার জন্যই বাঙালিরা জয়সলমীর-এর নামটা বেশি জানে। তবে আর একটা খবর হয়তো অনেকেরই জানা নেই, সোনার কেল্লার আগেও তিনি জয়সালমীর- এ শুটিং করেছেন। 'গুপী গাইন, বাঘা বাইন' সিনেমায় 'হাল্লা'-র রাজার কথা মনে আছে? সেই 'হাল্লা'-র মানে হল 'জয়সলমীর'। কেল্লা দেখে হোটেলে ফিরে এলাম। বিকেলে আবার 'মরুভূমির জাহাজ' দেখতে যাব।

বিকেলবেলা বেরিয়ে পড়লাম মরুভূমি দেখার উদ্দেশ্যে। তবে তার আগে যাব 'গাধিসার লেক'-এ। মরুভূমিতে লেক! ব্যাপারটা অনেকটা সোনার পাথর-বাটির মত শোনাচ্ছিল। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, সত্যিই লেকটি চোখ জুড়ানো ও জলে একদম টইটুম্বুর। লেকটির চারদিকে বাঁধানো ঘাট আছে, যেখানে অনেক মন্দির, বেশ কিছু 'ছত্রি' ও কিছু বড় বড় গাছ রয়েছে। চারপাশের সোনালী হলুদের মধ্যে ওই গাছগুলিই ছিল একমাত্র সবুজের ছোঁয়া। লেকের ধারে এলে, সবচেয়ে আগে

যেটা চোখে পড়ে, লেকের ঠিক মাঝখানে একটা পাথরের মাচা। আর এর একদিকে রয়েছে ডিজাইন করা গোল গম্বুজ। জলের ওপরে যেন কোনও অনুষ্ঠান করার জন্য তৈরি হয়েছে। আর গম্বুজের ছাদে ভর্তি নানান রকম পাখি। এই লেকটা বানিয়েছিলেন রাজা রাওয়াল জয়সল। তিনি জয়সলমীর ফোর্ট ও শহর-ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জনবসতি তৈরি হলে, জল দরকার সেটা রাজা আগেই বুঝেছিলেন। সেই কারণেই এই কৃত্রিম লেক তৈরি করা। পরে রাজা মহারাওল গাদসী সিং এটার সংস্কার করান। তাঁর নামেই এই নাম হয় লেকটির।

'তেপান্তর' কথাটা বোধহয় এই জায়গাটা দেখেই তৈরি হয়েছিল। ছোটবেলায় ভূগোল বইয়ে পড়া ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত একমাত্র মরুভূমি 'থর'- এর সামনে দাঁড়িয়ে আছি এখন। জয়সলমীর এর এই জায়গাটার নাম সাম বালিয়ারি। চারিদিকে শুধু বালি আর বালি। বাস থেকে নেমেই দেখি, চার-পাঁচটা উট বসে বসে চুইংগাম চিবানোর মত করে মুখ নাড়িয়ে যাচ্ছে, মানে জাবর কাটছে আর কি! সেই উটগুলির মালিকরাও আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে গল্প করছিল। আমাদের দেখেই সাদর আমন্ত্রণ, "আইয়ে সাব, উট তৈয়ার হ্যায় "। সূর্যাস্ত যেতে আর বেশি দেরি নেই, তাই আমরাও কে কোন উটের পিঠে উঠব ঠিক করে নিলাম। ঠিক সেইসময় মনে পড়ে গেল 'সোনার কেল্লা'-র জটায়ুর উটের পিঠে ওঠার কথাটা। আর সেটা ভেবেই একটু ভয়ও লাগতে শুরু করল। তবে না, শেষপর্যন্ত ঠিক ঠিক ভাবেই আমাদের উটটা সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঝাঁকুনিটা একটু গন্ডগোলের ঠিকই, তবে একবার উটটা চলতে শুরু করলে ভয়ের কিছু নেই। 'ক্যামেল' শব্দটি নাকি এসেছে আরবী 'জামাল' থেকে, যার মানে সৌন্দর্য। শুনে অবাক হলাম, উটের গতি নাকি প্রায় ঘোড়ার মত। তবে ঘোড়া একটানা দৌড়াতে পারে, যেটা উট পারে না। আরব দেশগুলিতে, এমনকি পুষ্করেও শুধু উটের দৌড়-ই না, প্রত্যেক বছর উটের বিউটি কনটেস্ট-ও হয়। উটের মালিকের থেকেই উট সম্পর্কে আরও অনেক কথা জানলাম। শুনে অবাক হলাম যে, উটের চোখে নাকি মাত্র তিনটে পাতা থাকে, যার দুটো উপর-নিচে বন্ধ হয়, একটা সাইডে।

চোখে বালি পড়লে গাড়ির ওয়াইপার এর মত পরিষ্কার করে দেয়। উটের ভ্রু বেশ পুরু, সেটাও দুটো লেয়ারে থাকে। উট ইচ্ছে মত নাকের ফুটো-ও বন্ধ করতে পারে। আর এই সবকিছুই ধুলো থেকে নিজেকে প্রতিরক্ষা করার জন্য। বেশ অনেকটা দূর চলে এসেছি, বিকেলেও শেষ হয়ে এসেছে। কনে দেখা রোদের নরম আলো, সামনে উঁচু-নিচু বালির ঢেউ। তার মাঝে দূরে দূরে অল্পস্বল্প ছোট ছোট কাটা গাছের ঝোপ আর আকন্দ গাছের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। এবার উটের পিঠ থেকে নামার পালা। বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখলাম পশ্চিম আকাশে সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছেন। লালচে হলুদ আলোয় পশ্চিম আকাশ রঙিন হয়ে আছে। লাল রঙটা ধীরে ধীরে আরও গাঢ় হয়ে চারিদিকে একটা মায়াবী আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে। সেই দিকে তাকিয়ে এতটাই বিভোর হয়ে গিয়াছিলাম যে, এই নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে ক্যামেরাবন্দি করতে প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। দূরের বালির পাহাড়ে সূর্যটা যেন ঝুপ করে ডুবে গেল। ফেরাটা আমাদের অন্ধকারেই হল। তবে এবার আর উটের পিঠে নয়, উটের টানা গাড়িতে করে। এবার যাব আমাদের বহু প্রতীক্ষিত ডেজার্ট ক্যাম্পে।

ডেজার্ট ক্যাম্পের গেটে বাজনা বাজিয়ে, আমাদের সবার কপালে টিপ পরিয়ে বরণ করা হল। একরাশ কৌতূহল আর উত্তেজনা নিয়ে ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকলাম। ভিতরে পা বাড়াতেই বড় অনুষ্ঠান মঞ্চ চোখে পড়ল। মাঝখানে সামান্য উঁচু স্টেজ, আর তার চারপাশে দর্শকদের বসার জন্য রঙিন তাকিয়া-বালিশ দিয়ে করা সুন্দর বসার জায়গা। আমরা আসন গ্রহণ করতেই কফি আর পকোড়া সহযোগে আমাদের আপ্যায়ন করলেন ঝলমলে পোষাক পরিহিতা দুজন ভদ্রমহিলা। কিছুক্ষণ পরেই অনুষ্ঠান শুরু হল। প্রথমে বেশ কয়েকটা স্থানীয় গান শুনলাম, তারপরেই শুরু হলো রাজস্থানের বিখ্যাত ‘ভাওয়াই' নাচ। ঝলমলে রাজস্থানি পোশাক পরিহিতা ভদ্রমহিলা মঞ্চে এসে নাচ শুরু করলেন। আর তার সাথেই ঢোল এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গানও চলতে থাকল। কী অসাধারণ ব্যালেন্স করে নেচে চলেছেন আমাদের সামনে! তার মাথায় এখন একটা-দুটো নয়, সাত-সাতটা মাটির হাড়ি স্তরে স্তরে

সাজানো রয়েছে। এরপর আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেই অবস্থাতেই একটা ছোট পিতলের থালার উপর উঠে অসাধারণ ব্যালান্স দেখিয়ে নৃত্ত প্রদর্শন চলল। তারপর দেখলাম মুখে আগুন নিয়ে আর তলোয়ার নিয়ে বেশ কিছু খেলা। সবকিছু মুগ্ধ হয়ে দেখতে কখন যে সময় শেষ হয়ে গেল বুঝতেই পারিনি। এবার হোটেলে ফেরার পালা। বাসে করে আবার ফিরে এলাম হোটেলে। পরেরদিন যাত্রা শুরু করব আবুধাবির উদ্দেশ্যে। তবে মরুশহরের এই সুখস্মৃতি আমার মনের মনিকোঠায় সারাজীবন রয়ে যাবে।

মেঘ কুয়াশার দেশে

পূজা শর্মা

(B. ED 2ND SEMESTER)

আমি ঘুরতে ভীষণ ভালোবাসি। ভূগোলের ছাত্রী হওয়ার সুবাদে বেশ কিছু শিক্ষামূলক ভ্রমণ করেছি। মাধ্যমিকের পর যখন একাদশ শ্রেণিতে ভূগোল নিয়ে ভর্তি হলাম তখন থেকেই Excursion নামক শব্দটির সাথে জড়িয়ে পড়েছিলাম । এই শিক্ষামূলক ভ্রমণের সবচেয়ে আনন্দের দিক হলো, এখানে বাড়ির কেউ শাসন করার থাকে না। শুধুমাত্র বন্ধুবান্ধব ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই ভ্রমণের সঙ্গী। একাদশ শ্রেণী থেকে বি.এড পর্যন্ত আমি মোট চারবার এই শিক্ষামূলক ভ্রমণের সঙ্গী হয়েছি। আমাদের ভূগোলের Excursion এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো সার্ভে, যে কারণের জন্য আমাদের ঘুরতে যাওয়া। আমার জীবনের এই চারটি ভ্রমণই শীতকালে হওয়ায়, ঠান্ডার সাথে মেঘ কুয়াশারও আমার সঙ্গী ছিলো।

২০১৩ সালে দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়াকালীন প্রথম Excursion টি ছিল দেউলটিতে। সেখানে আমরা এক দিনের জন্য গিয়েছিলাম। এটাই ছিল আমার জীবনে প্রথম বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যাওয়া। সে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। সেখানে গিয়ে আমরা Nirala Resort এ উঠেছিলাম। সেখানে আমরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি এবং রূপনারায়ন নদীর অপরূপ দৃশ্য দেখেছিলাম। তারপর সারাদিন সার্ভে করে সেখানকার গ্রামবাসীদের জনজীবন সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করি।

২০১৬ সালে কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে, আমরা গিয়েছিলাম উত্তরবঙ্গের Dooars, Chalsa, Bindu, Lava এবং পশ্চিম সিকিমের Rinchengpong. জীবনে এই প্রথম এক সপ্তাহের জন্য বাড়ি ছেড়ে বন্ধুদের সাথে এতদূরে ঘুরতে যাওয়া। আনন্দের সাথে সাথে, মনে মনে ভয়ও পেয়েছিলাম। আমাদের রাতের ট্রেন ছিল শিয়ালদা থেকে, কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস। সারারাত ট্রেনে না ঘুমিয়ে বন্ধুদের সাথে গল্প করতে করতে কখন যে আমরা নিউ জলপাইগুড়ি পৌছালাম বুঝতে পারিনি। সেখানে ভোরবেলা ট্রেন থেকে নেমে আমাদের গন্তব্য চালসা যাওয়ার জন্য বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চালসাতে আমরা Jungle Cottage এ ছিলাম। আমাদের কটেজের চারপাশে চা বাগান ভর্তি ছিল। আমরা সার্ভে করেছিলাম Chalsa এর Meteli নামক স্থানে। এই Meteli গ্রামটি খুবই সুন্দর প্রকৃতির। এর আশেপাশে যে সব স্থান আমরা দেখতে গিয়েছিলাম সেগুলো ছিল- Samsing, Murti River, Jaldhaka River, Bindu প্রভৃতি। এই অঞ্চলটি হল প্রধানতঃ ইন্ডিয়া ও ভুটান এর বর্ডার।

এই অঞ্চলটির আলাদাই জনপ্রিয়তা রয়েছে। এখানে শীতকালে চারিদিকে কুয়াশায় আচ্ছন্ন পরিবেশে, প্রকৃতির কোল নানারকম ফুল ও স্বাভাবিক উদ্ভিদে পরিপূর্ণ থাকে। একদিনের জন্য আমরা লাভা তে ছিলাম। ডুয়ার্স থেকে লাভা যাওয়ার পাহাড়ি রাস্তা খাড়াই দেখে প্রথমে একটু ভয় করলেও চারপাশের প্রকৃতির শোভা, পাহাড়ের কোলে সাজানো ছোট ছোট রঙিন বাড়িগুলি আমাকে মুগ্ধ

করেছিল। এখানে রাস্তাতে নানা ধরনের লোমে ঢাকা কুকুর ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। লাভাতে সেইসময় তাপমাত্রা ছিল ২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এর আশেপাশে। ফলে এত ঠান্ডায় আমরা সবাই জমে যাচ্ছিলাম। Lava Monastery এর পাশেই আমাদের হোটেল ছিল। একদিন খুবই কম সময়, তাও খুব আনন্দ সহকারে বিকেলে সবাই মিলে প্রচুর কেনাকাটা করেছিলাম লাভা মার্কেটে। পরেরদিন লাভা থেকে আমরা সিকিমের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। রাস্তার অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্য সিকিম পৌছতে রাত হয়ে গিয়েছিল। এখানে সব থেকে বড় পাওনা ছিল ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ শোভা, যা দেখে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়েছিলাম । এটাই আমার জীবনের প্রথম কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন ছিল। এখানেই আমাদের ভ্রমন শেষ হয়। এরপর আমরা ওয়েস্ট সিকিম থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, নিউ জলপাইগুড়ি এসে বাড়ি ফেরার ট্রেন ধরে পরের দিন সকালে শিয়ালদা পৌছালাম।

২০১৯ সালে স্নাতকোত্তরে পড়ার সময় আমি আবার সাউথ ও ওয়েস্ট সিকিম গিয়েছিলাম। শিয়ালদা থেকে রাতের ট্রেনে করে আমরা নিউ জলপাইগুড়ি পৌছালাম, সেখান থেকে বাসে করে রাবাংলা পৌছালাম। নিউজলপাইগুড়ি থেকে রাবাংলা যাওয়ার দীর্ঘ পথটি গাছ গাছালিতে ছাওয়া। আমাদের গন্তব্য যতই এগিয়ে এলো , ততই যেন পাহাড় আরো প্রকট হয়ে উঠল। দু'ধারে পাহাড়ের চূড়ায় জমে থাকা মেঘ দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সারা রাস্তা শন শন করে হাওয়া বইছিল, কখনও ঝলমলে রোদ, আবার কখনও মেঘের ছায়া। আলো-আঁধারির এই খেলা দেখতে দেখতে কখন যে গন্তব্যে পৌছালাম বুঝতেই পারিনি।

আমরা সাউথ সিকিমের রাবাংলায় হোটেল ‘Blue Spring Residency' তে চার দিন ছিলাম। আমরা সার্ভে করার জন্য রাবাংলা থেকে প্রতিদিন নামচিতে যাতায়াত করতাম। নামচি শহরটি অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। সাউথ সিকিমে আমরা যে সমস্ত জায়গায় ভ্রমণ করেছিলাম সেগুলো ছিল-

Namchi, Ravangla, Statue of Guru Rinpoche, Siddheshwara Dham, Samdruptse Hill, Namchi Helipad, Ropeway Station, Sunrise View Point প্রভৃতি। নামচি শহরটিকে আমার ভীষণ ভাল লেগেছিল। এখানে দারুন সব সুযোগ সুবিধা বর্তমান। প্রবল বৃষ্টির কারনে বুদ্ধ পার্ক ও স্কাইওয়াক দেখতে যাওয়া হয়নি। প্রতিদিন সকালে আমরা সার্ভে করতে গিয়ে দেখতাম ছোট ছোট পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা নানারঙের স্কুলের পোশাক পরে, ব্যাগ পিঠে, লম্বা ছাতা হাতে, কখনোও বা রেইনকোট গায়ে স্কুলের পথে চলেছে। তখন নিজেকে বেশ মুক্ত মনে হত। যদিও একটু হিংসে হত এই ভেবে যে, ওরা কি সুন্দর আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে পাইন গাছের নিচ দিয়ে হেঁটে হেঁটে স্কুলে যাচ্ছে।

পঞ্চম দিনে আমরা পেলিং এর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সেদিন রাতে পেলিং-এ পৌছে অনেক কেনাকাটা করলাম। পরের দিন সকালে গাড়ি করে আমরা পেলিং এর

সাইট সিন দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। পেলিং এর Kanchenjunga Fall, Pemayangtse Monastery , Rimbi Waterfall, River Orange Garden , Temi Tea Garden, Pelling Helipad প্রভৃতি স্থান দেখলাম । পেলিং এর প্রায় সব জায়গাই ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল। পেলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার যে অপরূপ দৃশ্য দেখেছিলাম তা জীবনেও ভোলার নয়। প্রতিদিন সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম

থেকে উঠে যেতাম এই কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয় দেখার জন্য। ভোরে হোটেলের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কাঞ্চনজংঘা দেখতে গিয়ে দেখতাম মাঝে মাঝে এক একটি মেঘ এসে দুরের পর্বতমালাকে ঢেকে দিচ্ছে। দেখে মনে হত যেন মেঘের সাথে কুয়াশারা লুকোচুরি খেলছে। রোদঝলমলে, মেঘলা ও বৃষ্টি ভেজা সবরকম রূপই আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। রোজ সন্ধ্যেবেলা পাহাড়ি রাস্তায় মেঘের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গরম গরম মোমো খাওয়া, সে এক অন্য অভিজ্ঞতা ছিল, যা কলকাতাতে পাওয়া যায় না। প্রকৃতির এই অপরূপ শোভা দেখে, সত্যিই আমার মন ছুঁয়ে গিয়েছিল। সব মিলিয়ে আমার এই Excursion টাও দিব্যি ছিল ।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে বি.এড কলেজ থেকে আমরা সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক গিয়েছিলাম। কিন্ত অন্যান্য ভ্রমণগুলির থেকে এটা একটু আলাদা ছিল, কারণ এখানে আমাদের কোনওরকম সার্ভে করতে হয়নি। আমরা পাঁচ দিনের জন্য গিয়েছিলাম। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে গাড়িতে করে গ্যাংটক যাওয়ার দীর্ঘ পথটি বড় বড় পাইন গাছ ও পাহাড়ের গায়ে বেড়ে ওঠা আগাছা ও বুনো ফুলে পরিপূর্ণ ছিল। এই গাছগুলি দেখলে বোঝা যায় যে, প্রকৃতিতে কত রকমের সবুজ হয়। আমরা যখন নিজেদের গন্তব্য স্থলে পৌছালাম তখন প্রায় বিকেল হয়ে এসেছিল। এমজি মার্কেটের কাছে সুভাষ রিজেন্সিতে আমরা ছিলাম। সেদিন একটু বিশ্রাম নিয়ে আমরা সকলে মিলে এমজি মার্কেট এবং লাল মার্কেট ঘুরতে চলে গেলাম।

পরের দিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম ছাঙ্গু লেক এবং বাবা মন্দিরের উদ্দেশ্যে। যতই উপর দিকে উঠছি, রাস্তার দু'ধারে ততই বরফের ছড়াছড়ি। আমি কোনদিনও এইভাবে বরফ দেখিনি, তাই খুশিতে প্রচন্ড উৎফুল্ল হয়ে পড়েছিলাম। প্রায় ১২ হাজার ৩১৩ ফিট ওপরে ছাঙ্গু লেক। চারিদিকে এত বরফ দেখে কি করবো ভেবে পাচ্ছিলামনা। বরফ নিয়ে খেলেছি, বরফের উপর বসেছি ,বরফ হাতে নিয়েছি। এখানে বন্ধুবান্ধব ও

ম্যাম-স্যারদের সাথে অনেক ছবি তুলেছি। আমরা যখন গিয়েছিলাম লেকের পুরোটাই বরফে আবৃত ছিল। এরপর আমরা বাবা হরভজন সিং মন্দিরে গিয়েছিলাম। বিকেলে আমরা আবার হোটেলে ফিরে বিশ্রাম নিয়ে এমজি মার্কেটে বন্ধুদের সাথে ঘুরতে গেলাম।

তৃতীয় দিন সকালে গ্যাংটকের সাইট সিন উপভোগ করতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। সেগুলো ছিল - Tashi View Point, Damadar Ropeway, Bakhtang Waterfall, Rumtek Monastery, Lhasa Waterfall, Plant Conservatory Bulbuley, Ganesh Talk View Point, Kanchenjunga View Point, Flower Exhibition Centre প্রভৃতি। এর মধ্যে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল Lhasa Waterfalls এবং Rumtek Monastery. এই মনাস্ট্রি এর সামনে এক উচু পর্বতমালা অবস্থান করায় মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। সাহস হয়নি বলে রোপওয়ে চড়িনি। এরপর হোটেলে ফিরে এসে আবার সন্ধ্যেবেলা বন্ধুরা মিলে খাওয়া-দাওয়া সেরে মার্কেটিং এ বেরিয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকালে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে আবার অসম্ভব সরু ও খাড়াই রাস্তা দিয়ে পাহাড় থেকে নামার অভিজ্ঞতাটিও বেশ রোমাঞ্চকর ছিল। ফেরার দিন একটু মন খারাপ হচ্ছিল, জানিনা আর কোনদিনও excursion এ যেতে পারবো কিনা! আমার জীবনের এই চারটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ চিরদিনই স্মৃতি হিসেবে থেকে যাবে। সময় পেলেই আমি ছবিগুলো দেখতে বসে যাই। ভবিষ্যতে পৃথিবীর আরও অনেক দেশ ঘুরতে যাওয়ার সাথে সাথে সিকিমেও আবার ঘুরতে যাওয়ার ইচ্ছা রইল।

জ্ঞান ? মঞ্জরী

A FEW AWESOME LIFE HACKS	238 - 240
QUIZ	241 - 247
IDENTIFICATION	248 - 252
WHO AM I	253 - 256
DID YOU KNOW?	257- 259
SPOT THE DIFFERENCES	260 - 272

©BEELZFUR

A FEW AWESOME LIFE HACKS

1. If you download a PDF file and you see it ends in 'exe' delete it. It's usually a virus.

2. Stop using Google.com to search information for school essays, use scholar.google.com instead. You will find more relevant information right away!

3. Putting your phone on airplane mode will stop ads while playing games.

4. If you want to buy the cheapest airline tickets online, use your browser's incognito mode. Prices go up if you visit a site multiple time.

5. Forgot your computer password? Boot up in safe mode (F8 during startup), log in as administrator and then change your password.

6. If you lost an Android phone in your house and it's on vibrate, you can find it by going to Google Play > Android device manager > 'Ring'.

7. If you accidentally close a tab, Ctrl+Shift+t reopens it.

8. Accidentally erase something you just typed on your iPhone? To undo that, just shake it!

9. 10minutemail.com gives you a fake email address so you don't have to use your own personal email address when signing up for things.

10. On AccountKiller.com you can instantly remove all of your personal data from websites you don't want having it.

11. If you type in any flight number into Google you can see exactly where the plane is.

12. If you have many different online accounts, NameChk.com you can see every website where your username has been used.

13. If your phone freezes, plug it into a charger. This will free it up again.

14. Command+shift+3 takes a screenshot on MacBook.

15. If you type 'Google gravity' and then hit 'I'm feeling lucky' on Google the entire page will lose its gravity and you can play with it.

16. Hit Alt and click on any google image to have it automatically saved to your computer.

17. If you type 'do a barrel roll' into your Google search, the whole page will spin.

18. You can search '[month] [year]' in Wikipedia to give you all the major world news for that month.

19. You can learn Spanish, French, Italian, German and Portuguese for free on Duolingo.com

20. For the best sound in a movie theater, sit 2/3 of the way back and as close to the middle as possible; this is where the audio engineer sits when they do the final mix.

21. TheAmazingJellyfish.com takes the bioluminescent bodies of creatures that have died of natural causes and encase them in resin, thus preserving not just their bodies, but also their incredible glow-in-the-dark properties.

22. When you're at a restaurant, wash your hands after ordering. The menu is generally, the dirtiest thing you can touch.

23. Sugar can cure a burnt tongue.

24. Candles will burn longer and drip less if they are placed in the freezer for a few hours before use.

25. Cutting through aluminum foil will sharpen your knives.

26. If you bought something on Amazon and the price goes down within 30 days you can email them and they will send you the difference!

27. When shopping, the cheapest items will be on the top and bottom shelves; not eye level.

28. When shopping online, Google the promo codes before making a purchase. You can get anything, from free shipping to 25% off.

29. **DocumentaryHeaven.com** is a website that lets you watch thousands of documentaries for free.

30. Boiling water before freezing it will give you crystal clear ice.

31. The Calvin Klein '**Obsession**' scent should never be used when going into the woods. It attracts cheetahs, tigers and jaguars.

32. Falling air pressure causes pain in bird's ears, so if birds are flying low to the ground it almost always means a thunderstorm is coming.

33. Never feed bread to ducks. They can't digest it properly and it could kill them.

34. Bees can't see you if you aren't moving.

35. When buying something online, only read the reviews that gave it 3 stars—they're usually the most honest about pros and cons.

36. If you ever go to a zoo, wear the same colors as the employees do. The animals will come right up to you instead of backing away.

37. If you are buying headphones/speakers, test them with Bohemian Rhapsody. It has the complete set of highs and lows in instruments and vocals.

38. Want to know if someone has romantic feelings for you? Look at their eyes! People's pupils expand by 45% when looking at a love interest.

(Source: Internet)

QUIZ

(THE ANSWERS ARE GIVEN AT THE END OF THE QUESTIONS)

QUESTIONS

1. What is the full form of Computer?
2. Name the most luxurious & expensive train among Indian Railways.
3. What is the present name of Hindu College?
4. Which Country is called 'The Britain Of The East'?
5. The Study of Moon is called.
6. What is the usage of Bolometer?
7. What do you mean by Gerontology?
8. Smallest Flower in the World.
9. The largest muscle of the Human Body.
10. Which Protein is mandatory in making clots of Blood?
11. Can you tell me the name of Uttam Kumar starred 1st movie?
12. Rabindranath Tagore produced one & only feature film-drama?
13. Who is the father of WIKIPEDIA?
14. In a Mobile Phone, there are two types of Sim Cards, GSM & CDMA. What is the full form of CDMA?
15. To secure Copyright Issues (on web) in India, which very legal Framework was enacted?
16. Do you know the term Silviculture? What does it mean?
17. The World Zoonoses Day is observed on.

18. Who is the artist of the famous painting 'Four Apostles'?

19. Name the gas used in refrigerators that destroys the ozone.

20. Normal saline is an aqueous solution of sodium chloride of strength ______%.

21. Which gas is called a 'stranger gas'?

22. The strongest electropositive element is.

23. What is the chemical formula of Grignard reagent ?

24. By which country Hydrogen from sea water was introduced first?

25. In cell Spindle fibers are made up of ______.

26. The Dermatomycosis of ear, mouth & tongue is caused by which virus?

27. Cooly's fracture is associated with ____.

28. How much percentage of human body is water by weight?

29. Which country is called the 'Land Of Flying Fish'?

30. Which country is called the 'Mother in law of Europe'?

31. Name world's largest Chiroptera.

32. 'Dahikala' is a tribal Folk dance of which Indian State?

33. National Meteorological Laboratory is located in which place?

34. 'All My Yesterdays' is the famous book of which author?

35. Who's the first person to present the Economic Budget in Free India ?

36. Which committee recommended the Student Politics and Student body Elections in Colleges?

37. 'Baralachala Pass' is located in which Indian State?

38. When did India became the 1st ever country to carry mail by air?

39. Which Indian Emperor believed in the theory of 'Kingship has no kinship'?

40. Name the Founder Of 'United India Patriotic Association'.

41. Name the 1st ever centurion cricketer on Indian soil?

42. What continent has the fewest flowering plants?

43. What element begins with the letter “K”?

44. What national holiday in Mexico has picnickers munching chocolate coffins and sugar skulls?

45. What nation’s military attached dynamite packs to Dobermans before sending them into Palestinian guerrilla hideouts?

46. What was the first planet to be discovered using the telescope, in 1781?

47. How many days does a cat usually stay in heat?

48. How many U.S. states border the Gulf of Mexico?

49. What’s the ballet term for a 360-degree turn on one foot?

50. Alsatian is a breed of which animal?

51. Dropsy is a disease caused due to adulteration in what?

52. What is the bulkiest muscle in our body?

53. Who introduced vaccine?

54. How many bones present in a new born baby?

55. Age of fishes was known as.

56. What is the word for a person with very pale skin and eyes?

57. How many sweat glands does the average person have?

58. Which animal doesn’t belong to off-road ungulates?

59. Which genetic disease is caused by dysfunction of 13th Chromosome?

60. Which disease did Europeans carry back from America?

61. Which fish is known as poisonous fish?

62. For what is the Jurassic period named?

63. A baby blue whale drinks how many liters of milk per day?

64. How many facial muscles are involved in speaking?

65. How many taste buds do young people have?

66. Beriberi caused by lack of which Vitamin?

67. What is the oldest surving mammal on the planet?

68. Which is the only species known to live forever?

69. **Entomology is the science that studies :**

70. **Magnetism at the centre of a bar magnet is.**

ANSWERS

1. Commonly Operated Machine Particularly Use (for) Trade (and) Educational Research.
2. Maharaja Express.
3. Presidency University.
4. Japan.
5. Selenology.
6. To measure Heat Radiation.
7. The Study Of Aging.
8. Wolfia, its diameter is 0.1 mm.
9. Gluteus Maximus.
10. Fibrinogen.
11. Dristidan.
12. Notir Puja.
13. Jimmy Wells.
14. Code Division Multiple Access.
15. National Cyber Security Policy, 2013.
16. To care and cultivation of forest trees.
17. July 8.
18. German artist Albert Durer.
19. Chlorofluorocarbon

20. 0.84%

21. Xenon.

22. Cs.

23. R-Mg-X.

24. Finland.

25. Tubulin.

26. Candida albicans.

27. Radius.

28. 66%

29. Barbados.

30. Denmark.

31. Pteropus Vambyrus.

32. Maharastra.

33. Jamshedpur (Jharkhand)

34. Prem Bhatia.

35. Shree Shanmukhan Chetty.

36. James Lyngdoh Committee.

37. Himachal Pradesh.

38. On 18th February, 1911. (From Allahabad To Naini)

39. Allauddin Khilji.

40. Theodore Beck.

41. R Van ceterat (1804).

42. Antarctica.

43. Krypton.

44. The Day of the Dead.

45. Israel.

46. Uranus.

47. Five.

48. Five.

49. Pirouette

50. Dog

51. Mustard Oil

52. Gluteus

53. Edward Jenner

54. 206 bones

55. Devonian

56. Albino

57. 2.6 million

58. Rhinoceros

59. Patau Syndrome

60. Syphilis

61. lion fish

62. A mountain range in Switzerland

63. 190 L

64. 70

65. 100000

66. Vitamin B

67. Echidna

68. Turritopsis nutricalalmmortal Jelly Fish

69. Insects

70. Zero

IDENTIFICATION

(THE ANSWERS ARE GIVEN AT THE END OF THE QUESTIONS)

QUESTIONS

1. What is always in front of you but can't be seen?
2. What can you break, even if you never pick it up or touch it?
3. I have branches, but no fruit, trunk or leaves. What am I?
4. What can you catch, but not throw?
5. What has to be broken before you can use it?
6. I'm tall when I'm young, and I'm short when I'm old. What am I?
7. What goes up but never comes down?
8. The more of this there is, the less you see. What is it?
9. What can travel all around the world without leaving its corner?
10. What question can you never answer yes to?
11. What is so fragile that saying its name breaks it?
12. What has 13 hearts, but no other organs?
13. What can run but never walks, has a mouth but never talks, has a head but never weeps, has a bed but never sleeps?
14. What can fill a room but takes up no space?
15. What has one eye, but can't see?
16. If you drop me I'm sure to crack, but give me a smile and I'll always smile back. What am I?

17. The more you take, the more you leave behind. What are they?
18. What breaks yet never falls, and what falls yet never breaks?
19. I am always hungry and will die if not fed, but whatever I touch will soon turn red. What am I?
20. What has one head, one foot and four legs?
21. The person who makes it has no need of it; the person who buys it has no use for it. The person who uses it can neither see nor feel it. What is it?
22. I have lakes with no water, mountains with no stone and cities with no buildings. What am I?
23. What has a head, a tail, is brown, and has no legs?
24. Can you name three consecutive days without using the words Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, or Sunday?
25. What begins with an "e" and only contains one letter?
26. What belongs to you, but other people use it more than you?
27. What can point in every direction but can't reach the destination by itself.
28. What has many keys, but can't even open a single door?
29. A man rode out of town on Sunday, he stayed a whole night at a hotel and rode back to town the next day on Sunday. How is this possible?
30. What has six faces, but does not wear makeup, has twenty-one eyes, but cannot see? What is it?
31. This is as light as a feather, yet no man can hold it for long. What am I?
32. What runs around the whole yard without moving?
33. The more you take away, the more I become. What am I?
34. I have two hands, but I can not scratch myself. What am I?
35. Poor people have it. Rich people need it. If you eat it you die. what is it?
36. What goes up when the rain comes down?
37. I have no feet, no hands, no wings, but I climb to the sky. What am I?

38. **If you have me, you want to share me. If you share me, you haven't got me. What am I?**

39. **I am full of holes but I can still hold water. What am I?**

40. **I can be cracked; I can be made. I can be told; I can be played. What am I?**

ANSWERS

1. The future
2. A promise
3. A bank
4. A cold
5. An egg
6. A candle
7. Your age
8. Darkness
9. A stamp
10. Are you asleep yet?
11. Silence
12. A deck of cards
13. A river
14. Light
15. A needle
16. A mirror
17. Footsteps
18. Day, and night
19. Fire
20. A bed
21. A coffin
22. A map

23. A Penny
24. Yesterday, Today, and Tomorrow
25. An envelope
26. Your name
27. Your finger
28. A piano
29. His horse was called Sunday
30. A dice
31. Your breath
32. A fence
33. A hole
34. A clock
35. Nothing
36. An umbrella
37. Smoke
38. A secret
39. A sponge

WHO AM I

1. I WAS THE LAST COUNTRY ON THE EARTH TO BE OCCUPIED BY CIVILIZED PEOPLE.

- In 1642, Abel Tasman was the first European to visit my shore.
- For my beautiful landscapes I was often called the South's Britain.

2. I AM A BENGALI MULTILINGUAL SCHOLAR OF THE RENAISSANCE PERIOD.

- I am called the father of modern Indian nationalism.
- I was buried in Bristol, UK.

3. BESIDES BEING A COLLEGE PRINCIPAL, I WAS A SOCIAL REFORMER IN THE 19TH CENTURY BENGAL.

- I was the first to form grammar and vocabulary aptly in Bengali.
- There's a railway station in my name.

4. I AM ONE OF THE GREATEST MOVIE STARS IN THE HISTORY OF TOLLYWOOD.

- The initials of my full name are AKC.
- My first film is: Dristidaan.

5. I AM ONE OF THE FINEST LITERARY PEOPLE TO HAVE A UNIVERSITY UPON MY NAME.

- I produced a docu-drama (considered as a film then) in my Life name-Notir Puja.
- My songs are regarded as the highest in accordance to position in two country.

6. I AM A MAMMAL WITHIN THE FAMILY BOVIDAE, TO BE SEEN IN AFRICA AND EURASIA.

- I can run at a speed of 80 km/hr with the height upto 1.4 m and a life span of 20yrs
- Some name of my species are as follows: gerenuk, gazelle, saiga etc.

7. I AM AN ART DECO SKYSCRAPER BUILT IN 1931 IN MANHATTAN NY.

- The major architects for my construction were Shreve, Lamb & Harmon.
- I was the first building to achieve 100th floor status.

8. I AM AN ANCIENT CITY OF INDIA, SET UP AROUND 11TH CENTURY BC BY RIVER GANGES.

- There are some 2000 temples situated within my boundary, including Kashi Viswanath.
- For this, I am also called the Spiritual Capital of India.

9. I AM THE LARGEST RIVER OF A SOUTHERN HEMISPHERE COUNTRY.

- There is an iconic poetic tribute decided upon my name by noted poet Henry Lawson.
- I pass through major cities including Bourke, Wilcannia, Menindee, Wentworth etc.

10. I AM A BALL GAME WHERE A MATCH CONSISTS OF TWO PERIODS OF 30MIN EACH.

- Each of the team include 7 players and a goalkeeper.
- In the match no player is allowed to touch the ball with leg.

ANSWERS

1. New Zealand
2. Raja Rammohan Roy
3. Ishwar Chandra Vidyasagar
4. Uttam Kumar
5. Rabindranath Tagore
6. Okapi
7. Empire State Building
8. Varanasi
9. Darling River, Australia
10. Handball

DID YOU KNOW?

• TYPES OF PASTA •
Cannelloni
Rigatoni
Fettuccine
Conchiglie
Ravioli
Conchigliette
Tagliatelle
Pipe
Macaroni
Ruote
Ditaloni
Farfalle
Penne
Fusilli
Spagetti

FOUNDING YEARS
1998
SAMSUNG 1938
1975
2005
HUAWEI 1987
1994
2004
1976
intel 1968
2010
2010
IBM 1911
2009
2006
1969

Crown
Taper
Bond
Brim
PARTS OF A HAT
SUN HAT
BASEBALL CAP
FLAT CAP
NEWSBOY
FEDORA
TRILBY
PORK PIE HAT
HOMBURG
BOWLER / DERBY
PANAMA HAT
WESTERN
STOCKMAN
WATCH CAP
USHANKA / TRAPPER
ASTRAKHAN
STORMY KROMER

SHOES
Saddle/Spectator
Longwing Blucher
Shortwing Blucher
Split Toe Blucher
Plain Toe Blucher
Medallion Cap Toe Balmoral
Perf Toe Balmoral
Cap Toe Balmoral
Medallion Toe Wholecut
Wholecut
Opera Pump
BOOTS
Jodhpur Boot
Chelsea Boot
Chukka Boot
Wingtip Boot
Split Toe Boot
Plain Toe Boot
Cap Toe Boot
Balmoral Boot
LOAFERS
Moc Toe Penny Loafer
Horsebit Loafer
Tassel Loafer
Fullstrap Loafer
Double Monkstrap
Single Monkstrap
LEATHERS
Suede
Chromexcel
Pebble/Scotch Grain
Shell Cordovan
Calfskin
Patent Leather
SOLES
Wedge
Commando
Dainite
Leather Dress
FORMALITY

Apple Computer Design Evolution
with Base Prices
Apple I – $667
1976
Apple II – $1298
1977
Apple III – $7800
1980
Apple Lisa – $9995
1983
Macintosh – $1995
1984
Apple IIGS – $999
1986
Macintosh II – $5500
1987
PowerMac 5200 – $1900
1995
iMac G3 – $1299
1998
iMac G4 – $1299
2002
iMac G5 – $1299
2004
iMac Unibody – $1199
2009

SPOT THE DIFFERENCES

©BEELZFUR

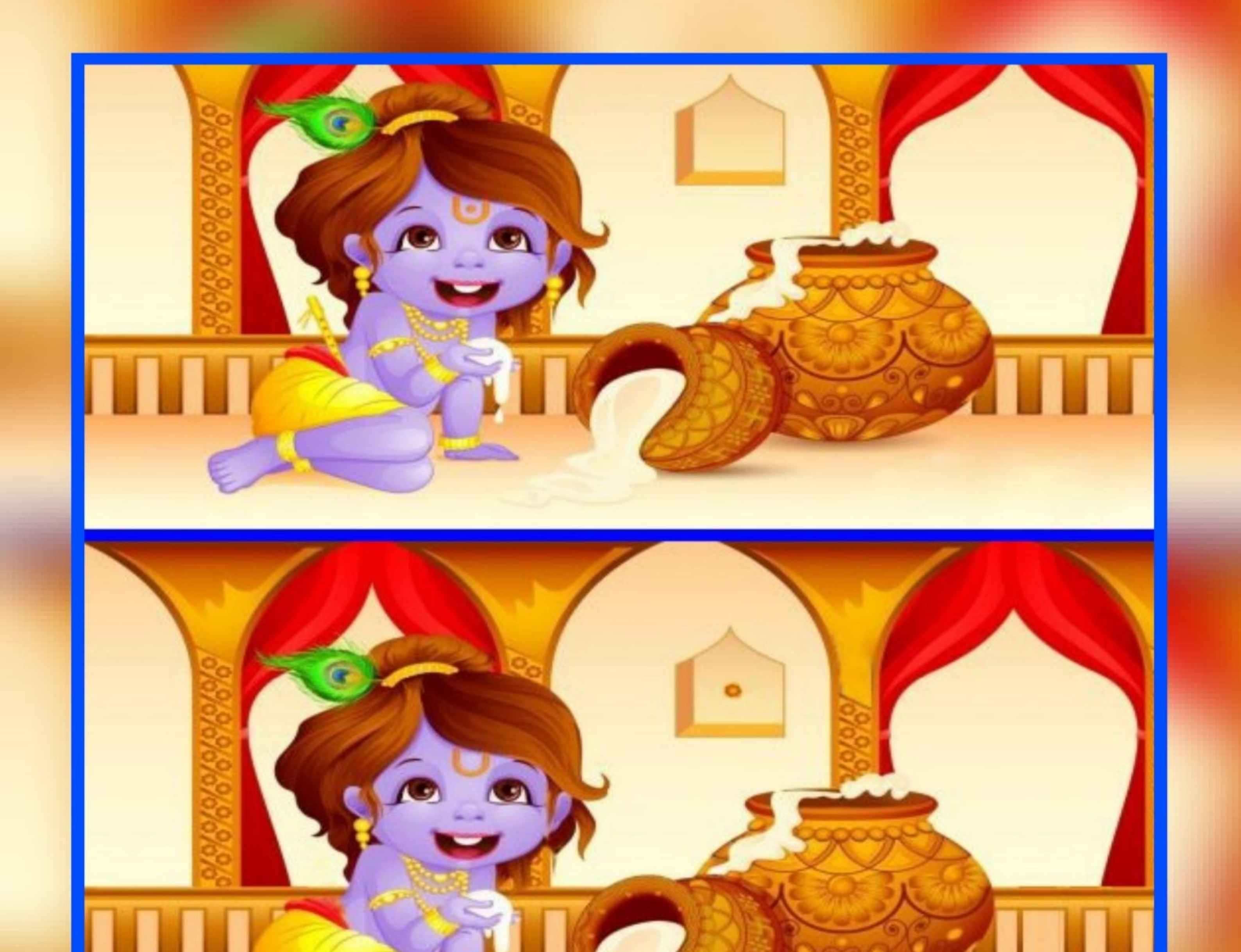

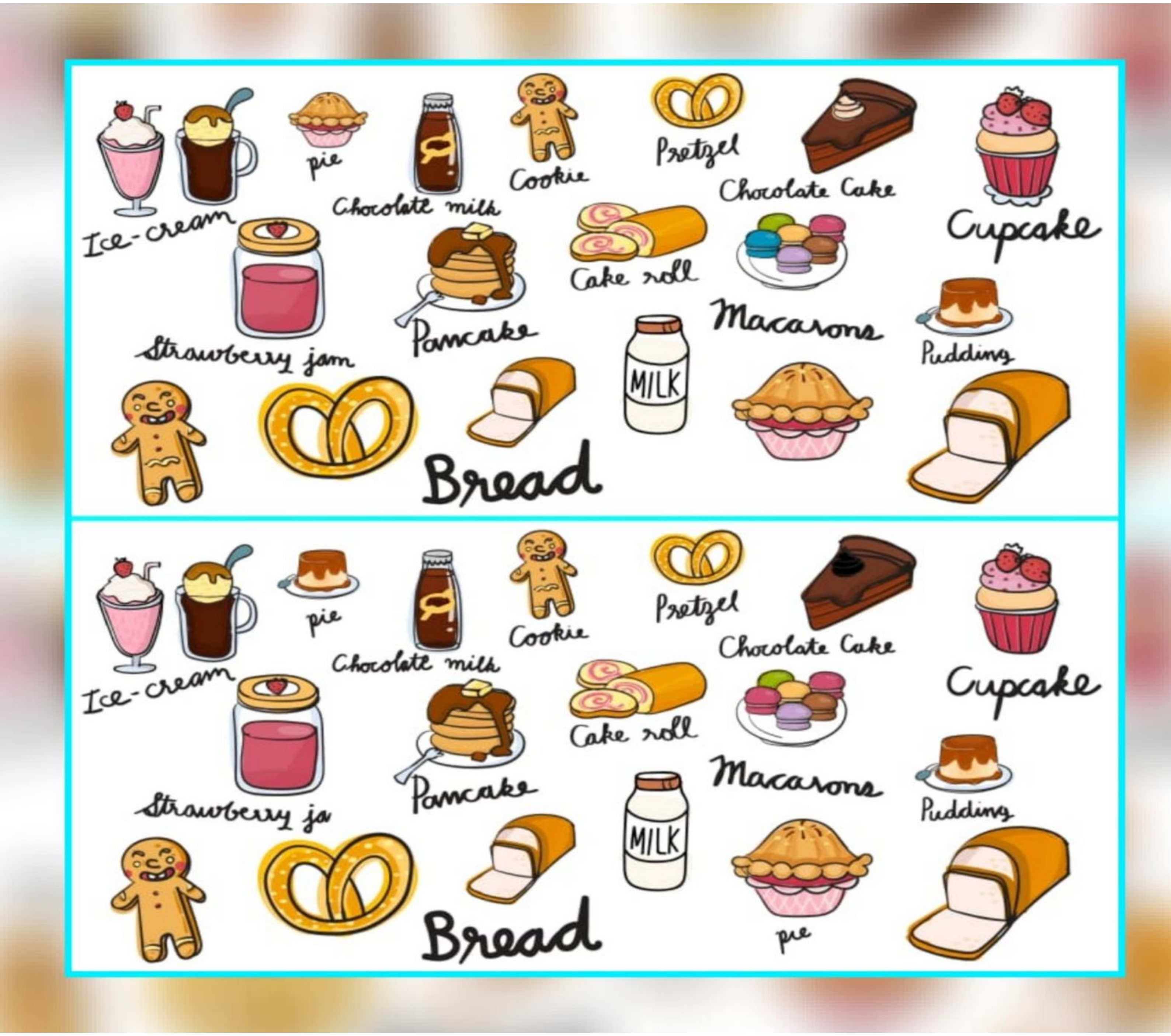
Ice-cream
pie
Chocolate milk
Cookie
Pretzel
Chocolate Cake
Cupcake
Cake roll
Macarons
Pudding
Pancake
Strawberry jam
MILK
Bread
Ice-cream
pie
Chocolate milk
Cookie
Pretzel
Chocolate Cake
Cupcake
Cake roll
Macarons
Pudding
Pancake
Strawberry ja
MILK
Bread
pie

ANSWERS

pie
Pretzel
Cookie
Chocolate milk
Chocolate Cake
Ice-cream
Cupcake
Cake roll
Macarons
Pancake
Strawberry jam
Pudding
MILK
Bread
pie
Pretzel
Cookie
Chocolate Cake
Chocolate milk
Ice-cream
Cupcake
Cake roll
Macarons
Pancake
Strawberry ja
Pudding
MILK
Bread
pie

রূপদর্শী

Baisakhi Bhattacharya	274 - 276
Pampa Das	277
Abhi Naskar	278 - 279
Puja Sharma	280 - 286
Ananya Banerjee	287 - 288
Sramana Naskar	289 - 293
Satyajit Samadder	294 - 298
Krishnendu Mondal	299 - 304
Moumita Kundu	305 - 307
Nivedita Nandy	308 - 311
Payel Deb	312 - 313
Susanta Kalsar	314 - 317

©BEELZFUR

Photography

Baisakhi Bhattacharya
(B. ED 2ND SEMESTER)

Photography

Pampa Das
(B. ED 2ND SEMESTER)

Photography

Abhi Naskar
(B. ED 2ND SEMESTER)

©Beelzfur

Photography

Puja Sharma

(B. ED 2ND SEMESTER)

Photography

Ananya Banerjee
(B. ED 2ND SEMESTER)

Photography

Sramana Naskar
(B. ED 2ND SEMESTER)

Shramona's Creation

Shramona's Creation

Shramona's Creation

Photography

Satyajit Samadder

(B. ED 2ND SEMESTER)

©Satyajit Photography

©Satyajit Photography

©Satyajit Photography

©Satyajit Photography

Photography

Krishnendu Mondal
(B. ED 2ND SEMESTER)

REDMI NOTE 7S
AI DUAL CAMERA
2019/9/2 12

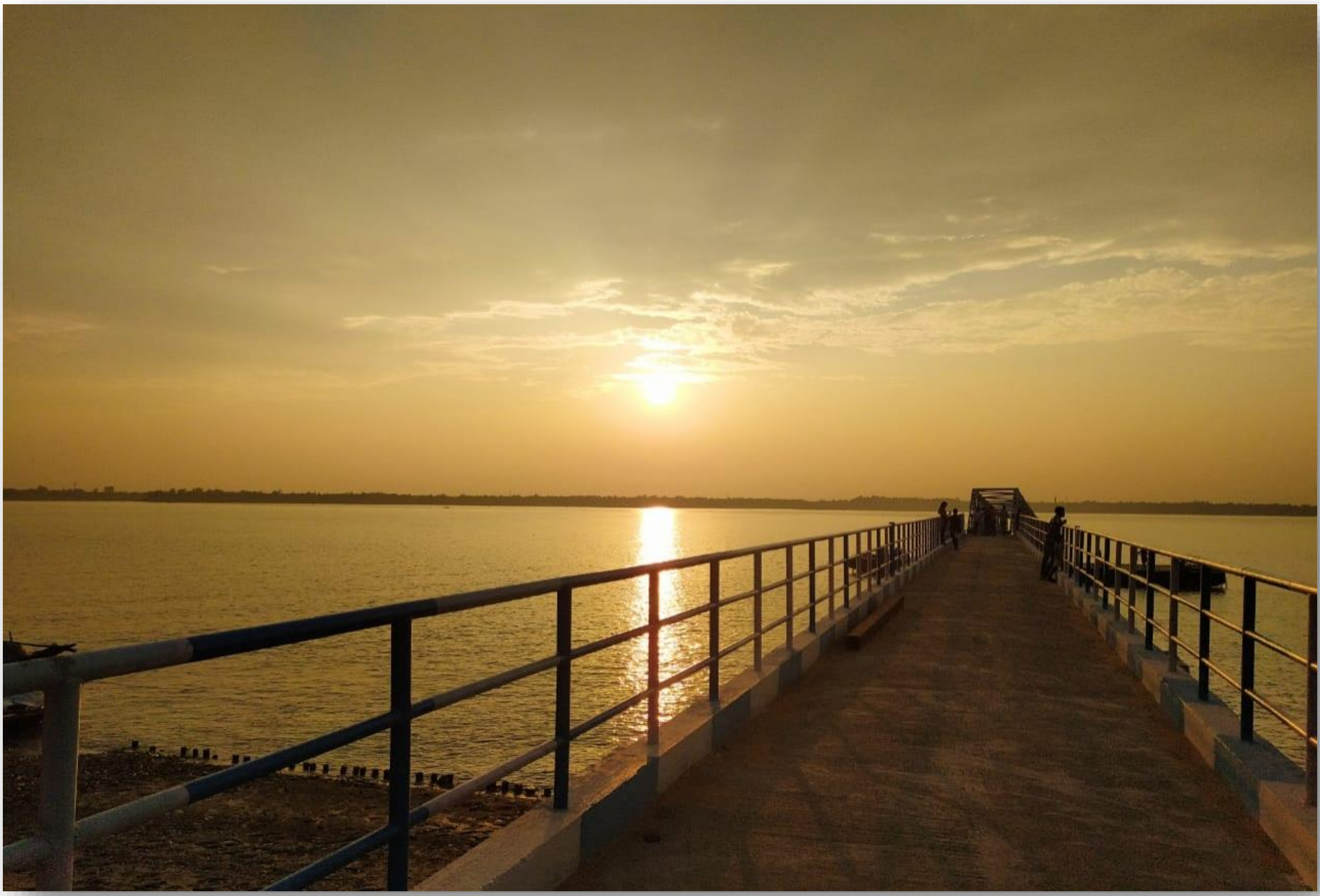

Photography

Moumita Kundu
(B. ED 2ND SEMESTER)

Honey

Honey

Photography

Nivedita Nandy

(B. ED 2ND SEMESTER)

Photography

Payel Deb

(B. ED 2ND SEMESTER)

Photography

Susanta Kalsar
(B. ED 2ND SEMESTER)

উদযাপন

ORIENTATION PROGRAMME	319 - 322
INDEPENDENCE DAY	323 - 330
TREE PLANTATION	331 - 334
TEACHERS' DAY CELEBRATION	335 - 344
ANTI-DRUG RALLY	345 - 347
CROESO	348 - 353
SARASWATI PUJA	354 - 355
EXCURSION (GANGTOK)	356 - 371
ANNUAL SPORTS (AAGHAZ)	372 - 373
SCIENCE CITY VISIT	374 - 379
ANTI-DOWRY RALLY	380 - 382
LA MELANGE	383 - 385

©BEELZFUR

ORIENTATION PROGRAMME

নতুন ভর্তি হওয়া students দের welcome জানানোর জন্য Pailan Group of Institution একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল অডিটোরিয়াম হলে। এই অনুষ্ঠানে তখনকার বি.এড 1st semester অর্থাৎ আমরা অনেকেই অংশগ্রহন করেছিলাম। বলা যায়, এখান থেকেই শুরু হয়েছিল নতুন এক অধ্যায়। অনুষ্ঠানে, কলেজের বেশ কয়েকজন শিক্ষক motivational speech দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানটি কলেজের সিনিয়রদের পারফর্ম করা নাচ, গান, নাটকে একবারে জমে উঠেছিল।

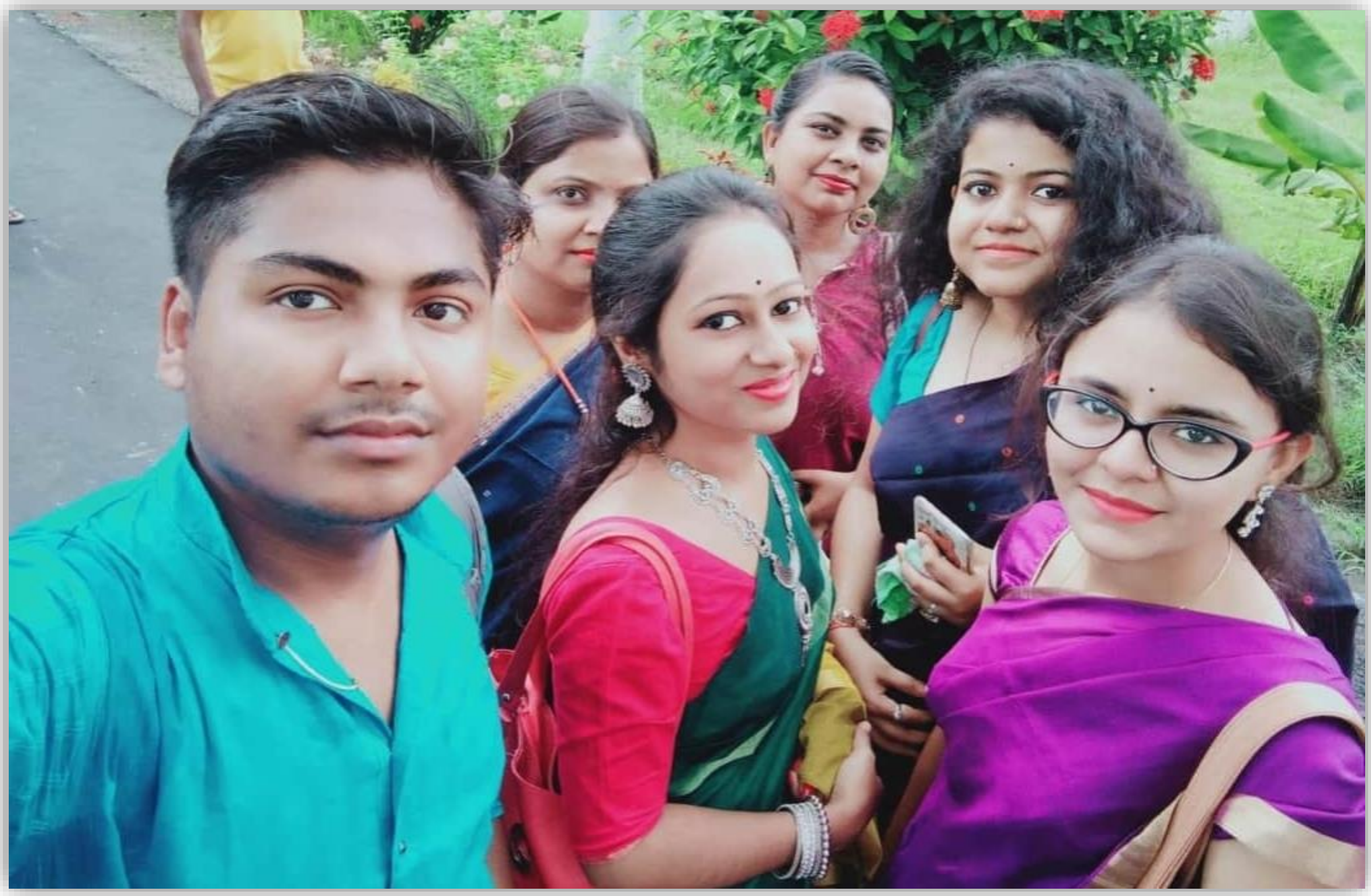

INDEPENDENCE DAY

আমাদের কলেজের 15th August celebration ছিল এককথায় অবিস্মরণীয়। এখনও মনে আছে, এই দিনটিতে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমরা যাতে নিখুঁতভাবে পারফর্ম করতে পারি তার জন্য আমাদের প্রভাতি ম্যাডাম অনেক যত্নসহকারে আমাদের রিহার্সাল করিয়েছিলেন। অবশেষে ঐদিন আমরা নাচ, দেশাত্মবোধক গান ও আবৃত্তির মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস পালন করি। উক্ত দিনে আমাদের কয়েকজন বন্ধু ও স্যার-ম্যাডামদের পারফরম্যান্স ছিল মনে রাখার মতো।

Day

MANAGEMENT & TECHNOLOGY

73rd
Happy
Independence
Day

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA

TREE PLANTATION

একদিন দুপুরে টিফিনের বিরতিতে জানতে পারলাম যে আজ কলেজে গাছ লাগানো হবে। সেইমতো আমরা সবাই নীচে নেমে এসে, পাঁচ জনের group এ বিভক্ত হয়ে গেলাম। এরপর group অনুযায়ী আমরা সবাই গাছ কিনে নিয়ে তা রোপণ করার জায়গা খুঁজতে লাগলাম। অবশেষে আমরা জায়গা খুঁজে নিয়ে group এর সকল বন্ধুদের সহযোগিতায় সেই গাছগুলি যত্নসহকারে রোপণ করে, জল দিয়ে দেই। জানিনা, সবকটা গাছ আজও বেঁচে আছে কিনা! গাছগুলি বেঁচে থাকলে, আজ তারা হয়তো অনেক বড়ো হয়ে গিয়েছে।

SHOT ON ZERO 5
INFINIX DUAL CAMERA

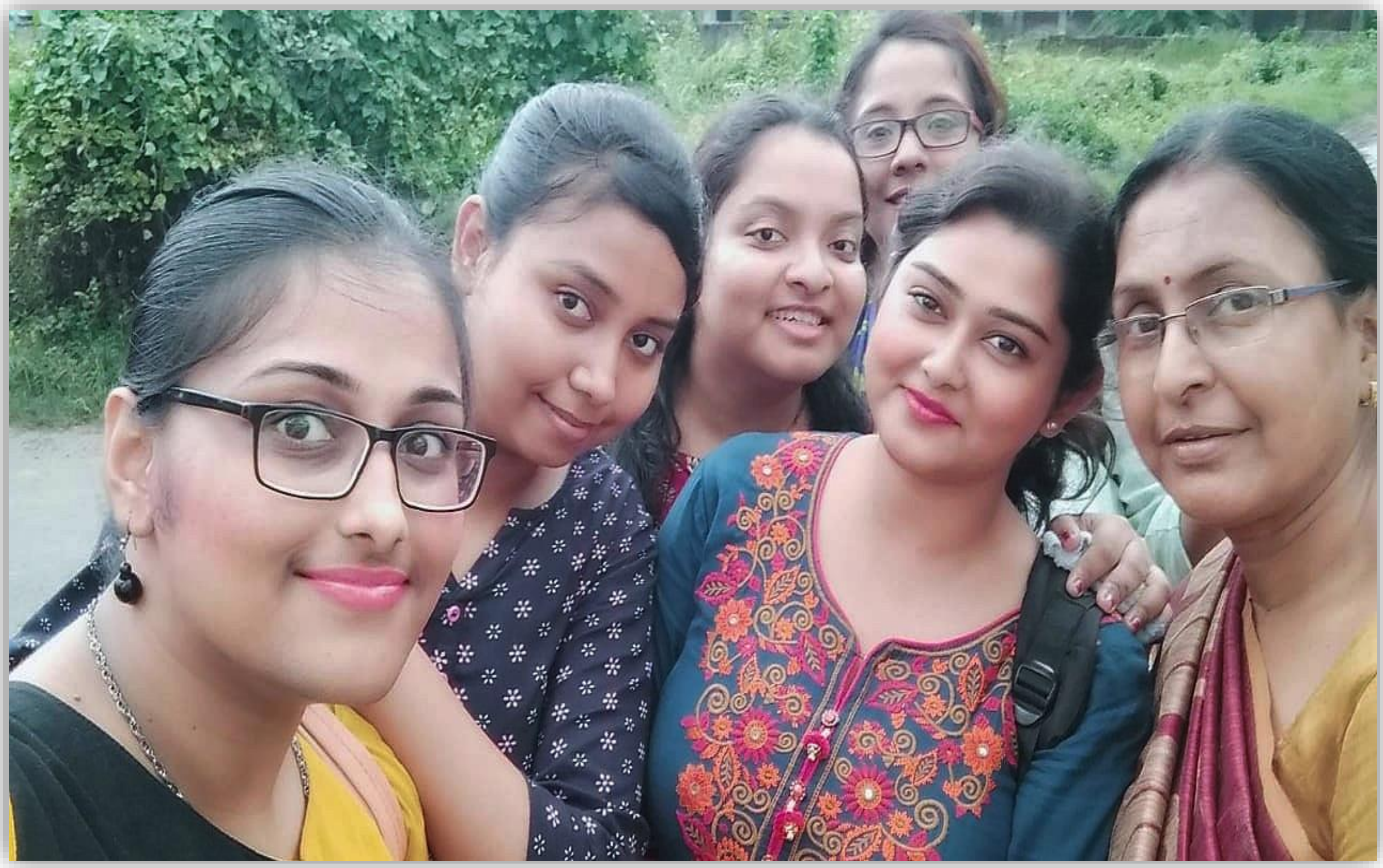

TEACHERS' DAY CELEBRATION

এবছর আমাদের কলেজের **Teachers' Day Celebration** এককথায় সত্যিই অনবদ্য ছিল। ঐদিন ক্লাসের **students** দের **spontaneous** অংশগ্রহন, চারতলার হলঘর সুন্দর করে বেলুন ও রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো, সব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একসাথে পাওয়া, কেক কাটা, ছবি তোলা, আমাদের বন্ধুদের ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অনবদ্য পারফরম্যান্স এবং সবশেষে **group** ছবি তোলা প্রভৃতি সবকিছুই অনুষ্ঠানটিকে চরম মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিল।

Y TEACHERS' DAY
ILAN COLLEGE OF EDUCATION

TEACHERS' DAY
COLLEGE OF EDUCATION

HAPPY TEACHERS' DAY
PAILAN COLLEGE OF EDUCATION

HAPPY TEACHERS' DAY
COLLEGE OF EDUCATION

PAILAN

PAILAN COLLEG

EDUCATION

ANTI-DRUG RALLY

ড্রাগ সম্বন্ধে সাধারন মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করার জন্য ১৩ই সেপ্টেম্বর কলেজের সামনে থেকে বেশ কিছু placard নিয়ে একটি Anti-drug rally শুরু হয়। আমাদের এই rally এর অন্তিম গন্তব্য ছিল ভারত সেবাশ্রম। ঐদিনের rally তে আমাদের বর্তমান B. Ed 2nd semester এর বেশ কয়েকজন students সহ কলেজের অন্যান্য বিভাগও অংশগ্রহন করেছিল। সেদিনের সেই rally তে অংশগ্রহন সত্যিই অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে আমাদের কাছে।

PAILAN
to Drugs"
SHOT ON ZERO 5
INFINIX DUAL CAMERA

SAY NO TO DRUGS
SAY YES TO PIZZA
PAILAN Technical Campus
PAILAN Group of Institutions
ANTI DRUG RALLY
DON'T LET DRUGS
KEEP YOU FROM YOUR DREAMS
"Don't Fall into the Deep Trap"
Social Awareness Program (College)
13th September, 2019
Anti -Drug Campaign
Organized by:
Pailan Technical Campus, Joka, Kolkata-104
SHOT ON ZERO 5
INFINIX DUAL CAMERA

PAILAN
Group of
Institution
DRUG RALLY

CROESO

এই অনুষ্ঠানটি ছিল আমাদের পৈলান কলেজের সবথেকে বড়ো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যদিও এটি প্রতিযোগিতামূলক ছিল। আমাদের বর্তমান বি. এড 2nd semester এর বৈশাখী ভট্টাচার্য্য ও ইন্দ্রাণী রায়চৌধুরী গানে এবং সৃজিতা চ্যাটার্জী ও নিবেদিতা নন্দী ফ্যাশন শো তে অংশগ্রহন করেছিল। বিভিন্ন ধরনের আধুনিক গান, নাচ, ড্রাম প্রতিযোগিতা, ডি. জে, ফ্যাশন শো প্রভৃতি সবকিছুই অনুষ্ঠানের টেম্পোকে একেবারে সীমানার শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিল।

20

18

GROUP OF INSTITUTIONS

WITH ME

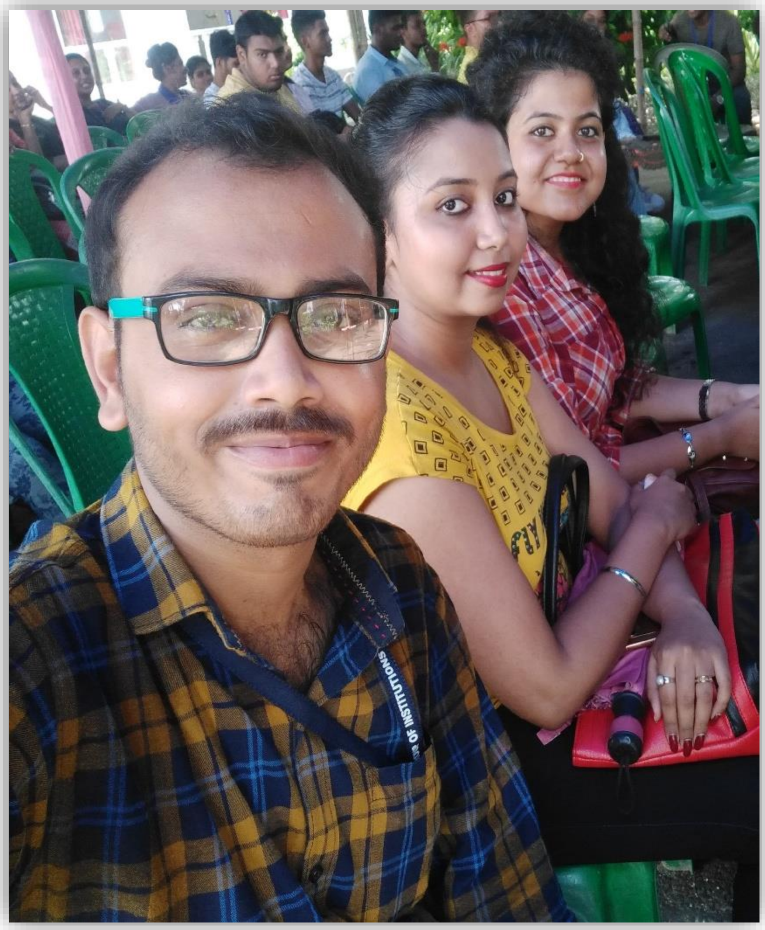

20

SARASWATI PUJA

স্কুল এবং কলেজের students দের কাছে সরস্বতী পূজা হল আকর্ষনের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের কলেজে প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও বেশ জাঁক-জমক করেই সরস্বতী পূজা হয়েছে। যে হলঘরে পূজা হয়েছিল, তা সাজানোর দায়িত্বে আমাদের বর্তমান বি.এড 2nd semester এর অনেকেই ছিল। এবছর পূজার দিন আমরা অনেকেই নতুন সাজে কলেজে গিয়েছিলাম।

GO GREEN

EXCURSION (GANGTOK)

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে গ্যাংটক ভ্রমণ ছিল যেন এক রূপকথার গল্প। দীর্ঘ ট্রেন যাত্রা আর তারপর পাহাড়ি পথ বেয়ে তিস্তার ধার দিয়ে আকাঁবাকাঁ পথে ক্রমশ উপরের দিকে ওঠা, সে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা ছিল। হোটেলে বন্ধুদের সঙ্গে একসাথে থাকা, খাওয়া, আড্ডা দেওয়া, খুনসুটি করা, একসাথে বিকেলে ঘুরতে যাওয়া, মার্কেটিং করা, রাত্রে দেরী করে ঘুমোনো আবার পরের দিন খুব সকাল বেলা উঠে পড়া এসব ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। ১২ হাজার ফিট উচ্চতায় বাবা মন্দির এবং বরফাবৃত ছাঙ্গু লেক দর্শন, রোপওয়ে চড়া, বরফ নিয়ে লোফালুফি করা, বরফের মধ্যে ছবি তোলা, গ্যাংটক শহরটাকে ঘুরে দেখা; সবই এখন স্মৃতি হয়ে গেছে। রয়ে গেছে শুধু সেখানকার ক্যামেরাবন্দী কিছু সুন্দর মুহূর্ত, যা এই ম্যাগাজিনের পাতায় তুলে ধরলাম।

PAILAN
PAILAN COLLEGE OF EDUCATION
(B.Ed. & M.Ed. COLLEGE)
NAAC Accredited-Grade B+
Approved by NCTE and affiliated to The West Bengal University of Teacher
Education Planning and Administration
For Enquiries Please Call :

PAILAN
PAILAN
PAILAN COLLEGE OF EDUCATION
(B.Ed. & M.Ed. COLLEGE)
NAAC Accredited-Grade B+
Education Planning and Administration
9830800310/ 033-2453 5605

HOT ON ZERO 5

SHOT ON ZERO 5
INFINIX DUAL CAMERA

CK

Nikon

ANNUAL SPORTS (AAGHAZ)

প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও পৈলান কলেজের তরফে Annual Sports এর আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে আমাদের বি.এড 2nd Semester এর নিবেদিতা নন্দী ও আরসাদ রেজা সহ 4th Semester এর কয়েকজন বন্ধু এবং স্যার-ম্যাডামরা spontaneously অংশগ্রহন করেছিল। দৌড়, টাগ অফ ওয়ার, ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, মিউজিক্যাল চেয়ার প্রভৃতি events গুলো ছিল উল্লেখযোগ্য। আমাদের এবছরের ফল খুব একটা আশানুরূপ হয়নি, তাই আগামীতে ভালো ফল করার জন্য আমরা সবাই মুখিয়ে আছি।

Shot on OnePlus
By Tanu

SCIENCE CITY VISIT

বিজ্ঞানের অনবদ্য আবিষ্কারগুলি একবার চাক্ষুষ করার জন্য এবং বিজ্ঞানের আস্বাদ আরও ভালোভাবে পাওয়ার জন্য আমাদের বিজ্ঞান মেথডের তরফে, জবা ম্যাডামের তত্ত্বাবধানে, ২০২০ সালের ২৫শে February, আমরা প্রায় ২৬ জন Science City পরিদর্শন করি। 3D শো থেকে শুরু করে একেবারে শেষের টাইম মেশিন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার ঘন্টার মতো সময় শুধু আনন্দ করতে করতেই কেটে গেছে। একটা show শেষ হতে না হতেই আবার অন্য show আরম্ভ হয়ে যেত। যদিও সেদিন প্রত্যেকটি show ই আমরা খুব উপভোগ করেছিলাম।

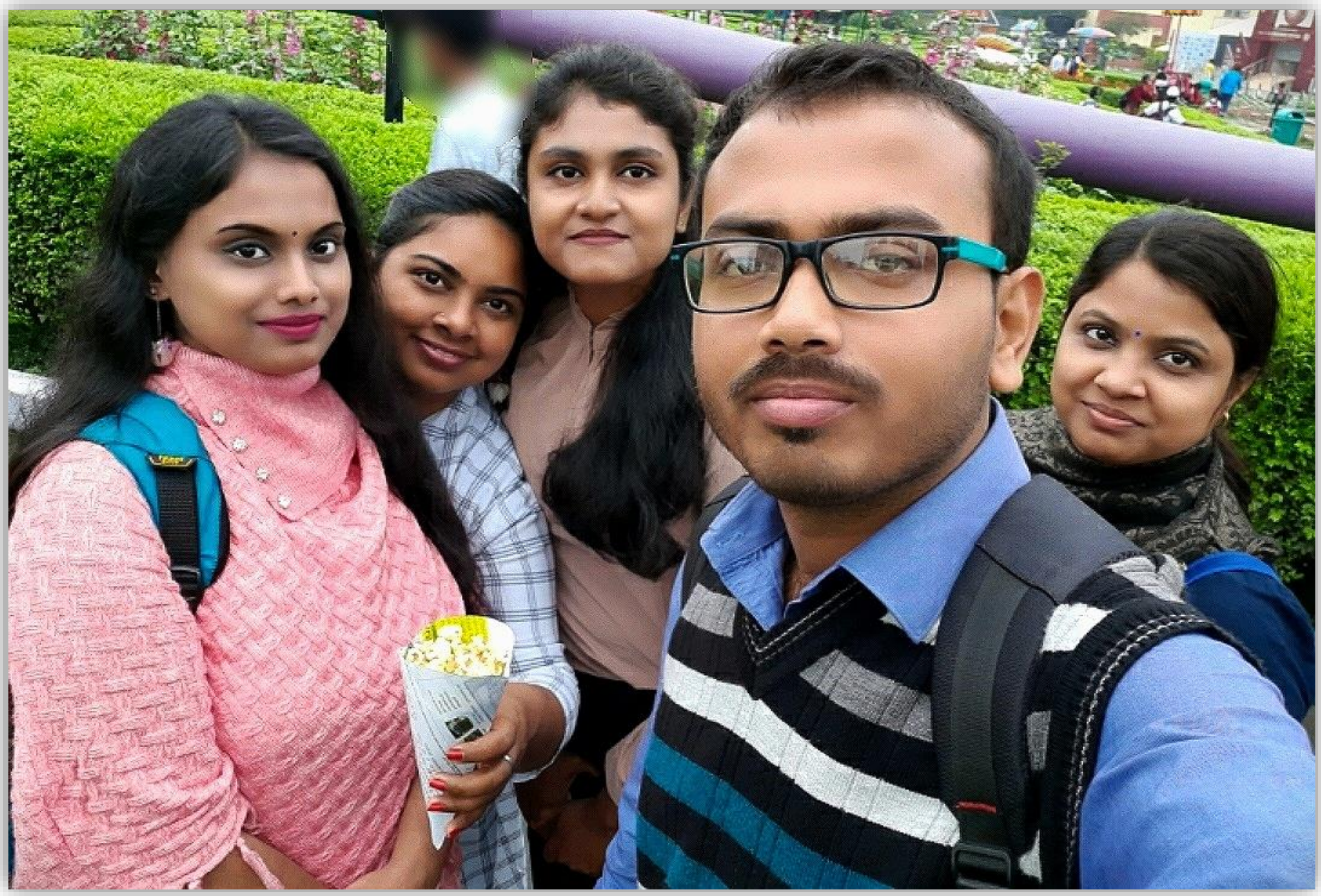

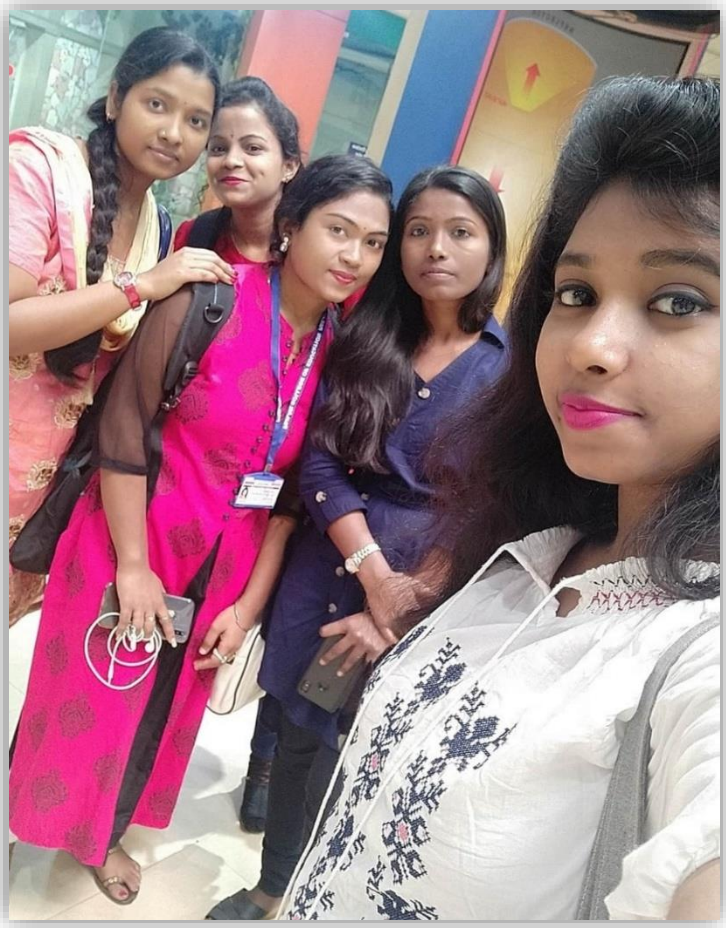

ANTI-DOWRY RALLY

বর্তমানে পণপ্রথা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই সমস্যা সম্বন্ধে সাধারন মানুষকে সচেতন করতে ২৯শে **February** এর পণপ্রথা বিরোধী **rally** টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমাদের বর্তমান বি. এড **4th semester** এর তরফে এই **rally** টি আয়োজন করা হয়। তবে এই **rally** তে বি. এড **2nd** ও **4th semester** এর প্রায় সবাই অংশগ্রহন করেছিল। **Placard** হাতে নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে যাওয়া এবং আবার ফিরে আসা, গোটা বিষয়টাই আমাদের সবার কাছে খুব উপভোগ্য ছিল।

CHILD MARRIAGE IS
18

PAILAN College of Education
Pailan College of Education
পণনেওয়া দন্ডনীয় অপরাধ
THEY ARE READY FOR SCHOOL NOT FOR MARRIAGE
STOP DOWRY
STOP CHILD MARRIAGE
STOP CHILD MARRIAGE
under 18
TIME HAS CHANGED BUT CUSTOM HAS NOT
ABOLISH DOWRY

The Dowry Prohibition Act,
1961
Says 'NO' to Dowry
Still Nothing Gets into
The Heads of
People

LA MELANGE

Pailan Group of Institution এর তরফে 7th march, Creek Club এ এই অনুষ্ঠানটি উদযাপিত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল Cooking Competition। এই Competition এ আমাদের বি.এড 2nd semester এর দুই ছাত্রী মেঘা চ্যাটার্জ্জী ও ইন্দ্রাণী রায়চৌধুরী তাদের বানানো দুটি অসাধারণ রেসিপি - মনোলোভা মালপোয়া এবং চিলি পনির নিয়ে অংশগ্রহন করে। ওরা হয়তো ঐ প্রতিযোগিতায় সেরা হতে পারেনি ঠিকই, কিন্ত ওদের হাতে বানানো খাবারগুলি সেদিন স্যার-ম্যাডাম সহ অনেকেরই মন জয় করে নিয়েছিল।

SHOT ON ZERO 5
INFINIX DUAL CAMERA

PAILAN
an initiative by
partment of Hospitality and
Hotel Administration
rch 2020
usion Food
try Fee
on Food :- 200/-
DJ- 300/-

A Note of Appreciation to the Pailan Group of Institutions

We, the Editorial Panel, humbly showcase our sincere gratitude to

Mr. Apurba Saha (Honorary Chairman, Pailan Group of Institution)

Ms. Baby Saha (Joint Chairperson, Pailan Group of Institution)

Ms. Moon Moon Mahesh (Vice Chairperson, Pailan Group of Institution)

Mr. Mahesh Muralidharan (Director General, Pailan Group of Institution)

for their support and encouragement. Their words and ideologies inspire us and consolidate our perseverence to continue our journey. We are honoured to be a part of such glorious institution and it is a puny initiative to pay respect and gratitude. We shall strive harder to carry the legacy forward.

Thankfully,
Editorial Panel
Ichchhedana Magazine

CREDIT PAGE

The stylization of the entire magazine has been done by Abhi Naskar who uses nom de plume BEELZFUR. He designed and stylized every content page namely, সূচিপত্র, ছন্দলহরী, চিত্রমাধুরি, ছুটির দিশায়, জ্ঞানমঞ্জরি, অন্তরলেখ, রুপদর্শী, উদযাপন, Spot The Differences Page, Thank you Page, Feedback page and Credit Pages. He exclusively designed the Cover Page of the magazine. He also proof-checked all the English writings along with Krishnendu Mondal. He also did the same for many Bengali writings.

He made the trailer of the magazine (released on Mahalaya). The entire magazine's color grading, color correction, font stylization, page organization and final output with encryption has been done by BEELZFUR. Letter for non-liability and Copyright note have been prepared by him jointly with Krishnendu Mondal.

He also wrote editorial and contributed to the selection of quotations. He collected a few artworks and paintings.

CREDIT PAGE

Satyajit Sammder took the first major initiative and organized the major portion of the magazine and categorized them. He initiated the collection of the artworks and put them under different categories. The spelling correction of all the Bengali writings have been done by him in collaboration with BEELZFUR.

He also did the stylization of the photos of the owner which are stapled right beside every artwork. He stylized the entire section of painting and also checked spellings of CHUTIR DISHAY. He also assisted in preparing FIND THE DIFFERENCES. The entire section of A FEW AWESOME LIFE HACKS has been prepared by him. He also collected the pictures for UDJAPON section and wrote the descriptions in collaboration with Ananya Banerjee.

Satyajit did the color correction of a few photographies as far as color is concerned. None of the editors retouched or edited the entire section of painting.

©BEELZFUR

CREDIT PAGE

The names of the content pages namely, সূচিপত্র, ছন্দলহরী, চিত্রমাধুরি, জ্ঞানমঞ্জরি, অন্তরলেখ, রুপদর্শী, উদযাপন, Thank You page, Feedback Page & Credit Page have been given by Krishnendu Mondal. The categorization and order of the contents have been suggested by him. Introductory and decorative bengali quotes have also been compiled by him.

He prepared Gyanmonjori section's QUIZ, WHO AM I and DID YOU KNOW, and the remaining parts have been prepared in collaborationn with Ananya Banerjee. Letter for non-liability and Copyright note have been prepared by him with Abhi Naskar.

He also gave the idea of the trailer (released on Mahalaya) and the contents of the trailer have been selected by him along with Satyajit Samadder.

©BEELZFUR

CREDIT PAGE

Ananya Banerjee is the major contributor in preparing the content pages namely সূচিপত্র, ছন্দলহরী, চিত্রমাধুরি, জ্ঞানমঞ্জরি, অন্তরলেখ, রুপদর্শী, উদযাপন,Thank You page, Feedback Page & Credit Page which are designed by BEELZFUR.

All the artworks have been guided by her as far as decoration is concerned. She also assisted BEELZFUR in stylization of fonts and color correction of fonts.

She is the chief contributor of Gyanmonjori's section's and jointly finished with Krishnendu Mondal. She wrote the descriptions of UDJAPON section in collaboration with Satyajit Samadder.

©BEELZFUR

CREDIT PAGE

Nivedita Nandy helped in maintaining the communication with different departments of the college and collected articles/ artworks for the magazine along with Satyajit Samadder.

She also helped in collecting the pictures of Annual Sports and CROESO and contributed to modify the section.

©BEELZFUR

Give us Feedback

We spent innumerable hours to make the magazine as perfect as possible. If you liked it and have suggestions for improvement for our future endeavours, please air your views. We'd be really glad to hear from you. If you have any queries, feel free to contact us

ichchhedana.aksa@rediffmail.com

©BEELZFUR

THANK YOU

©BEELZFUR